BANGLA POST Year: 24 ♦ Issue: 1093 ♦ Friday 23 October - Thursday 29 October 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

হুতিদের হামলার মুখে কি সৌদি ছাড়ছেন ধনীরা

--১৫ পৃষ্ঠায়

৪৫ হাজার পাউন্ডের জরিমানা এড়ানোর কৌশল গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়লেন সলিসিটর

পোস্ট রিপোর্ট:
অবৈধভাবে কর্মী নিয়োগের কারণে আরোপিত ৪৫ হাজার পাউন্ডের জরিমানা এড়ানোর উপায় বাতলে দেওয়ার সময় এক সলিসিটরকে গোপনে ধারণ করেছে বিবিসি। এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যার নাম মোহাম্মদ। যিনি আলিয়াস নামেও পরিচিত-একজন গোপন প্রতিবেদককে জরিমানার দায় অন্য ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য কৌশল ব্যাখ্যা করেন।বিবিসির প্রতিবেদক নিজেকে এমন একজন মিনি-মার্টের মালিক হিসেবে পরিচয় দেন, যাঁর দোকানে অবৈধভাবে কাজ করা একজন কর্মী পাওয়ার পর অভিবাসন কর্মকর্তারা তাঁকে জরিমানা করেছেন। তবে বিবিসির প্রতিবেদনে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই পরিস্থিতি ছিল অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে তৈরি করা একটি কাল্পনিক ঘটনা। বাস্তবে কোনো দোকান, কর্মী কিংবা জরিমানা ছিল না।

ব্র্যাডফোর্ডভিত্তিক ওই সলিসিটর তাঁর সম্ভাব্য মক্কেলকে বলেন, বিদেশে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে, যিনি মিনি-মার্টটির মালিক হিসেবে নিজের নাম দিতে রাজি থাকবেন। এর মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির ওপর জরিমানার দায় চাপানো সম্ভব হতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।আলিয়াস অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, কখনো কাউকে এ ধরনের পরামর্শ দেননি কিংবা হোম অফিসকে মিথ্যা তথ্য দেননি।

বিবিসির গোপন প্রতিবেদকের সঙ্গে রেকর্ড করা ফোনালাপে আলিয়াস জানতে চান, এমন কোনো ব্যক্তির নাম পাওয়া যাবে কি না, যিনি ইরাক বা ইরানে ফিরে গেছেন এবং যাঁর নাম ব্যবসার মালিক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কথোপকথনে তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কারওয়ান নামের একজনকে ব্যবসার মালিক হিসেবে দেখানো হলে জরিমানাটি তাঁর নামে আসতে পারে, অথচ তিনি তখন ইরাকে অবস্থান করছেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের পরিচয় আড়াল করে অন্য কাউকে ব্যবসার আনুষ্ঠানিক মালিক হিসেবে দেখানোর একটি কৌশল তুলে ধরা হয়।

আলিয়াসের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটিকে বিবিসি 'ঘোস্ট ডিরেক্টর' ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করেছে। এ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তির নাম ব্যবসার আনুষ্ঠানিক নথিতে ব্যবহার করা হয়, যাতে প্রকৃত মালিকের পরিচয় আড়ালে থাকে।

বিবিসির গোপন প্রতিবেদকের সঙ্গে কথোপকথনে আলিয়াস জানান, তাঁর সেবার খরচ হবে জরিমানার ১০ শতাংশ। ৪৫ হাজার পাউন্ডের জরিমানার ক্ষেত্রে এই অর্থের --১৬ পৃষ্ঠায়

নিয়ম পরিবর্তন করেছে এয়ারবিএনবি

স্টাফ রিপোর্টার:
বাড়ির মালিকেরা অতিথিদের কী কী কাজ করতে বলতে পারবেন, তা সীমিত করতে নিজেদের নিয়মে পরিবর্তন এনেছে আবাসন ভাড়া দেওয়ার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এয়ারবিএনবি। পরিচ্ছন্নতার কাজের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন প্রযোজ্য হবে।

হালনাগাদ নির্দেশিকা অনুযায়ী, বাড়ির মালিকেরা এখন সাতটি নির্ধারিত সাধারণ গৃহস্থালি নিয়ম ঠিক করে দিতে পারবেন। পাশাপাশি তাঁরা অন্য কিছু 'যুক্তিসংগত' অনুরোধও জানাতে পারবেন।

এয়ারবিএনবি জানিয়েছে, অতিথিদের পরিচ্ছন্নতার ফি দিতে হলেও তাঁদের এমন কাজ করতে বলা উচিত নয়, যা সাধারণত একজন --১৬ পৃষ্ঠায়

রাজপরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরতে চান হ্যারি

পোস্ট রিপোর্ট:
পুরোনো টানাপোড়েন কাটিয়ে যুক্তরাজ্যের রাজপরিবারের সঙ্গে আবার সুসম্পর্ক গড়তে চান প্রিন্স হ্যারি। ব্রিটিশ সাময়িকী জিকিউ-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। হ্যারির আশা, ছয় বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর কারণে বাবা রাজা চার্লস ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা শিগগিরই কেটে যাবে।

রাজা চার্লসের ছোট ছেলে হ্যারি। তাঁর স্ত্রীর নাম মেগান। এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। ২০২০ সালে রাজপরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান হ্যারি-মেগান। সেখান থেকে রাজপরিবার নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা করেন তাঁরা। এতে পরিবারে সঙ্গে তাঁদের বড় ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে কয়েক বছর বাবা চার্লস ও বড় ভাই উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি।তবে রাজা চার্লস ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর সম্প্রতি পরিবারের সঙ্গে আবার দেখা-সাক্ষাৎ শুরু হয় হ্যারির। জিকিউ সাময়িকীকে তিনি বলেছেন, তিনি পরিবারের --১৬ পৃষ্ঠায়

১৫ বছরের স্থায়ী বসবাসের শর্ত, মন্ত্রিসভায় মতবিরোধ তীব্র

স্টাফ রিপোর্টার:
যুক্তরাজ্যে অভিবাসীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৫ বছর করার প্রস্তাব ঘিরে মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ আরও তীব্র হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদের অভিবাসন নীতিতে কঠোরতা আরোপের পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন জ্বালানিমন্ত্রী মিয়াট্টা ফাহনবুল্লে ও আবাসনমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেনার।প্রস্তাবিত সংস্কার অনুযায়ী, বিদেশি সমাজসেবা ও পরিচর্যা /কেয়ার এবং হসপিটালিটি খাতের কর্মীদের যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য অপেক্ষার সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৫ বছর করা হবে। ২০২১ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে আসা সংশ্লিষ্ট অভিবাসীদেরও এই পরিবর্তনের আওতায় আনার পরিকল্পনা

রয়েছে।

এই প্রস্তাব নিয়ে সরকারের অভ্যন্তরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সমালোচকদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে কাজ করা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিয়ে আসা অভিবাসীদের জন্য নিয়ম পরিবর্তন করা তাঁদের জীবন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে।

নিজের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জ্বালানিমন্ত্রী মিয়াট্টা ফাহনবুল্লে অভিবাসীদের সমাজের সঙ্গে একীভূত করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। *দ্য টেলিগ্রাফ*-এর প্রতিবেদনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়।

ফাহনবুল্লে বলেন, তাঁর পেকহ্যাম নির্বাচনী এলাকার অভিজ্ঞতা দেখায়, মানুষকে সমাজের সঙ্গে একীভূত হওয়া এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

তিনি লেখেন, "পরিশেষে, আমি এমন একটি ব্যবস্থা দেখতে চাই, যা নিয়ন্ত্রণ ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং যেখানে সমাজের সঙ্গে অভিবাসীদের একীভূত হওয়ার বিষয়টিতে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।"

স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষার সময়সীমা বারবার বাড়ানো হলে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে সতর্ক

'তিনি হয়তো ভালো নিয়তে করেছেন'

স্টাফ রিপোর্টার:
প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে ইশরাক হোসেনের পদত্যাগ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেছেন, 'তাঁর (ইশরাক) কাজকে কেউ নেগেটিভ (নেতিবাচক) বলার সুযোগ নেই। কিন্তু একজন জনপ্রতিনিধি, একজন প্রতিমন্ত্রী এভাবে যদি প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্র বহন করেন বা কাউকে এটা দিয়ে তাক করেন তাহলে তিনি হয়তো ভালো নিয়তে করেছেন। কিন্তু খারাপ নিয়তে প্রয়োগ করার মানুষের তো এই সমাজে অভাব নেই। এরা রেফারেন্স হিসেবে এটাকে (অস্ত্র প্রদর্শন) ব্যবহার করবে। বিষয়টি যদি আপনি সিভিল অ্যাটিচিউড থেকে নেন, তাহলে আপত্তির জায়গাটি শুধু এটুকুই। তাঁর কাজের ব্যাপারে আপত্তি করার কিছু নেই।'আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে --১৬ পৃষ্ঠায়

ঋণের সুদই শোধ করতে পারছেন না ২০ লাখের বেশি স্নাতক

স্টাফ রিপোর্টার:
যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেও শিক্ষাঋণের সুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছেন না ২০ লাখের বেশি স্নাতক। ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করার পরও তাঁদের মোট ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। উচ্চ সুদের হার এবং ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত আয়ের সীমা দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকায় তরুণ পেশাজীবীদের ঋণের বোঝা কমানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ করবর্ষে ইংল্যান্ডের ২০ লাখ ৯০ হাজার স্নাতকের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে, যদিও তাঁরা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন। ২০২১-২২ করবর্ষের তুলনায় এ সংখ্যা বেড়েছে ১৫৫ শতাংশ।

এই হিসাবের আওতায় রয়েছেন সেই স্নাতকেরা, যাঁরা গত বছরে অন্তত চারটি কিস্তি পরিশোধ করেছেন। ঋণের সুদ তাঁদের পরিশোধ করা অর্থের চেয়ে বেশি হওয়ায় তাঁদের বকেয়া ঋণের পরিমাণ কমেনি, বরং বেড়েছে।

২০২১ সালের তুলনায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছেন এমন স্নাতকের সংখ্যা ১১ শতাংশ বেড়েছে। তবে শুধু বেশি সংখ্যক মানুষের ঋণ পরিশোধ শুরু করাই বর্তমান পরিস্থিতির পুরো ব্যাখ্যা নয়। উচ্চ সুদের হার এবং পরিশোধের জন্য নির্ধারিত আয়ের সীমা স্থির থাকায় অনেক স্নাতক ঋণের প্রকৃত বোঝা কমাতে পারছেন না।

ঋণের সুদের সঙ্গে তাল --১৬ পৃষ্ঠায়

হাউস অব লর্ডসে হোমলেস পোভার্টি রিলিফ ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু

গৃহহীন ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পুনর্বাসন ও স্বাবলম্বিতা অর্জনে কাজ করবে নতুন এই ফাউন্ডেশন

গৃহহীন ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে যাত্রা শুরু করেছে নতুন সংগঠন 'হোমলেস পোভার্টি রিলিফ ফাউন্ডেশন'। মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী হাউস অব লর্ডসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে আতিথ্য প্রদান করেন ব্যারোনেস উদ্দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। গৃহহীনতা ও দারিদ্র্য মোকাবিলায় পরিকল্পিত, কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশনের যাত্রাকে স্বাগত জানান অতিথিরা।

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, ক্রয়ডনের সাবেক কাউন্সিলর ও মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী অনুষ্ঠানে সংগঠনটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

তিনি জানান, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে গৃহহীন মানুষের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের বাস্তব সমস্যা, প্রয়োজন ও প্রতিকূলতা সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি তৈরি হয়েছে। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছে, যা গৃহহীন মানুষের তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন ও স্বাবলম্বিতা অর্জনে সহায়তা করবে।

ফাউন্ডেশনটির মূল লক্ষ্য হলো, গৃহহীন মানুষকে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে বের করে এনে নিরাপদ, স্থিতিশীল ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এ লক্ষ্যে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান এবং স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালনার উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

শেরওয়ান চৌধুরী বলেন, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের ধারণা বিকশিত হয়। এ ক্ষেত্রে ডা. রফিকুল হায়দারসহ কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তী সময়ে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

তিনি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে ব্যক্তি, সামাজিক সংগঠন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ, সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

ঘড়ি কিনুন

ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রয়েছেন রফিকুল হায়দার, নিজামুল হক নোমজুল, রাফেল উদ্দিন, আবুল হুসাইন ও সাফওয়ান চৌধুরী।

অন্যদিকে, উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন টনি লেটস, এমবিএ; ইয়াওয়ার খান; ব্রিজ কালিয়া, জেপি; এবং কাউন্সিলর সদরুজ্জামান খান।

ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশবিষয়ক মন্ত্রী ও এমপি সারাহ জোনস, এমপি নাতাশা আয়রনস এবং ডেপুটি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রে উইলকিনসন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার ক্যানসার হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাবাব উদ্দিন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি জালাল উদ্দিন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব এবং দৈনিক জনমত-এর সাবেক সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, এল বি২৪ এর ম্যানেজিং এডিটর সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সাংবাদিক মাহবুব রহমান। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনামুল খান, মোহাম্মদ হক, এম রহমান, মুজিবুর রহমান ও ফারহানা আখতারসহ বিভিন্ন কমিউনিটি ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডা. আলী আসকার কোরেশী, আনোয়ার আলী মোল্লা, ক্রয়ডনের সাবেক মেয়র ও কাউন্সিলর অ্যালিসা ফ্লেমিং, সাব্বির করিম, লিটু খান, মুরতুজা চৌধুরী, ফজলে চৌধুরী, ফজলুর রহমান, রোহেমা চৌধুরী, সোফিয়া হায়দার, ডা. ইয়াসির চৌধুরী, নাজিয়া চৌধুরী, নাসের চৌধুরী, মহসিন মিয়া, শাহনুর চৌধুরী ও আমারা চৌধুরীসহ অনেকে।

বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ গৃহহীনতা ও দারিদ্র্য মোকাবিলায় সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেন ডা. রফিকুল হায়দার

অনুষ্ঠানে ডা. রফিকুল হায়দার ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যক্রমের ক্ষেত্র এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি সংগঠনটির কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নির্ধারণ এবং টেকসই সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় শেরওয়ান চৌধুরী একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে গৃহহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের পরিকল্পিত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সহায়তা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। এর লক্ষ্য হলো, মানুষের তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি তাঁদের জীবনে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও বাস্তব সহায়তা নিশ্চিত করা।

ফাউন্ডেশনটি এ লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন, পেশাজীবী, স্বেচ্ছাসেবক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

সহযোগিতার আহ্বান

সমাপনী বক্তব্যে শেরওয়ান চৌধুরী ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আগ্রহী সবার প্রতি তাঁদের মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, গৃহহীন মানুষের জীবন পুনর্গঠন এবং তাঁদের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। যথাযথ সহায়তার সুযোগ তৈরি, পুনর্বাসন এবং মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ফাউন্ডেশনটি দীর্ঘমেয়াদে কাজ করতে চায়।

হাউস অব লর্ডসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশনটির কার্যক্রম নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল। মানবিক মূল্যবোধ, বাস্তবভিত্তিক সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে গৃহহীনতা ও দারিদ্র্য মোকাবিলায় অর্থবহ অবদান রাখাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকের উদ্যোগে অধ্যাপক ডা. হোসাইন আহমদকে সংবর্ধনা

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বড়লেখাবাসীর অন্যতম সামাজিক সংগঠন বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকে (BISUK)-এর উদ্যোগে সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. হোসাইন আহমদের যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর ২০২৬) সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলে অবস্থিত আল বারাকা রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকের সভাপতি মো. লুতফুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. হোসাইন আহমদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজের অন্যতম পরিচালক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেট মহানগরীর সাবেক সভাপতি শাহরিয়ার আলম শিপার, সংগঠনটির সাবেক সিলেট জেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মুনিম, ডা. এহতেশামুল হক, প্রিন্সিপাল আনোয়ার আলী, বড়লেখার ২ নম্বর দাসের বাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হাফিজ আব্দুল করিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন, আইনজীবী অ্যাডভোকেট এবাদুর রহমান সুফিয়ান এবং তরুণ লেখক ও শিল্পী হিফজুর রহমান তাসনীম।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকের কার্যপরিষদ সদস্য সালাহ উদ্দিন, জামিল হোসেন, শামিম উদ্দীন, ওলিউর রহমান, ফারুক আহমদ ও নজরুল ইসলামসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বড়লেখাবাসীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সৌহার্দ্য, ঐক্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা ও সমাজসেবায় অবদান রাখা গুণী ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর মাধ্যমে প্রবাসী সমাজের সঙ্গে মাতৃভূমির সম্পর্ক আরও নিবিড় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বড়লেখাবাসীর মধ্যে সামাজিক বন্ধন জোরদার, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কমিউনিটির কল্যাণমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রবাসজীবনের ব্যস্ততা ও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নিজস্ব শিকড়, ঐতিহ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি ভালোবাসা অটুট রাখতে কমিউনিটি সংগঠনগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের আয়োজন প্রবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে নিজ এলাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি করে।

বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকের এ সংবর্ধনা আয়োজন তাই শুধু একজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে সম্মান জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি প্রবাসী বড়লেখাবাসীকে একটি অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং সম্মিলিতভাবে সামাজিক কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয়েরও প্রতিফলন।

বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকে (BISUK)-ঐক্য, সম্প্রীতি ও মানবকল্যাণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ইতিহাস গড়ায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মৌলভীবাজার এর মেয়ে আনিসা খানকে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র অভিনন্দন

যুক্তরাজ্যের পর আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ইতিহাস গড়লেন মৌলভীবাজারের আনিসা খান, ইংল্যান্ড কাবাডি দলের অধিনায়ক! ব্যবসা ও টেলিভিশন জগতের সফল আঙিনায় আলোড়ন তোলার পর এবার আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে অনন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে গেলেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি তরুণী আনিসা খান। যার শেকড় জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলায়, সেই আনিসা আসন্ন কমনওয়েলথ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ড নারী জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামতে চলেছেন! ভারতের আহমেদাবাদে শুরু হতে যাওয়া এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে পুরো ইংল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজারের গর্ব আনিসার পৈতৃক বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার আকুয়া গ্রামে। তাঁর বাবা ইয়াওর খান ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান এবং সেখানে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। প্রবাসে বেড়ে উঠলেও নিজের শেকড়ের প্রতি ভালোবাসা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই তরুণী।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আনিসা লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস (এলএসই) থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করা আনিসা পেশাগত জীবনে একাধারে একজন কনসালট্যান্ট ও সফল ফুড উদ্যোক্তা। যুক্তরাজ্যে জনপ্রিয় ফুড ব্র্যান্ড "বোম্বে পিৎজা"-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তবে ব্রিটিশ জনগণের কাছে তাঁর পরিচিতি আরও ব্যাপক হয়, যখন তিনি বিবিসি ওয়ানের বিখ্যাত রিয়েলিটি শো 'দ্য অ্যাপ্রেন্টিস'-এর ফাইনাালিস্ট ও রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

প্যাশন থেকে জাতীয় দলের নেতৃত্ব

ব্যস্ততম পেশাগত জীবন এবং ব্যবসার ধকল সামলেও খেলাধুলার প্রতি নিজের অনুরাগ ধরে রেখেছেন আনিসা। ২০১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে কাবাডি খেলা শুরু করেন তিনি। দীর্ঘ সাধনা ও একাগ্রতার ফলস্বরূপ আজ জাতীয় দলের নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে তিনি কেবল নিজের মুকুটে নতুন একরং যোগ করেননি, বরং সমগ্র প্রবাসী বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

আগামী সপ্তাহে আহমেদাবাদের কাবাডি আঙিনায় ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে আনিসার এই নেতৃত্ব নতুন এক ইতিহাস গড়বে বলে প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ইংল্যান্ড নারী জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ তরুণী আনিসা খানকে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র প্রেট্রন সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সংগঠন এর অন্যতম উপদেষ্টা ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, গ্রেটার সিলেট এর সাবেক চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী নুরুল ইসলাম মাহবুব ও সাবেক সেক্রেটারি ৭১এর বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, চীফ কোডিনেটর আলহাজ্ব মসুদ আহমদ, সাবেক সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জেনারেল সেক্রেটারি এম আসরাফ মিয়া, ট্রেজারার মিসেস হেলেন ইসলাম, সংগঠন এর সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনর বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী হারুনুর রশিদ, কো-কনভেনর জামাল হোসেন ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও ১০টি রিজিওনাল ও ৮ টি শাখা কমিটির পক্ষ থেকে এক যুক্ত অভিনন্দন বার্তায় দীর্ঘ সাধনা ও একাগ্রতার ফলস্বরূপ ইংল্যান্ডের একদল নারী খেলোয়াড়ের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আজ জাতীয় দলের নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে তিনি কেবল নিজের মুকুটে নতুন একরং যোগ করেননি, বরং সমগ্র প্রবাসী বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

আমরা গ্রেটার সিলেটবাসী গর্বিত বলে উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ আনিসা খান এর আগামীদিনের পথচলার জন্য সবার নিকট দোয়া কামনা করেছেন।

এডভারটোরিয়াল

পানি মূল্যবান

আমরা যেভাবে এটি ব্যবহার করি তা গুরুত্বপূর্ণ।

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস হয়ত বৃষ্টিপাতের জন্য পরিচিত হতে পারে, তবে অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত পানি নেই। আসুন পানি সাশ্রয় করি, বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিদিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যেককে কম পানি ব্যবহার করতে সহায়তা করার জন্য একটি প্রচারাভিযান 2026 সালে চালু হয়েছিল।

চ্যালেঞ্জটি অনেক লোকের উপলব্ধির চেয়ে বড়। জলবায়ু পরিবর্তন শুষ্কতর গ্রীষ্ম এবং ভারী শীতকালীন বৃষ্টিপাত নিয়ে আসছে, যা নদী এবং জলাধারগুলির জন্য প্রাকৃতিকভাবে পুনরায় পূরণ করা কঠিন করে তুলছে। ফলস্বরূপ, অনেক অঞ্চলে প্রকৃতি যে হারে পানির যোগান দেয় এর চেয়ে দ্রুত গতিতে আমরা পানি ব্যবহার করছি।

ইংল্যান্ডের গড় মানুষ প্রতিদিন প্রায় 140 লিটার পানি ব্যবহার করে, প্রায়শই এটি সম্পর্কে চিন্তা না করেই। তবুও যদি কিছু পরিবর্তন না হয়, তবে ইংল্যান্ড 2055 সালের মধ্যে দৈনিক পাঁচ বিলিয়ন লিটার পানির ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারে।

পানি ইন্ডাস্ট্রি নেটওয়ার্ক আপগ্রেড করতে বিলিয়ন বিলিয়ন বিনিয়োগ করছে – লিক্ ঠিক করা থেকে অবকাঠামো আপগ্রেড করা পর্যন্ত। তবে প্রত্যেকের উচিত তারা যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করেন তা হ্রাস করতে সাহায্য করা।

অনেক দক্ষিণ এশীয় পরিবারের জন্য, সাবধানতার সাথে সম্পদগুলি ব্যবহার করার বিষয়ে কথোপকথন নতুন কিছু নয়। বেড়ে ওঠার সময়, অনেক লোককে খাদ্য অপচয় না করতে, তাদের মালিকানাধীন জিনিসগুলির যত্ন নিতে এবং কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে সাবধানতার সাথে চিন্তা করতে শেখানো হয়েছিল। সম্পদশালীতা কোনও জীবনযাত্রার প্রবণতা ছিল না। এটি কেবল ছিল আমরা কীভাবে জীবনযাপন করেছি।

অনেক ব্রিটিশ দক্ষিণ এশীয়রা এমন দেশগুলির সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রয়েছে যেখানে পানির ঘাটতি, প্রচণ্ড তাপ এবং বন্যা ইতিমধ্যে দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করছে। এক অঞ্চলে খরা এবং অন্য অঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যার গল্পগুলি যখন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং কমিউনিটিগুলি তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তখন বাড়ির কাছাকাছি অনুভব করতে পারে।

লেটস সেইভ ওয়াটার কমিউনিটিগুলিকে পানির যত্ন নেওয়া শুরু করতে বলছে না। অনেকে ইতিমধ্যে করে। সুযোগটি হলো সেই সচেতনতাকে সহজ অভ্যাসে পরিণত করা যা একটি পরিমাপযোগ্য পার্থক্য তৈরি করে।

কারণ চ্যালেঞ্জটি তাৎপর্যপূর্ণ, আর তাই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলির সম্মিলিত প্রভাবও তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র দুই মিনিটের জন্য একটি শাওয়ার সংক্ষিপ্ত করা প্রায় 28 লিটার পানি সাশ্রয় করতে পারে। একটি ফুটো হওয়া টয়লেট ঠিক করা প্রতিদিন শত শত লিটার সাশ্রয় করতে পারে। লক্ষ লক্ষ পরিবার জুড়ে, এই পরিবর্তনগুলি দ্রুত যোগ হয়।

> "জল অপচয় রোধ করা গুরুত্বপূর্ণ, তবে সবচেয়ে কার্যকর সমাধান সেগুলোই যা মানুষের জীবনযাত্রার সাথে মানিয়ে যায়।"

ওয়াশিং মেশিন প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা নভজ্যোত সিং বলেছেন:

"পানি তো পাওয়াই যাবে এটি ভাবা সহজ যতক্ষণ না আপনি দেখেন যে এটি এক্সেস এবং ব্যবহার করতে কতটা সময় এবং প্রচেষ্টা লাগতে পারে।

ওয়াশিং মেশিন প্রকল্পে, আমরা লন্ড্রির মতো প্রতিদিনের কাজকে কম চাহিদা এবং আরও টেকসই করার জন্য কমিউনিটিগুলির সাথে কাজ করি।

পানি সাশ্রয় সেই সমস্যাগুলির মধ্যে একটি যেখানে ছোট ক্রিয়াগুলি আশ্চর্যজনকভাবে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যখন ব্যবহারিক সমাধানগুলি প্রাকৃতিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যায়, তখন লোকেরা তা গ্রহণ করার এবং তাদের স্থায়ী পরিবর্তনের অংশ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।"

পানি বাঁচানোর জন্য সেরা উপদেশ:

- আপনার শাওয়ার থেকে দুই মিনিট কেটে দিন এবং দিনে প্রায় 28 লিটার সাশ্রয় করুন
- ট্যাপের পানি ছেড়ে রাখার পরিবর্তে একটি ওয়াশিং-আপ বাটি ব্যবহার করুন
- একটি ফুটো হওয়া টয়লেট ঠিক করুন, যা দিনে 400 লিটার পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারে
- আপনার ডিশওয়াশার এবং ওয়াশিং মেশিনে ইকো মোড ব্যবহার করুন

প্রতিদিন পানি সাশ্রয়ের সহজ উপায়গুলি আবিষ্কার করতে **"লেটস সেইভ ওয়াটার"** অনুসন্ধান করুন বা **letssavewater.com** ভিজিট করুন।

LET'S SAVE WATER.

ইংল্যান্ডের বেডফোর্ড বিএনপি কর্তৃক এমপি মিলনকে সংবর্ধনা

এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ইংল্যান্ডের বেডফোর্ড শাখার উদ্যোগে সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক-দোয়ারাবাজার) আসনের সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক, সিলেট বিভাগীয় বিএনপির সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক, ডাক -টেলি যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জননেতা কলিম উদ্দিন আহমদ মিলনকে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

গত ১৩ই অক্টোবর মঙ্গলবার বেডফোর্ডের স্থানীয় একটি হলে বিএনপি বেডফোর্ড

শাখার সভাপতি আলহাজ্ব তারু মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এম. সোহেল আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্য রাখেন- কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন এমপি এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম -সম্পাদক জামাল উদ্দিন।

সাংসদ কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন তাঁর বক্তব্যে রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি জানান, মসজিদের ইমাম ও মন্দিরের পুরোহিতদের পর্যায়ক্রমে বেতনের আওতায় আনা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রবাসীরা যাতে ভবিষ্যতে হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।দেশের উন্নয়নে কাজ করায় সকল প্রবাসীদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন - যুক্তরাজ্য বিএনপি উপদেষ্টা এম. এ রউফ, নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপির সভাপতি আহাদুর রহমান সোহেল, বেডফোর্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব ময়না মিয়া, আলহাজ্ব ফয়জুর রহমান এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমদ।

অনুষ্ঠানে বেডফোর্ড বিএনপির নবগঠিত কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত বিএনপি নেতৃবৃন্দ আগামী দিনে এমপি কলিম উদ্দিন আহমদ মিলনকে মন্ত্রী হিসেবে দেখার দাবি জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন- বিশিষ্ট সাংবাদিক এম. এ কাইয়ুম, মো.মনিরুজ্জামান, এমদাদুল হক পাবেল, মাস্টার সমুজ মিয়া, আফছর উদ্দিন খান, হাজী ছুরত মিয়া, এমদাদুল হক দেলোয়ার, জাকারিয়া খান, হাবিবুর রহমান হাবিব, হেকিম আলী মনসুর ও আব্দুল কাদির কাওসার প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন - উপদেষ্টা কাউন্সিল এর সদস্য - হাজী ইলিয়াস মিয়া, হাজী আসিকুর রহমান (তারা মিয়া), এম. এ নুর, হাজী ফজলু মিয়া, আযন উদ্দিন,জামাল মিয়া,অয়েছ আহমদ, বিএনপি নেতা আবুল মনসুর (রুবেল), এম রূপা রাজা চৌধুরী, আব্দুল কাইয়ূম, এবিএম বায়েজিদ ও নুরুল ইসলামসহ যুক্তরাজ্যের লুটন, কেমব্রিজ, নর্থ হ্যাম্পটনসহ বিভিন্ন শহর থেকে আগত বিএনপির নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন- ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মো. এনায়েত খান।

অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক এম সোহেল আহমদ সহ বিএনপির অন্যান্য নেতারা এবং সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শাখা সভাপতি আলহাজ্ব তারু মিয়া সভার সমাপ্তি টানেন।

FLAT FOR SALE

GROUND FLOOR FLAT FOR SALE IN MIRPUR 12, DHAKA

Near to Dhaka Airport, মিরপুর-১২, সি ব্লক, লেন-৫, বাড়ি-৭, ঢাকা। ৬৫০ বর্গফুটের ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন ও বসার ঘরসহ দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট। ৬০ ফুট রাস্তার পাশে, মসজিদ ও মেট্রোরেলের নিকটে।

- ভবন নির্মাণ: ২০১৪
- সরাসরি মালিকের কাছ থেকে ফ্ল্যাট ক্রয়
- যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য উপযুক্ত
- প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন
- মূল্য: £35K; Current rental Tk12,000 p/m

যোগাযোগ: Mir A Gofur - 07944 610 952 / mir.gofur@gmail.com

ব্রাডফোর্ডের মাওলানা আব্দুল মতিন (রহ.) এর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র শোক প্রকাশ

হাজারো মানুষের অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় বিদায় নিলেন ব্রাডফোর্ডের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন (রহ.)

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের সাবেক সভাপতি, ব্রাডফোর্ড বায়তুল আমান জামে মসজিদের দীর্ঘদিনের ইমাম ও খতিব, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহ. এর একান্ত শাগরিদ, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব (রহ.)-এর জানাযার নামাজ হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে।

জানাযায় উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, দারুল হাদীস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্টের প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী, আল ইসলাহ ইউকের ভাইস ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, মাওলানা সাদ উদ্দীন সিদ্দিকী, হাফিয মাওলানা কয়েছুজ্জামান, আলহাজ খুরশিদ উল হক, লাতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান, আনজুমানে আল ইসলাহ গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা হেলাল উদ্দিন ও সেক্রেটারি মাওলানা খায়রুল হুদা খানসহ ইউকের বিভিন্ন শহর থেকে আলেম-উলামা, ইমাম-খতীব, আল ইসলাহ ইউকের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ সহ গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারি এম আসরাফ মিয়া সহ নথ রিজিওনাল অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ।

তাছাড়া স্থানীয় মুসল্লি এবং বিভিন্ন শহর থেকে আগত মরহুমের মুহিব্বিন ও বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ জানাযায় অংশ নেন। মরহুম মাওলানা আবদুল মতিন তিন ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। জানাযার নামাযে ইমামতি করেন তাঁর বড় ছেলে হাফিয মাওলানা আবদুল লতিফ।

মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দি কামনা করে দু'আ পরিচালনা করেন আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.) এর নাতি হযরত মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী।

এদিকে ব্রাডফোর্ডের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন (রহ.) এর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র প্রেট্রন সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সংগঠন এর অন্যতম উপদেষ্টা ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, গ্রেটার সিলেট এর সাবেক চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী নুরুল ইসলাম মাহবুব ও সাবেক সেক্রেটারি ৭১এর বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, চীফ কোডিনেটর আলহাজ্ব মসুদ আহমদ, সাবেক সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জেনারেল সেক্রেটারি এম আসরাফ মিয়া, ট্রেজারার মিসেস হেলেন ইসলাম, সংগঠন এর সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনর হারুনুর রশিদ, কো- কনভেনর জামাল হোসেন ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও ১০টি রিজিওনাল ও ৮ টি শাখা কমিটির পক্ষ থেকে এক যুক্ত শোকবার্তায় গভীর শোক ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সহ মহাণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেনো উনার আম্মাকে জান্নাতবাসী করেন এই দোয়া করার জন্য সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরুধ জানিয়েছেন। শোকবার্তায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সাউথ ওয়েলস ডিভিশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, হাজারো মানুষের অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় বিদায় নিলেন ব্রাডফোর্ডের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন (রহ.) তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর বায়তুল আমান মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি আনজুমানে আল ইসলাহ ম্যানচেস্টার ডিভিশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে দ্বীনি ও সাংগঠনিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি আজীবন ইসলামের সঠিক আকিদা মানুষের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে নিষ্ঠা ও নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের দাওয়াতি সফর

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের দাওয়াতি সফরের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার (১২ অক্টোবর ২০২৬) বাদ মাগরিব সংগঠনের ওয়ালছল ব্রাঞ্চের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

হয়েছে।

সভাটি ওয়ালছলের জালালিয়া সুন্নি জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক এডুকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা সংগঠনের দাওয়াতি কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত, গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে দায়িত্বশীলদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তাঁরা সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সভাপতি মুহাম্মদ খুরশিদ-উল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনের সহ -সভাপতি মাওলানা রফিক আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল-হুমায়দী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মাওলানা দুলাল আহমদ এবং মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ আব্দুল মুনিম।

ওয়ালছল ব্রাঞ্চের সভাপতি মাওলানা নোমান আহমদের সভাপতিত্বে এবং ব্রাঞ্চের সেক্রেটারি মো. জায়েদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ালছল ব্রাঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট কারী মো. আবুল খায়ের, হাজী মো. এখলাছুর রহমান, স্যান্ডওয়েল ব্রাঞ্চের জয়েন্ট সেক্রেটারি মো. রফিকুল হক, ওয়ালছল ব্রাঞ্চের জয়েন্ট সেক্রেটারি আবু সাইদ, ট্রেজারার কারী মো. সনজুর আলী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোঃ ময়নুল ইসলাম, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মো. রাসেল আহমদ এবং নির্বাহী সদস্য খলিলুর রহমান প্রমুখ।

শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ব্রাঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্বারী আবুল খায়ের।

পরিশেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

হাফ টার্মের ছুটিতে টাওয়ার হ্যামলেটসের শিশুদের জন্য হ্যালোইনসহ নানা আনন্দ আয়োজন

২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশু ও পরিবারের জন্য থাকছে কুমড়ো খোদাই, সাইক্লিং, অ্যাডভেঞ্চার প্লে, পিৎজা তৈরি, গল্প শোনা, আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসসহ নানা মজার কার্যক্রম।

স্কুলের হাফ টার্মের ছুটিতে শিশু ও পরিবারের সদস্যদের জন্য আনন্দময় ও সৃজনশীল সময় কাটানোর সুযোগ করে দিতে নানা আয়োজন করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত কাউন্সিলের পার্ক, খেলাধুলা ও শারীরিক কার্যক্রম দল শিশুদের জন্য সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন বিনোদনমূলক ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এসব আয়োজনের লক্ষ্য হলো স্কুলের ছুটিতে শিশুদের আনন্দের পাশাপাশি নতুন কিছু শেখা, সৃজনশীল কাজে অংশ নেওয়া এবং শারীরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সক্রিয় থাকার সুযোগ তৈরি করা। পরিবারের সদস্যরাও শিশুদের সঙ্গে এসব কার্যক্রমে অংশ নিয়ে একসঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে পারবেন।

থাকছে নানা মজার কার্যক্রম

হাফ টার্মের ছুটিতে শিশুদের জন্য থাকছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় আয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে হ্যালোইন উপলক্ষে কুমড়ো খোদাই, সাইক্লিং সেশন, অ্যাডভেঞ্চার প্লে এবং পিৎজা তৈরি।

কুমড়ো খোদাইয়ের মাধ্যমে শিশুরা হ্যালোইন উৎসবের সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে। সাইক্লিং সেশন শিশুদের শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতে উৎসাহিত করবে। অন্যদিকে, অ্যাডভেঞ্চার প্লের মাধ্যমে তারা খেলাধুলা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে সময় কাটানোর সুযোগ পাবে।

পিৎজা তৈরির কার্যক্রমেও শিশুদের জন্য থাকবে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ। এসব আয়োজনের পাশাপাশি শিশু ও পরিবারের জন্য আরও বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে।

আইডিয়া স্টোরেও থাকছে শিশুদের জন্য বিশেষ আয়োজন

হাফ টার্মের ছুটিতে শিশুদের সৃজনশীলতা ও শেখার আগ্রহ বাড়াতে টাওয়ার হ্যামলেটসের আইডিয়া স্টোরগুলোতেও বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

এসব আয়োজনের মধ্যে রয়েছে আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, গল্প শোনার আসর এবং লেগো ক্লাব। এসব কার্যক্রমে অংশ নিয়ে শিশুরা ছবি আঁকা, হাতের কাজ, গল্প শোনা ও লেগো দিয়ে বিভিন্ন কিছু তৈরির মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ পাবে।

শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক পরিবেশে শেখার সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি এসব কার্যক্রম তাদের কল্পনাশক্তি, সৃজনশীল চিন্তা ও সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা বিকাশেও সহায়ক হতে পারে।

স্কুলের হাফ টার্মের ছুটিতে শিশুদের ঘরে বসে সময় কাটানোর পরিবর্তে স্থানীয় পার্ক, খেলাধুলার কার্যক্রম ও আইডিয়া স্টোরের বিভিন্ন আয়োজনে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শিশু ও পরিবারের সদস্যদের এসব কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইট এবং আইডিয়া স্টোরের ওয়েবপেজ (https://www.ideastore.co.uk) দেখুন। নির্দিষ্ট কার্যক্রমের সময়, স্থান, বুকিংয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং কোনো ফি প্রযোজ্য কি না, তা অংশ নেওয়ার আগে যাচাই করে নিন।

বিজনেট গ্লোবাল এওয়ার্ডস এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

সংবাদদাতা ঃ যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যবসাসহ নানা ক্ষেত্রে সফল প্রবাসীদের অন্বেষন করে সম্মাননা প্রদান এবং সেই সাফল্যকে আর্ন্তজাতিক পরিসরে তুলে ধরার প্রত্যয়ে আগামী বছর ১৫ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিজনেট গ্লোবাল এওয়ার্ডস - ২০২৭। বেশ ক'জন বৃটিশ এমপিসহ গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতিতে গত ২০ অক্টোবর লন্ডনের হাউস অব কমন্সে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিজনেট গ্লোবাল এওয়ার্ডস - ২০২৭ এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এর ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন এমবিই। আর বিজনেট গ্লোবাল এওয়ার্ডস এর উপদেষ্টা ফজলি বিবির সঞ্চালনায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আলী। এসময় জানানো হয়,যুক্তরাজ্য তথা ইউরোপের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে একটি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে তাঁদের সাফল্য, কৃতিত্ব, মেধা ও অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান করার প্রয়াসে এই এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে এই প্রথমবারের মতো সহযোগিতায় থাকবে মূলধারার আর্ন্তজাতিক সংগঠন Commonwealth Trade & Investment Council। এই

এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে নানা সেলিব্রেটিসহ শুধু কমনওয়েলথভুক্ত দেশের প্রায় দুই শতাধিক শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যোগ দেবেন উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় মুলধারার বিপুল সংখ্যাক ব্যবসায়ীর উপস্থিতির মাধ্যমে বাঙালী কমিউনিটির সাথে তাদের একটি সেতুবন্ধনও স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে মুলধারার বিভিন্ন নীতি নির্ধারক এবং বেশ ক'জন ব্রিটিশ এমপি উক্ত অনুষ্টানে উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অবহিত করে তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে কমিউনিটির নানা সমস্যা সম্ভাবনা তুলে ধরা ছাড়াও মুলধারায় বাঙালীদের সাফল্য উপস্থাপন করা সম্ভব হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এসময় বিজনে গ্লোবাল এওয়ার্ড এর বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর রিয়াদ আহাদ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জুবের আলম ও ডাইরেক্টর এস এম খালিক উদ্দিন এবং উপদেষ্টা ও প্রধান মিডিয়া পার্টনার বিঅন টিভি ইউকের প্রধান নির্বাহী কাউন্সিলর আব্দুল এম চৌধুরী সুমন।

তারা গতানুগতিকতা বাইরে একটু ভিন্নভাবে বিশেষ এই আয়োজনের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী কোনো ইভেন্ট বৃটেনের অন্যতম প্রেষ্টিজিয়াস ভেনু বার্মিংহামের National Exhibition Centre (NEC) তে করা হচ্ছে উল্লেখ করে বলেন, আর্ন্তজাতিক পরিসরে কমিউনিটির আলোকিত মানুষদের সাফল্য উপস্থাপনের জন্যই এই আয়োজন ; তারা এই আয়োজনে কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিজনেট গ্লোবাল এওয়ার্ডস এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনেই উপস্থিত ছিলেন শিবানি রাজা এমপি, ওয়েন্ডি মর্টন এমপি, আইয়ুব খান এমপি ও মোহাম্মদ ইয়াসিন এমপিসহ চার বৃটিশ এমপি ও মূলধারার বেশ কজন সিনিয়র কর্মকর্তা। সংবাদ সম্মেলনে যোগ দিয়ে তারা এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে সহযোগিতার আশ্বাস ছাড়াও স্বশরীরে উপস্থিত হবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য ব্রিটেন ও ইউরোপসহ বিশ্বের যেকোন দেশ থেকে বিজনেট গ্লোবাল এওয়ার্ডস এর ওয়েবসাইটে এই এওয়ার্ড এর মনোনয়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তাদের অফিসিয়াল ওয়েভসাইট হলো www.biznetglobalawards.com

চ্যালেঞ্জ পভার্টি উইকে দারিদ্র্য মোকাবিলায় পদক্ষেপ জোরদার করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস

- টাওয়ার হ্যামলেটসে ৪০ শতাংশ পরিবার আয়-সংকটের মধ্যে বসবাস করছে
- আবাসন ব্যয় বাদ দিলে দেশে শিশু দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি
- ১ কোটিরও বেশি বিনামূল্যের স্কুল মিল বিতরণ, প্রতি শিশুর জন্য বছরে গড়ে £৫৫০ সাশ্রয়

চ্যালেঞ্জ পভার্টি উইক (১২-১৮ অক্টোবর) অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচন সপ্তাহ উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় বাসিন্দাদের জন্য বিদ্যমান বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচির ওপর আলোকপাত করছে। খাদ্য ও জ্বালানি বিল থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, পরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তা পর্যন্ত নানা ধরনের সেবা বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে।

এই সচেতনতামূলক সপ্তাহটি একদিকে যেমন বর্তমানে পাওয়া বাস্তব সহায়তার বিষয়টি তুলে ধরছে, অন্যদিকে বরোজুড়ে দারিদ্র্য মোকাবিলা ও বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে কাউন্সিলের দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারকেও সামনে নিয়ে আসছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "দারিদ্র্য মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে আবাসন পর্যন্ত সবকিছুই এর সঙ্গে জড়িত। চ্যালেঞ্জ পভার্টি উইক সচেতনতা বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ, তবে এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কার্যকর পদক্ষেপই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।আমরা এমন সহায়তায় বিনিয়োগ করছি, যা আজই বাসিন্দাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ পৌঁছে দিচ্ছে, একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য দারিদ্র্যের মূল কারণগুলো মোকাবিলায় অর্থবহ উদ্যোগ নিচ্ছি।"

তিনি বলেন, "ফ্রি স্কুল মিল, স্কুল ইউনিফর্ম কেনায় আর্থিক সহায়তা, কাউন্সিল ট্যাক্সে সহযোগিতা কিংবা ওভারক্রাউডিং বা অতিরিক্ত জনাকীর্ণ আবাসন সমস্যার সমাধান, সব ক্ষেত্রেই আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে বাসিন্দারা প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।"

অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস (ওএনএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে লন্ডনের মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস চতুর্থ সর্বাধিক বঞ্চিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং এখানে ৪০ শতাংশ পরিবার আয়-সংকটের মধ্যে বসবাস করছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাউন্সিলের নতুন অ্যান্টি-পভার্টি টাস্কফোর্স তাদের কাজের প্রথম ধাপ সম্পন্ন করেছে। কারা দারিদ্র্যতার মধ্যে রয়েছেন এবং কেন রয়েছেন, তা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য তারা তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছে।

এ গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্যবিরোধী কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে কাউন্সিল এখনই নানা ধরনের ব্যবহারিক সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে।

কাউন্সিল বর্তমানে ক্রাইসিস অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ফান্ড পরিচালনা করছে, যা ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশনস (ডিডব্লিউপি) এর অর্থায়নে পরিচালিত। এই তহবিল শুধু জরুরি সহায়তাই প্রদান করে না, বরং বাসিন্দাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা গড়ে তুলতেও সহায়তা করে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রবীণদের মধ্যেও দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি। এখানে ৬১ শতাংশ প্রবীণ ব্যক্তি আয়-সংকটে থাকা পরিবারে বসবাস করেন। এ কারণে কাউন্সিল প্রবীণদের জন্য লাঞ্চ ক্লাব, উষ্ণতার কেন্দ্র (ওয়ার্ম হাবস), ভ্রমণ কর্মসূচি এবং মিলস অন হুইলস সেবা প্রদান করছে।

দেশের সবচেয়ে বিস্তৃত জীবনযাত্রার ব্যয় সহায়তা প্যাকেজগুলোর একটি পরিচালনা করছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, যা খাদ্য, শিক্ষা, আবাসন এবং প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি বিল পরিশোধে বাসিন্দাদের সহায়তা করছে।

কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা কর্মসূচিগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- যোগ্য বাসিন্দাদের জন্য ২০০ পাউন্ড গর্ভকালীন সহায়তা প্রদান
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বজনীন বিনামূল্যের স্কুল মিল কর্মসূচি চালু রাখা
- এ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ১ কোটিরও বেশি স্কুল মিল পরিবেশন করা হয়েছে, যা প্রতি শিশুর জন্য বছরে গড়ে ৫৫০ পাউন্ড সাশ্রয় করে
- স্কুল পোশাক অনুদান কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৫০ পাউন্ড থেকে১৫০ পাউন্ড মূল্যের ভাউচার প্রদান
- এ কর্মসূচিতে কাউন্সিলের ৩ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ, যা প্রতি বছর প্রায় ৭,০০০ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েও তরুণদের সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। ২০২২ সালে এডুকেশন মেইনটেন্যান্স অ্যালাউন্স (ইএমএ) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারি পুনরায় চালুর পর থেকে কাউন্সিল ৬,৩০০-এর বেশি শিক্ষার্থীকে সহায়তা করেছে এবং তাদের জন্য ৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি অনুদান প্রদান করেছে।

এ ছাড়া কাউন্সিল দেশের অন্যতম উদার কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কিম পরিচালনা করে, যার আওতায় যোগ্য বাসিন্দারা তাদের কাউন্সিল ট্যাক্স বিলের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন।

শুধু গত এক বছরেই এ কর্মসূচির মাধ্যমে ২৮,০০০-এর বেশি বাসিন্দাকে মোট ৩৪ দশমিক ৬ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ডেপুটি মেয়র এবং বৈষম্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলা বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর মাইউম তালুকদার বলেন, "আমরা জানি, প্রতিটি পরিসংখ্যানের পেছনে রয়েছে একজন মানুষ বা একটি পরিবার, যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য সংগ্রাম করছে। তাই আমরা এমন বাস্তব সহায়তার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি, যা এখনই বাসিন্দাদের কাজে আসে এবং নিশ্চিত করে যে কেউ যেন তার প্রাপ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হয় ।"

তিনি বলেন, "আমাদের অ্যান্টি-পভার্টি টাস্কফোর্স বাসিন্দাদের সামনে থাকা প্রতিবন্ধকতাগুলো আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করছে, যাতে আমরা বৈষম্যের মূল কারণগুলো মোকাবিলা করে মানুষের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি।"

খাদ্য ব্যয়ের চাপে থাকা বাসিন্দাদের সহায়তায় কাউন্সিল স্থানীয় খাদ্য সহায়তা নেটওয়ার্কের জন্য অর্থায়ন বাড়িয়ে রেকর্ড ৮ লাখ ৮৫ হাজার পাউন্ড করেছে।

ফুড স্টোর নেটওয়ার্ক এবং ফুড ব্যাংকগুলোর সহায়তার মাধ্যমে বাসিন্দারা কম খরচে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের পাশাপাশি আবাসন, কর্মসংস্থান ও কল্যাণ ভাতা সংক্রান্ত পরামর্শ ও সহায়তাও পেতে পারেন।

জীবনযাত্রার ব্যয় সংক্রান্ত সহায়তা সম্পর্কে আরও জানতে এবং আবেদন করতে ভিজিট করুন: www.towerhamlets.gov.uk/costofliving

লন্ডনে পাইলগাঁও বিএন হাইস্কুলের শতবর্ষপূর্তি উদ্যাপন

লন্ডন, ১২ অক্টোবর : সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার পাইলগাঁও বিএন হাইস্কুলকে কলেজে উন্নীত করা এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তার লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক পুনর্মিলনীতে তাঁরা বলেন, শত বছরের ঐতিহ্য ধারণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে আরও আধুনিক ও উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

গত ১২ অক্টোবর সোমবার পূর্ব লন্ডনের পাম ট্রি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীরা অংশ নেন। দীর্ঘদিন পর সহপাঠী ও পরিচিতজনদের কাছে পেয়ে অনেকে স্মৃতিচারণায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আনন্দঘন এ পুনর্মিলনীতে বিদ্যালয়ের শত বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্মরণের পাশাপাশি এর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়।

শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির চেয়ারম্যান মহিব চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান দারা ও উপস্থাপক মিছবাহ জামাল।

অনুষ্ঠানে মহিব চৌধুরী বলেন, 'এই মিলনমেলায় সবাইকে একসঙ্গে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক কৃতী শিক্ষার্থী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে একটি ট্রাস্ট গঠন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করলে অবশ্যই এগিয়ে যেতে পারব।'

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও তাঁদের বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজে উন্নীত করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁরা বলেন, পাইলগাঁও বিএন হাইস্কুল দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে। এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে শিক্ষার পরিধি আরও বিস্তৃত করা এবং নতুন প্রজন্মের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরিতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

শতবর্ষপূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছয়জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন মাস্টার, মুকুল চন্দ্র রায়, মুহিব চৌধুরী, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান দারা, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান ও শিল্পী আলাউর রহমান। এ ছাড়া প্রয়াত ফজলুল ইসলামের পরিবারের সদস্যদের হাতেও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

সম্মাননা পাওয়ার পর প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, প্রবাসে থেকেও বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সহপাঠী ও পরিচিতজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ তাঁদের পুরোনো দিনের স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি ও সম্পর্ক তাঁদের কাছে বিশেষ আবেগের বিষয়।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শত বছরের পথচলায় প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। বিশেষভাবে প্রবীণ শিক্ষক মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন মাস্টারের অবদান তুলে ধরেন উপস্থিত ব্যক্তিরা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, অনুপ্রেরণা ও সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নুরুল হক দুলু, শাহাব আলী, জুনু মিয়া, আকবর হুসাইন, আবদুল হান্নান, আমির হুসাইন কাথল, দিলওয়ার হুসাইন, ফারুক আহমেদ, মান্না রায় ও শিশু মিয়া। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর রহিমা রহমান, বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারি তোফাজ্জল মিয়া, কাউন্সিলর শাহ সানাওয়ার হুসাইন ও সাবেক স্পিকার আহবাব হুসাইন।

শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটির নেতারা বলেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তাঁরা।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এ আয়োজন শুধু শতবর্ষ উদ্যাপন কিংবা পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত করা, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং একটি ট্রাস্ট গঠনের ভাবনা নতুন প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। শত বছরের ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর প্রত্যয় নিয়ে শেষ হয় এ মিলনমেলা।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ভুল তথ্য মোকাবিলায় টাওয়ার হ্যামলেটসে গ্রিন উইক ২০২৬

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি মোকাবিলা এবং পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটসে শুরু হয়েছে গ্রীন উইক ২০২৬। ১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পরিবেশবিষয়ক আলোচনা, টেকসই জীবনযাপন নিয়ে কর্মশালা, গাছ লাগানোর উদ্যোগ এবং শিশু ও পরিবারের জন্য নানা কার্যক্রম।

ইন্টারনেট ও সংবাদমাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য ছড়িয়ে পড়ায় কোনটি সঠিক তথ্য, কোনটি ভুল এবং পরিবেশ রক্ষায় কোন পদক্ষেপগুলো সত্যিকার অর্থে কার্যকর, তা বোঝা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে এবারের গ্রিন উইকের মূল লক্ষ্য হলো নির্ভরযোগ্য তথ্যের মাধ্যমে বাসিন্দাদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেওয়া এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আয়োজনে এই কর্মসূচিতে বাসিন্দারা জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই জীবনযাপন সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় মানুষ ও সংগঠনগুলোর উদ্যোগ সম্পর্কে জানার এবং নিজেদের কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার উপায় খুঁজে বের করার সুযোগ পাবেন।

এ সপ্তাহ প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "পরিবেশ রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য বরো গড়ে তোলা আমাদের সবার দায়িত্ব। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সঠিক তথ্য জানা এবং ভুল তথ্যের বিষয়ে সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিন উইকের মাধ্যমে বাসিন্দারা বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় পরিবেশকর্মীদের কাছ থেকে জানার, নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার এবং পরিবেশ রক্ষায় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।"

মেয়র টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট উদ্যোগ সম্মিলিতভাবে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।"

ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন বরো বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর শাফি আহমেদ বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সঠিক তথ্য, জনসম্পৃক্ততা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্যের কারণে পরিবেশগত সমস্যাগুলো সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। তাই নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা, প্রশ্ন করা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।"

তিনি আরও বলেন, "গ্রিন উইকের কর্মসূচিতে বাসিন্দারা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গাছ লাগানো, খাদ্য উৎপাদন, পুনর্ব্যবহার এবং দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার বিভিন্ন উপায় জানতে পারবেন। আমরা চাই, সব বয়সের মানুষ এই উদ্যোগে অংশ নিয়ে নিজেদের কমিউনিটিকে আরও সবুজ ও টেকসই করে তুলতে ভূমিকা রাখুন।"

গ্রিন উইকের উল্লেখযোগ্য আয়োজন

১৯ ও ২০ অক্টোবরঃ জলবায়ু জরুরি অবস্থা নিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা

জলবায়ু ও প্রকৃতির সংকটের কারণ, প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে "দ্যা পিপল'স্ ইমার্জেন্সি ব্রিফিং" চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে।

১৯ অক্টোবর সোমবার বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আইডিয়া স্টোর ওয়াটনি মার্কেটে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পর স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু জরুরি অবস্থার প্রভাব, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

২০ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত টাউন হলের গ্রোসার্স উইংয়ে একই চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে। এর পর স্থানীয় বক্তাদের অংশগ্রহণে আলোচনায় টাওয়ার হ্যামলেটসে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবেশ রক্ষায় চলমান উদ্যোগ এবং ভবিষ্যতে কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে মতবিনিময় হবে।

দুটি আয়োজনের লক্ষ্য হলো বাসিন্দাদের নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বুঝতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে করণীয় নির্ধারণে উৎসাহিত করা।

২১ অক্টোবরঃ টেকসই জীবনযাপন ও পরিবেশবিষয়ক মেলা

বুধবার ২১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলের গ্রোসার্স উইংয়ে অনুষ্ঠিত হবে 'টাওয়ার হ্যামলেটস্ সাসটেইনেবিলিটি ফেয়ার"।

বিনামূল্যের এই মেলায় বাসিন্দারা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য, প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করার উপকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষায় সফল উদ্যোগগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।

পরিবেশ নিয়ে যাঁদের প্রশ্ন রয়েছে বা যাঁরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে টেকসই অভ্যাস গড়ে তুলতে চান, তাঁদের জন্য এই আয়োজন বিশেষভাবে উপযোগী।

২২ অক্টোবরঃ জীববৈচিত্র্য ও সবুজ পরিবেশবিষয়ক সম্মেলন

বৃহস্পতিবার ২২ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ইকোলজি প্যাভিলিয়নে (১২৫ গ্রোভ রোড, লন্ডন ই৩ ৫আরপি) অনুষ্ঠিত হবে "টাওয়ার হ্যামলেটস্ বায়োডায়ভারসিটি এন্ড গ্রোয়িং সিম্পোজিয়াম"। এই সম্মেলনে কমিউনিটি সংগঠন, স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবেশ ও শিল্প খাতের পেশাজীবী, জমির মালিক এবং উন্নয়নসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেবেন। বরোর জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং সবুজ জায়গার পরিমাণ ও মান উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা হবে।

দিনব্যাপী কর্মসূচিতে স্থানীয় পরিবেশ প্রকল্প, নতুন উদ্যোগ ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা ছাড়াও কর্মশালা এবং বিভিন্ন উদ্যোগ সরেজমিনে দেখার সুযোগ থাকবে। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবেন এবং পরিবেশ রক্ষায় নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র খুঁজে পাবেন।

২৪ অক্টোবরঃ কমিউনিটি ট্রি প্ল্যান্টিং ডে

২৪ অক্টোবর শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে কমিউনিটি বৃক্ষ রোপন দিবস কার্যক্রম। বিনামূল্যের এই কর্মসূচিতে পরিবারসহ সব বয়সের বাসিন্দারা অংশ নিতে পারবেন। গাছ লাগানোর মাধ্যমে স্থানীয় পরিবেশ উন্নয়ন, সবুজ জায়গা সমৃদ্ধ করা এবং পরিবেশ রক্ষায় কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে।

গাছ লাগানোর মতো স্থানীয় উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থে টাওয়ার হ্যামলেটসে সোমালি কারুশিল্প, আফ্রিকান ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক আয়োজন

আফ্রিকান ও ক্যারিবীয় কমিউনিটির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অবদান উদ্যাপনে টাওয়ার হ্যামলেটসে অক্টোবরজুড়ে চলছে নানা অনুষ্ঠান। অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত রয়েছে ঐতিহ্যবিষয়ক প্রদর্শনী, চুলের সাজ ও বেণি করার কর্মশালা, কবিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, শিল্পকর্ম, পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং সোমালি কারুশিল্প শেখার সুযোগ।

ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ ২০২৬ উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহযোগিতায় পুরো অক্টোবর মাসে বরো জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব আয়োজনের মাধ্যমে আফ্রিকান ও ক্যারিবীয় বংশোদ্ভূত মানুষের ইতিহাস, অর্জন ও ব্রিটিশ সমাজে তাঁদের অবদান তুলে ধরা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

এ বছরের ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থের জাতীয় প্রতিপাদ্য 'অনারিং আওয়ার কমিউনিটিজ'। এই প্রতিপাদ্যে কমিউনিটির মানুষের অবদান, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য এবং সমাজ গঠনে তাঁদের ভূমিকার প্রতি সম্মান জানানো হচ্ছে।

সম্প্রতি টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভসে "কমিউনিটিজ অব লিবারেশন: ডিসকভার ব্ল্যাক ইস্ট লন্ডন" শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও কমিউনিটিভিত্তিক বাজারের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি "কমিউনিটিজ অব লিবারেশন" প্রদর্শনী তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের লেজার, কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজমবিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর মিনারা খাতুন।

২১ অক্টোবরঃ আফ্রিকান হেয়ার ব্রেইডিং কর্মশালা

আফ্রিকান সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী চুলের সাজ ও বেণি করার কৌশল শেখানোর জন্য ২১ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত হেয়ার ব্রেইডিং ওয়ার্কশপস্ অনুষ্ঠিত হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই কর্মশালায় আফ্রিকান হেয়ার ব্রেইডিং ও আফ্রো হেয়ারস্টাইল সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।

স্থানঃ মোর লাইফ হোম, ইউনিট ৩, জুরা হাউজ, ৬১ এভারফেল্ডি স্ট্রিট, লন্ডন ই১৪ ০কিউবি

২১ অক্টোবরঃ ব্রিটিশ কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ আয়োজন

একই দিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে ইকস্ অব হ্যারিটেজঃ আনলিশিং ব্ল্যাক ব্রিটিশ হিস্ট্রি। এই আয়োজনে ব্রিটিশ কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান নিয়ে জানার সুযোগ থাকবে।

স্থানঃ কাউন্সিল চেম্বার, টাওয়ার হ্যামলেটস্ টাউন হল, ১৬০ হোয়াইটচ্যাপেল রোড, লন্ডন ই১ ১বিজি

২১ অক্টোবরঃ ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ ওপেন মাইক নাইট

কবিতা, সাহিত্য ও স্পোকেন-ওয়ার্ড পরিবেশনার মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ শিল্পী ও লেখকদের সৃজনশীলতা তুলে ধরতে ২১ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ ২০২৬ঃ ওপেন মাইক নাইট অনুষ্ঠিত হবে। কবি নাইক শনিবেয়ার -এর উপস্থাপনায় এই আয়োজনে কৃষ্ণাঙ্গ কবি, লেখক ও স্পোকেন-ওয়ার্ড পরিবেশকেরা অংশ নেবেন।

স্থানঃ অক্সফোর্ড হাউজ, ডারবিশায়ার স্ট্রিট, লন্ডন ই২ ৬এইচজি

২৩ অক্টোবরঃ কবিতা, চলচ্চিত্র ও ফুল তৈরির কর্মশালা

২৩ অক্টোবর রয়েছে একাধিক সাংস্কৃতিক আয়োজন। পপলার ইউনিয়ন-এ সকাল ১০টা ৩৫ মিনিট থেকে পয়েটরি ওপেন নাইট অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইওর স্টেজ...ইওর শো শীর্ষক ওপেন-মাইক পরিবেশনার মাধ্যমে কবিতা ও সৃজনশীল অভিব্যক্তির সুযোগ থাকবে।

একই দিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পপলার ইউনিয়ন-এ শিশু ও পরিবারের জন্য সওল সিনেমা - চিলড্রেনস্ ফিল্ম স্ক্রিনিং অনুষ্ঠিত হবে। এতে ডিজনি-পিক্সারের সৌল চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

এ ছাড়া বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অক্সফোর্ড হাউজ-এ অনুষ্ঠিত হবে ফ্লাওয়ার মেকিং ওয়ার্কশপ। এই কর্মশালায় ফুল তৈরির সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে পরিচয়, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সংযোগের বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে।

২৪ অক্টোবরঃ কৃষ্ণাঙ্গ উদ্যোক্তাদের বাজার ও আফ্রো-হেয়ার ফেয়ার

কৃষ্ণাঙ্গ উদ্যোক্তাদের পণ্য ও ব্যবসা তুলে ধরতে ২৪ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পপলার ইউনিয়ন-এ অনুষ্ঠিত হবে ব্ল্যাক ওনড মার্কেট । দর্শনার্থীরা এই বাজারে বিভিন্ন পণ্য ও সৃজনশীল উদ্যোগের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

একই দিন দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে আফ্রো-হেয়ার ফেয়ার। এই আয়োজনের লক্ষ্য হলো চুলের সাজ, ব্যক্তিগত পরিচয় ও আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা।

এ ছাড়া ২৪ অক্টোবর দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত আইল্যান্ড পয়েন্ট কমিউনিটি সেন্টারে অনারিং আওয়ার কমিউনিটিজ - বান্টিং ম্যাকিং ওয়ার্কশপঃ সেশন ফোর অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটির ঐতিহ্য উদ্যাপনে সাজসজ্জার জন্য বুনটিং তৈরির কাজে অংশ নিতে পারবেন।

২৪ অক্টোবরঃ সোমালি ঐতিহ্য ও কারুশিল্পের কর্মশালা

সোমালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি করতে ২৪ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত হোয়াইটচ্যাপেল গ্যালারি-তে থ্রেডস্ হেরিটেজঃ নিটিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। এই বিনামূল্যের অংশগ্রহণমূলক কর্মশালায় সোমালি কারুশিল্পের ঐতিহ্য, ক্রোশে ও বুননশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

স্থানঃ ক্লোর ক্রিয়েটিভ স্টুডিও, হোয়াইটচ্যাপেল গ্যালারি, ৭৭-৮২ হোয়াইটচ্যাপেল হাই স্ট্রিট, লন্ডন ই১ ৭কিউএক্স

২৪ ও ২৫ অক্টোবরঃ শিল্প ও ঐতিহ্যভিত্তিক প্রদর্শনী

ফটোমান্থ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ট্রিনিটি বোয়া ওয়ার্ফ-এ "ন্যাওটিকা: সুগার টাওয়ারস/সুইট লেবার" শীর্ষক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে চিনি শিল্প, শ্রম ও ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে।

এ ছাড়া ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সেন্ট মার্গারেটস্ হাউজের মালবেরি হল-এ অনুষ্ঠিত হবে "সুইংইং এট দ্যা স্যাভয় ইভেন্ট। বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের অংশগ্রহণে এই আয়োজনে সংগীত ও সামাজিক নৃত্যের অভিজ্ঞতা উপভোগ করা যাবে।

২৫ অক্টোবরঃ পরিবারের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

২৫ অক্টোবর বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পপলার ইউনিয়ন-এ অনুষ্ঠিত হবে সৌল চলচ্চিত্র। পরিবার ও শিশুদের উপযোগী এই চলচ্চিত্র আয়োজনের মাধ্যমে ছুটির দিনে একসঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি হবে।

২৭ ও ২৮ অক্টোবরঃ শিশুদের গল্প শোনা ও বই উপহার

ইউকে বিজনেস এক্সপো অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান আগামী ২২শে নভেম্বর মে-ফেয়ার হলে

প্রথম আসরের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবার আরও বৃহৎ পরিসরে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ২য় ইউকে বিজনেস এক্সপো অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। আগামী ২২শে নভেম্বর, রোববার লন্ডনের জনপ্রিয় ইভেন্ট ভ্যান্যু মে-ফেয়ারে দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে এবারের ইউকে বিজনেস এক্সপো এন্ড এওয়ার্ডস আসর। গত ১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ইস্ট লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডে অবস্থিত লণ্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীতে ২য় ইউকে বিজনেস এক্সপো এন্ড অ্যাওয়ার্ডস-এর লঞ্চিং অনুষ্ঠানে অতিথিরা ১ম ইউকে বিজনেস এক্সপো অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডসের প্রশংসা করে বলেন, কমিউনিটির ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের একই ছাদের নিচে নিয়ে এসে বিশ্ব দরবারে তাদের ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরার এক অনন্য সুযোগ তৈরী করেছে এই এক্সপো। একই সাথে এওয়ার্ডস প্রদানের মাধ্যমে তরুন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফল উদ্যেক্তাদের উৎসাহ ও মূল্যায়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানান ।অতিথিরা ইউকে বিজনেস এক্সপো এন্ড এওয়ার্ডস এবং ব্রিটিশ বিজনেস এন্ট্রেপ্রেনার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আকরাম হুসাইনের চৌকুস এবং সময়োপযোগী চিন্তাভাবনার ভূয়শী প্রশংসা করেন।

কমিউনিটির পরিচিতমূখ এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলর মেঘনা মিনারা উদ্দিনের প্রাণবন্ত পরিচালনায় প্রেস লঞ্চিংয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'ব্রিটিশ বিজনেস এন্ট্রেপ্রেনার ক্লাব' (বিবেক)-এর প্রতিষ্ঠাতা আকরাম হোসাইন। ২য় ইউকে বিজনেস এক্সপো এন্ড এওয়ার্ডস-এর বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি জানান, উদ্যোক্তাদের জন্য বিশ্বমানের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং তাঁদের ব্যবসাকে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রমোট করাই এই এক্সপোর মূল উদ্দেশ্য ।এবারের প্রদর্শনীতে উদীয়মান ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ স্টল প্রদর্শনী, বি-টু-বি (ই২ই) নেটওয়ার্কিং এবং ব্র্যান্ড প্রেজেন্টেশনের বিশেষ সুযোগ থাকছে। পাশাপাশি ব্যবসার মান ও অবদান বিবেচনা করে মোট ২০টি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা উদ্যোক্তাদের সম্মাননা দেওয়া হবে। আর তাই উদ্যোক্তারা সরাসরি সংস্থায় অফিসিয়াল ওয়েবসাইট britishbusinessentrepreneurclub.org.uk -এ গিয়ে নিজেদের বা পছন্দের প্রতিষ্ঠানের জন্য নমিনেশন জমা বা স্টল বুকিং করতে পারবেন।

এবারের এক্সপো ও এওয়ার্ডস সরাসরি বিবেকের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এতে পাওয়ার্ড বাই স্পন্সর হিসেবে সঙ্গে রয়েছে নেলসন কলেজ লন্ডন-এনসিএল, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ইউকে বাংলা মার্কেটপ্লেস বা ইউবিএম, মার্কেটিং পার্টনার কারীওয়ালা মিডিয়া, অফিসিয়াল মিডিয়া পার্টনার ইউকে বাংলা লাইভ নিউজ।

লঞ্চিং অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নেলসন কলেজ লন্ডনের ডাইরেক্টর নাজিম উদ্দিন, এবারের আসরের অন্যতম স্পনসর ওয়ার্ক পার্মিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান, ইউকে বিজনেস এক্সপো এন্ড এ্যাওয়ার্ডের স্পন্সর এভারার্ড কন্সট্রাকশনের আমিরুল চৌধুরী,

বিবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট মুহিব চৌধুরী, বিবিসিএ-এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর শাহানুর খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুকিম আহমেদ, কারী লাইফ ম্যাগাজিনের এডিটর সৈয়দ নাহাস পাশা, ইউকে বিসিসিআই লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট কামরু আলী, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের জেনারেল সেক্রেটারী এবং কার প্লানেটের স্বত্ত্বাধিকারী তফাজ্জল মিয়া, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, লন্ডন এন্ট্রারপ্রাইজ একাডেমির প্রিন্সিপাল আশিদ আলী, ইউরো এশিয়া ক্যাশ এন্ড কারীর ডাইরেক্টর আবুল লেইছ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতিক চৌধুরী, প্রাইড অফ এশিয়া ও মেফেয়ার ভ্যানুর সত্ত্বাধিকারী ওয়াজিদ হাসান সেলিম বিইএম; আরিয়ানা ব্যাংকুয়েটিংয়ের তোফায়েল আহমেদ, নিকাহ স্টুডিও এবং ইভেন্টের শাহেদ চৌধুরী, জেএমজি কার্গো-এর ডাইরেক্টর মনির আহমেদ, হিল সাইড ট্রাভেল এজেন্সির ডাইরেক্টর হেলাল খান, বাংলা টাউন ক্যাশ এন্ড ক্যারির চেয়ারম্যান রফিক হায়দার, রুপসী রাইসের ডাইরেক্টর শুকুর খালিসদার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী করিম মিয়া শামীম, বাংলা কার্পেট এন্ড ফার্নিচারের জুবায়ের কিবরিয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ১ম বছরের ইউবিএম ইউকে বিজনেস এক্সপো এন্ড এ্যাওয়ার্ডসের উপর একটি ডকুমেন্টারি দেখানো হয়। ১ম বছরের আয়োজনে প্রায় ৫ হাজারের বেশী মানুষের সমাগম ছিল। ছিল নানা পন্যের পঞ্চাশটি স্টল। প্রোডাক্ট লঞ্চিং এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজনেস এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ১ম বছরের এ্যাওয়ার্ড বিজয়ীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন সাকসেসফুল বিজনেস অব দ্যা ইয়ার ক্যাটাগরিতে এওয়ার্ড বিজয়ী প্রতিষ্ঠান বাংলা টাউন ক্যাশ এন্ড ক্যারীর চেয়ারম্যান রফিক হায়দার, কমিউনিটি চয়েজ এ্যাওয়ার্ডের বিজয়ী প্রতিষ্ঠান গ্রীন মেন্টাল কেয়ার হোমের সিও রোকেয়া হোসেন, ইকো ইনোভেশনের পরিচালক শরিফ ইসলাম।

অনুষ্ঠানে ২য় ইউকে বিজনেস এক্সপো এবং এওয়ার্ডস-এর অফিসিয়াল মিডিয়া পার্টনার ইউকে বাংলা লাইভ নিউজের পুরো টিমকে পরিচয় করিয়ে দেন বিবেকের প্রতিষ্ঠাতা আকরাম হোসেইন। এ সময় ইউকে বাংলা লাইভ নিউজের ২ জন পরিচালক আব্দুস সামাদ এবং সিদ্দিকুর রহমান জয়নাল ২২শে নভেম্বরের অনুস্টানে সবাইকে আসার এবং সহযোগিতার আহবান জানান। একই সময় ইউকে বিজনেস এক্সপো এবং এওয়ার্ডস- অনুষ্ঠানের সম্মানিত স্বেচ্ছাবেক টিমকেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসের গর্ভবতী নারী ও চার বছরের কম বয়সী শিশুর পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার কেনায় আর্থিক সহায়তা

গর্ভবতী নারী এবং চার বছরের কম বয়সী শিশুর পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার ও দুধ কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। যুক্তরাজ্যের হেলদি স্টার্ট (Healthy Start) কর্মসূচির আওতায় যোগ্য ব্যক্তিরা এই সহায়তা পেতে পারেন বলে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আপনি যদি ১০ সপ্তাহের বেশি সময়ের গর্ভবতী হন অথবা আপনার চার বছরের কম বয়সী সন্তান থাকে, তাহলে আপনি এই সহায়তার জন্য যোগ্য হতে পারেন।

কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যাবে?

আবেদন অনুমোদিত হলে যোগ্য আবেদনকারীকে একটি হেলদি স্টার্ট কার্ড (Healthy Start card) দেওয়া হবে। এই কার্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা থাকবে, যা যুক্তরাজ্যের অংশগ্রহণকারী দোকানগুলো থেকে স্বাস্থ্যকর খাবার ও দুধ কেনার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো গর্ভাবস্থায় এবং শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে পুষ্টিকর খাবার কেনার সুযোগ বাড়ানো, যাতে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করা যায়।

কারা আবেদন করতে পারবেন?

➧ আপনি যদি ১০ সপ্তাহের বেশি সময়ের গর্ভবতী হন।

➧ আপনার চার বছরের কম বয়সী সন্তান থাকলে।

➧ আপনি যদি কর্মসূচির নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করেন।

➧ শুধু গর্ভবতী হওয়া বা চার বছরের কম বয়সী সন্তান থাকলেই সহায়তা নিশ্চিত নয়। অন্যান্য যোগ্যতার শর্তও পূরণ করতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন?

যোগ্যতা যাচাই করে অনলাইনে আবেদন করুন।

আবেদন ও বিস্তারিত তথ্য: https://orlo.uk/zK9Wz

আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ এই সহায়তার জন্য যোগ্য হতে পারেন বলে মনে হলে, তথ্যটি তাঁদের সঙ্গে শেয়ার করুন।

তুরস্কের মারমারিসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের আনন্দ ভ্রমণ

লন্ডন : ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে (উটঅটক) গত ১০ থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত তুরস্কের মারমারিসে চার দিনের একটি বিদেশ ভ্রমণের সফল আয়োজন করে। মারমারিস হলো তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের এজিয়ান এবং ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি চমৎকার রিসোর্ট শহর। পাইন বনে ঘেরা পাহাড়, নীল জলরাশি এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের জন্য এটি বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের কাছে দারুন জনপ্রিয়।

এই ভ্রমণে সংগঠনের সদস্য, তাঁদের সহধর্মিণী, উপদেষ্টা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন, বিনোদন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে ভ্রমণটি সবার জন্য স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

সংগঠনের কনভেনর ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসানের (এমকিউ হাসান) নেতৃত্বে বিদেশ ভ্রমণটি আয়োজন করা হয়। তাঁকে সহযোগিতা করেন যুগ্ম সম্পাদক কামরুল হাসান, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক মঈন উদ্দিন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ হামিদুল হক।

অংশগ্রহণকারীদের জন্য যাতায়াত, আবাসন, বিনোদনমূলক কার্যক্রম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আয়োজক দল সম্মিলিতভাবে কাজ করে।

উটঅটক-এর উপদেষ্টা নাজির উদ্দিন চৌধুরী বাবর ও সোহুল আহমেদ মকুও ভ্রমণ চলাকালে বিভিন্ন সময়ে আয়োজক দলকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মারমারিসের সৌন্দর্য উপভোগ:

১০ই অক্টোবর দলটি লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দর থেকে তুরস্কের দালামান বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে। বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সড়কপথে মারমারিসে অবস্থিত একটি অল-ইনক্লুসিভ হোটেলে পৌঁছান তাঁরা।

দীর্ঘ যাত্রার কারণে হোটেলে পৌঁছাতে দুপুরের খাবারের সময় পেরিয়ে গেলেও সাধারণ সম্পাদকের আগাম ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম সন্ধ্যায় সবাই সমুদ্রসৈকতে হাঁটাহাঁটি করে মনোরম সময় কাটান।

ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ভূমধ্যসাগরে নৌভ্রমণ। নৌযানে অংশগ্রহণকারীরা উপকূলের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেন এবং সুস্বাদু গরম খাবার, চা-কফি পান করেন। নৌযানটি তিনটি স্থানে থামানো হয়, যাতে সদস্যরা ভূমধ্যসাগরের স্বচ্ছ পানিতে সাঁতার কাটার সুযোগ পান।

সমুদ্রে সাঁতার কাটায় অংশ নেন মারুফ চৌধুরী, এম এ কালাম, জাকির হুসাইন, মঈন উদ্দিন, মাটিন চৌধুরী, আব্দুল মাজিদ তাহের, মোঃ চন্দন মিয়া , এমকিউ হাসান ও সৈয়দ হামিদুল হক। তাঁদের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

মোশাররফ হোসেন, মারুফ চৌধুরী, মাটিন চৌধুরী, কামরুল হাসান ও ইসমাইল হোসেন তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী 'হাম্মাম' বা তুর্কি বাথ উপভোগ করেন। উপদেষ্টা সোহুল আহমেদ মকু ও নাজির উদ্দিন চৌধুরী বাবর এবং কামরুল হাসান সদস্যদের চুল কাটা, চুলে রং করা, ম্যানিকিউর, পেডিকিউরসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিচর্যার সুবিধা গ্রহণে উৎসাহিত করেন।

বদরুন নাহার, হাসনীন চৌধুরী, বিভা মোশাররফ ও আমানা আখতার সৌন্দর্যচর্চা এবং কেনাকাটায় অংশ নেন।

এ ছাড়া সদস্যরা নিজ উদ্যোগে মারমারিস শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ও বাজার ঘুরে দেখেন। তাঁরা স্বর্ণালংকার, অন্যান্য গয়না, পোশাক ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী কেনাকাটা করেন। সন্ধ্যায় সমুদ্রসৈকতে হাঁটাহাঁটি করে সবাই উপকূলীয় পরিবেশ উপভোগ করেন।

গান, আড্ডা ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন ও বিশ্রামের পাশাপাশি এই ভ্রমণ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের বাইরে একসঙ্গে আনন্দময় সময় কাটানোর সুযোগ সৃষ্টি করে।

রাতের খাবারের পর সদস্যরা অনানুষ্ঠানিক আড্ডা, আলোচনা ও সংগীত পরিবেশনায় অংশ নেন। ইসমাইল হোসেন, বিভা মোশাররফ, মারুফ চৌধুরী, এমকিউ হাসান, বদরুন নাহার , ড. হাসনীন চৌধুরী, নাজির উদ্দিন চৌধুরী বাবর এবং এম এ কালাম গান পরিবেশন করে উপস্থিত সবাইকে আনন্দ দেন।

মাটিন চৌধুরীর ছেলে মোহাম্মাদ আড্যাম চৌধুরী , ডা. মুহাম্মেদ কামরুল হাসান ও হান্নান মিয়াজীও এসব আড্ডায় যোগ দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

টেবিল টেনিস খেলাও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বদরুন নাহার, মারুফ চৌধুরী, সৈয়দ হামিদুল হক ও এমকিউ হাসানসহ কয়েকজন এতে অংশ নেন।

মোঃ চন্দন মিয়া ও আবুল মাজিদ তাহের নৌভ্রমণসহ অন্যান্য কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেন।

ভ্রমণকালে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহে সহায়তার জন্য কামরুল হাসান, সৈয়দ হামিদুল হক ও মঈন উদ্দিন অতিরিক্ত তহবিল সংগ্রহে সহযোগিতা করেন।

সাধারণ সম্পাদকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:

ভ্রমণ শেষে উটঅটক-এর সাধারণ সম্পাদক এমকিউ হাসান সকল অংশগ্রহণকারী, তাঁদের সহধর্মিণী, যাঁদের সংগঠনের সদস্যরা স্নেহভরে 'ভাবি' বলে সম্বোধন করেন, সম্মানিত উপদেষ্টা এবং জ্যেষ্ঠ সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি তাঁদের অংশগ্রহণ, সহযোগিতা, উৎসাহ ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি বিদেশ ভ্রমণ সফলভাবে আয়োজন ও পরিচালনায় নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সহযোগিতার জন্য ওভারসিজ হলিডে টিমের সকল সদস্যের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এমকিউ হাসান বলেন,

"আয়োজক দলের পক্ষ থেকে মারমারিস ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় এই ভ্রমণটি আনন্দময় ও স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন, নৌভ্রমণ, সমুদ্রে সাঁতার, তুর্কি হাম্মাম, কেনাকাটা, গান ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম আমাদের অনেক সুন্দর স্মৃতি উপহার দিয়েছে। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিল আমাদের পারস্পরিক আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। এই অনুভূতিগুলোই ভ্রমণটিকে বিশেষ করে তুলেছে।

"ভ্রমণ শেষে সদস্যদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা, প্রশংসা ও উৎসাহমূলক বার্তা পেয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের এসব বার্তা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং উটঅটক-এর প্রতি আপনাদের আন্তরিক ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

"ভ্রমণ চলাকালে কোনো ত্রুটি বা অসুবিধা হয়ে থাকলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। সবার ধৈর্য, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও বোঝাপড়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

তিনি আরও জানান, ভ্রমণের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে তাঁর মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। ফলে ভ্রমণ চলাকালেও তিনি কিছু শারীরিক অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করে অংশগ্রহণকারীদের আনন্দময় সময় নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সদস্যরা যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা দেখিয়েছেন, সে জন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা:

মারমারিসের এই বিদেশ ভ্রমণ উটঅটক-এর সদস্যদের দৈনন্দিন সাংগঠনিক কার্যক্রমের বাইরে একসঙ্গে সময় কাটানো, নতুন স্থান ঘুরে দেখা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

এমকিউ হাসান আশা প্রকাশ করেন, এই ইতিবাচক অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আরও সামাজিক অনুষ্ঠান ও বিদেশ ভ্রমণ আয়োজনে সদস্যদের উৎসাহিত করবে, যাতে আরও বেশি সদস্য এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

তিনি সংগঠনের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করেন। পাশাপাশি ভ্রমণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব, ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নবাব উদ্দিন: লন্ডনের বাংলা সাংবাদিকতার এক স্বপ্নচারী কারিগর

রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী

জীবনের পথচলায় কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, কত স্মৃতি জমা পড়ে মনের ভেতর। সময়ের স্রোতে অনেক মুখ ঝাপসা হয়ে যায়, কিন্তু কিছু মানুষ তাঁদের কর্ম, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে স্মৃতিতে স্থায়ী আসন করে নেন। নবাব উদ্দিন তেমনই একজন মানুষ-লন্ডনের বাংলা সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি ও কমিউনিটি জীবনের এক নিবেদিতপ্রাণ স্বপ্নচারী কারিগর।

প্রবাসজীবন মানেই শুধু জীবিকার সংগ্রাম নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শেকড়ের টান, ভাষা-সংস্কৃতির পরিচয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখার নিরন্তর চেষ্টা। লন্ডনে বাঙালির সেই পরিচয় নির্মাণে বাংলা সংবাদপত্র, সাহিত্য, নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নবাব উদ্দিন তাঁর দীর্ঘ পথচলায় এসব ক্ষেত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকেছেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে আমি দেখেছি, কীভাবে একজন মানুষ সীমিত সামর্থ্য নিয়েও স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। বাংলা সাংবাদিকতাকে তিনি কেবল সংবাদ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি; বরং প্রবাসী বাঙালির সুখ-দুঃখ, সাফল্য, সংকট ও আত্মপরিচয়ের কথা তুলে ধরার একটি দায়িত্বশীল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

নবাব উদ্দিন: একটি নাম, কয়েকটি স্মৃতি, আর এক টুকরো লন্ডন

একবার প্রয়াত বঙ্গবন্ধুর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশাহ ভাই একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরে লিখেছিলেন, 'নবাবের অনুষ্ঠানে বাদশাহ যাবেন না, তা কি হয়?'

কথাটির মধ্যে কী চমৎকার এক রসিকতা! একদিকে নবাব, অন্যদিকে বাদশাহ। নামের এই মজার মিলের আড়ালে যেন লুকিয়ে ছিল প্রবাসী জীবনের সহজ মানবিকতা। সম্পর্কের সৌন্দর্য সব সময় বড় কোনো ঘটনার ওপর নির্ভর করে না; কখনো একটি বাক্য, একটি হাসি কিংবা হঠাৎদিন পর দেখা হওয়ার মুহূর্তটুকুই মানুষের মনে স্থায়ী হয়ে থাকে।

জীবন আসলে এমন ছোট ছোট দৃশ্যের সমষ্টি। আমরা যখন বেঁচে থাকি, তখন বুঝতে পারি না কোন মুহূর্তটি একদিন স্মৃতির জানালায় এসে দাঁড়াবে, কোন কথাটি বহু বছর পরও কানে বাজবে, কিংবা কোন মানুষের সঙ্গে কাটানো সামান্য সময়টুকু একদিন অমূল্য হয়ে উঠবে।

নবাব উদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কও কোনো মসৃণ, একরঙা পথ নয়। সেখানে অভিমান আছে, মতের অমিল আছে, কখনো কথার উত্তাপ আছে; আবার আছে আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন।

আমরা সব বিষয়ে একমত হইনি। হয়তো ভবিষ্যতেও হব না। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সৌন্দর্য কি সব বিষয়ে একমত হওয়ার মধ্যে?

নদী যেমন দুই তীরের মাঝখানে নিজের পথ তৈরি করে নেয়, সম্পর্কও তেমনি মতভেদের ভেতর দিয়ে বয়ে চলে। কখনো তার জল শান্ত, কখনো উত্তাল; কোথাও বাঁক, কোথাও ভাঙন। তবু সেই নদীর একটি নিজস্ব পরিচয় থাকে।

নবাব ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কেরও তেমন একটি পরিচয় আছে।

যে মানুষটির সঙ্গে কোনো বিষয়ে দ্বিমত হয়েছে, তাঁর ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে আমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বরং মতের অমিলের পরও যখন তাঁর অবদানের কথা বলতে পারি, তখনই নিজের বিবেকের সামনে দাঁড়ানোর সাহস খুঁজে পাই।

কারণ শ্রদ্ধা মানে অন্ধ সমর্থন নয়, ভালোবাসা মানে সব প্রশ্নের অবসান নয়। আর ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা মানে কাউকে ভুলের ঊর্ধ্বে তুলে দেওয়া নয়।

মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখতে শিখতে হবে-তার আলো ও ছায়া, জয় ও পরাজয়, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে।

নব্বইয়ের দশকে নবাব ভাইকে যখন থজনমতথ-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করতে দেখতাম, তখন তাঁর মধ্যে ছিল এক অন্য রকম তারুণ্য। লম্বা চুল, বব মার্লির আদলে চুলের ছাঁট, চেহারায় স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব-তাঁকে দেখলে মনে হতো, তিনি যেন নিজের সময়ের চেনা ছকের মধ্যে পুরোপুরি আটকে থাকতে রাজি নন।

সেই সময়ের লন্ডনকে আজকের লন্ডনের সঙ্গে মেলানো কঠিন। শহরটি একই আছে, অথচ কত বদলে গেছে তার চারপাশের জীবন! রাস্তা আছে, ভবন আছে, পরিচিত অনেক জায়গাও আছে; কিন্তু সময় মানুষের চারপাশ থেকে কত কিছু সরিয়ে দেয়, তা বোঝা যায় বহু বছর পর ফিরে তাকালে।

একসময় বাংলা ভাষার মানুষদের দেখা পেতে খুব বেশি আয়োজনের প্রয়োজন হতো না। কোনো অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, পত্রিকার অফিস কিংবা পরিচিত কারও আড্ডায় গিয়ে হাজির হলেই কত চেনা মুখ এসে ঘিরে ধরত। বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে লন্ডনের জীবন-সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হতো এক প্রাণবন্ত জগৎ।

প্রবাসের দীর্ঘ একাকিত্বে সেই আড্ডাগুলো ছিল ছোট ছোট আশ্রয়। পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বরের মধ্যে পাওয়া যেত দেশের মাটির গন্ধ।

আজকের পৃথিবী অনেক দ্রুত। খবর মুহূর্তে পৌঁছে যায়, ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, প্রযুক্তির পর্দায় দূরত্ব কমে আসে। তবু কখনো মনে হয়, মানুষের মধ্যে দূরত্ব যেন অন্য কোনো পথে বেড়েছে। আমরা একে অন্যের খবর জানি, কিন্তু একে অন্যের খবর রাখি কতটা?

পুরোনো দিনের সেই পরিচিত মুখগুলোর কেউ আছেন, কেউ নেই। কেউ বয়সের ভারে ধীর হয়ে এসেছেন, কেউ নতুন জীবনের ব্যস্ততায় হারিয়ে গেছেন। কেউ হয়তো আগের মতোই স্বপ্ন দেখেন, শুধু স্বপ্নের ভাষা বদলে গেছে।

নবাব ভাই সেই সময়েরই একজন মানুষ-যাঁকে ভাবলে আমার মনে পড়ে শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, লন্ডনের বাংলা কমিউনিটির একটি সময়কেও।

প্রবাসের আকাশে বাংলার মঞ্চ

প্রবাস মানে শুধু দেশ থেকে দূরে থাকা নয়। প্রবাস মানে নিজের ভেতরে দুটি ভূগোল বহন করা।

একটি ভূগোলের নাম বর্তমান-যে শহরে আমরা কাজ করি, সন্তানদের বড় করি, সংসারের হিসাব মেলাই, শীতের সকালে ঘুম

থেকে উঠে জীবিকার পথে বেরিয়ে পড়ি। আরেকটি ভূগোলের নাম স্মৃতি-যেখানে রয়ে গেছে আমাদের শৈশব, কৈশোর, পরিচিত নদী, গ্রামের পথ, বিকেলের মাঠ, বৃষ্টিভেজা উঠোন কিংবা দূরের কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসা মায়ের ডাক।

এই দুটি ভূগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ কখনো পুরোপুরি এক জায়গার হতে পারে না, আবার অন্য জায়গাটিকেও ছেড়ে যেতে পারে না।

লন্ডনের আকাশে যখন মেঘ জমে, শীতের বিকেল দ্রুত নিভে আসে, বৃষ্টির জল ফুটপাতের গায়ে লেগে থাকে, তখন বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে এমন সব দৃশ্য, যাদের হয়তো কোনোদিন গুরুত্ব দিয়েই দেখিনি-গ্রামের পথের ধারে পড়ে থাকা শুকনো পাতা, নদীর ওপর সন্ধ্যার আলো, ধানক্ষেতের ওপরে উড়ে যাওয়া পাখি কিংবা শৈশবের কোনো এক দুপুরে হঠাৎ থেমে যাওয়া খেলা।

দূরে চলে এলে কাছের জিনিসগুলোর মূল্য নতুন করে বোঝা যায়। একটি ভাষা তখন শুধু কথা বলার মাধ্যম থাকে না; হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের আশ্রয়। একটি গান শুধু সুর থাকে না; হয়ে ওঠে হারিয়ে যাওয়া সময়ের দরজা। একটি নাটক শুধু অভিনয় থাকে না; হয়ে ওঠে নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে পুনর্মিলনের মুহূর্ত।

নবাব ভাই এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই হয়তো প্রবাসের মাটিতে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে নামকরা শিল্পীদের এনে লন্ডনে নাটকের আয়োজন করা নিছক বিনোদনের বিষয় ছিল না। এর পেছনে ছিল সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ তৈরি করার ইচ্ছা এবং প্রবাসে বাংলা ভাষার শিল্পরূপকে জীবন্ত রাখার প্রচেষ্টা।

আজকের মতো সহজ ছিল না তখনকার যোগাযোগব্যবস্থা। একটি নাটকের আয়োজন করতে প্রয়োজন হতো বহু মানুষের সহযোগিতা, অর্থের সংস্থান, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ, দর্শক সমাগমের প্রস্তুতি এবং নানা বাস্তব সমস্যার সমাধান। প্রতিটি ধাপে দরকার ছিল ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সাংগঠনিক দক্ষতা।

কিন্তু সব আয়োজনের আগে প্রয়োজন হয় একটি স্বপ্নের।

যে মানুষ স্বপ্ন দেখেন না, তিনি একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন; কিন্তু সাংস্কৃতিক উদ্যোগের বীজ বপন করতে পারেন না। নবাব ভাইয়ের মধ্যে সেই স্বপ্ন দেখার প্রবণতা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, প্রবাসের বাঙালিরা শুধু জীবিকার জন্য একত্র হবেন না; তাঁরা নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, নাটক ও সংস্কৃতির কাছেও ফিরে আসবেন।

একসময় তিনি আমাকেও তাঁর একটি নাটকে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আজ সেই স্মৃতিটুকু মনে পড়লে অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করি। জীবনের কত সম্ভাবনা এমনই আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়! তখন আমরা বুঝতে পারি না, সেগুলো ভবিষ্যতের স্মৃতিতে কতখানি জায়গা করে নেবে। কত প্রস্তাব, কত পরিচয়, কত অসমাপ্ত মুহূর্ত সময়ের সঙ্গে পেছনে পড়ে থাকে। তারপর কোনো একদিন মনে হয়, সেই সামান্য ঘটনাটির মধ্যেও লুকিয়ে ছিল একটি সময়ের উষ্ণতা।

নাটকের মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে। অভিনেতারা সংলাপ বলেন। দর্শক কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন। পর্দা নামে। মানুষ বাড়ি ফিরে যায়।

কিন্তু একটি নাটকের আয়োজন শেষ হয়ে গেলেও তার সাংস্কৃতিক অর্থ শেষ হয় না। তার স্মৃতি থেকে যায় মানুষের মধ্যে। পরবর্তী প্রজন্মের কেউ হয়তো সেই নাটক দেখেই বাংলা সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেউ বুঝতে শেখে, তার মাতৃভাষাও পৃথিবীর বড় বড় মঞ্চে নিজের সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বহু মানুষ নিজেদের সময় ব্যয় করেছেন। কেউ নাটকের আয়োজন করেছেন, কেউ পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, কেউ সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়েছেন, কেউ নীরবে নতুন প্রজন্মকে বাংলা শেখানোর চেষ্টা করেছেন।

তাঁদের অনেকের নাম হয়তো বড় কোনো ইতিহাসগ্রন্থে থাকবে না। কিন্তু তাঁদের শ্রমের ফলেই প্রবাসে বাংলা ভাষা নিছক পারিবারিক কথোপকথনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা হয়ে উঠেছে একটি কমিউনিটির সাংস্কৃতিক পরিচয়।

নবাব ভাইয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে তাই আমি শুধু অতীতের একটি অধ্যায় স্মরণ করছি না। আমি স্মরণ করছি সেই মানুষদের, যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন-দেশ থেকে দূরে থাকলেও নিজের ভাষার জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করা যায়, নিজের সংস্কৃতির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা যায়।

সেই বিশ্বাসই প্রবাসের জীবনে আমাদের শেকড়ের একটি অংশ।

'জনমত' ও প্রবাসের বাংলা সাংবাদিকতা

লন্ডনের বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'জনমত' একটি পরিচিত নাম। এই পত্রিকার সঙ্গে নবাব উদ্দিনের সম্পৃক্ততা এবং তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা ও স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে গেলে প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার কঠিন বাস্তবতার কথাও সামনে আসে।

একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা কিংবা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া কখনোই সহজ কাজ নয়। পাঠক ধরে রাখা, সংবাদ সংগ্রহ, আর্থিক সীমাবদ্ধতা সামলানো এবং কমিউনিটির নানা প্রত্যাশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা-সবকিছুই এক ধরনের নিরন্তর সংগ্রাম। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে সমালোচনা, ভুল-বোঝাবুঝি ও নানা প্রতিকূলতা।

তবু কিছু মানুষ হাল ছাড়েন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন, নিজের ভাষায় সংবাদ প্রকাশের প্রয়োজন কখনো ফুরিয়ে যায় না। নবাব উদ্দিনের কর্মযাত্রায় আমি সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে হলে শুধু একটি পত্রিকার কথা বললে চলবে না; দেখতে হবে, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংবাদচর্চাকে টিকিয়ে রাখার বৃহত্তর প্রয়াসের অংশ হিসেবে তাঁর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সাংবাদিকতার বাইরে সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা

নবাব উদ্দিনকে আমি শুধু সাংবাদিকতার পরিসরে সীমাবদ্ধ করে দেখতে চাই না। লন্ডনের বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নাট্যচর্চা এবং নানা সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গেও তাঁর পথচলার যোগ রয়েছে। প্রবাসে সাংস্কৃতিক আয়োজন মানে শুধু মঞ্চে অনুষ্ঠান করা নয়; এর মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে নিজের ভাষা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সেতু তৈরি করা।

লন্ডনের বাংলা নাটক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আমাদের কমিউনিটির ইতিহাসেরই অংশ। এসব উদ্যোগের পেছনে যাঁরা শ্রম দেন, তাঁদের অনেকের নাম সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে না। অথচ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টাই প্রবাসে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিসরকে সমৃদ্ধ করে।

নবাব উদ্দিনের মতো মানুষের অবদান স্মরণ করতে গিয়ে তাই ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি একটি বৃহত্তর বাস্তবতার কথাও মনে পড়ে। প্রবাসের ইতিহাস কেবল প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কিংবা বড় বড় আয়োজনের ইতিহাস নয়; এটি সেই সব মানুষেরও ইতিহাস, যাঁরা নীরবে কাজ করে গেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন এবং অন্যদের স্বপ্ন দেখাতে সাহায্য করেছেন।

স্মৃতি, সম্পর্ক ও লন্ডনের বাঙালি সমাজ

লন্ডনের বাঙালি সমাজের সঙ্গে আমার নিজের পথচলাও নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছু বদলে গেছে। নতুন প্রজন্ম এসেছে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম বদলেছে, সংবাদপত্রের পাঠাভ্যাসেও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব আজও একই রকম।

এই দীর্ঘ পথচলায় বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কারও সঙ্গে কাজের সূত্রে, কারও সঙ্গে সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে, আবার কারও সঙ্গে নিছক আন্তরিকতার বন্ধনে। নবাব উদ্দিন তাঁদের মধ্যে এমন একজন, যাঁকে স্মরণ করলে প্রবাসের বাংলা সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আমাদের সমাজে একটি প্রবণতা লক্ষ করি-মানুষ বেঁচে থাকতে তাঁর অবদান নিয়ে খুব বেশি কথা বলি না; কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর স্মৃতিচারণের আয়োজন করি। অথচ একজন মানুষ যখন কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেন, তখন তাঁর কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ পাওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি। আন্তরিক প্রশংসা মানুষকে নতুন করে শক্তি জোগায়, সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়।

নবাব উদ্দিনকে নিয়ে লেখার পেছনেও আমার সেই অনুভূতি কাজ করেছে। এটি নিছক প্রশংসা নয়; বরং একজন সহযাত্রী মানুষের কর্ম ও স্বপ্নকে যথাসময়ে স্মরণ করার প্রয়াস।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব ও সম্মিলিত দায়িত্ব

প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার বিকাশে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মতো সংগঠনগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সাংবাদিকদের পারস্পরিক যোগাযোগ, পেশাগত মর্যাদা, ঐক্য এবং বাংলা সংবাদমাধ্যমের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার একটি সম্মিলিত পরিসর তৈরি করা এসব সংগঠনের অন্যতম দায়িত্ব।

তবে সংগঠনকে অর্থবহ করে তোলে তার সদস্যদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা। মতপার্থক্য থাকতেই পারে; কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধ যেন বৃহত্তর স্বার্থকে আড়াল না করে, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি। প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাস যাঁরা নির্মাণ করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্ব।

নবাব উদ্দিনের মতো অভিজ্ঞ মানুষের কর্মযাত্রা থেকে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকেরা শিখতে পারেন-কীভাবে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যেতে হয়, কীভাবে নিজের ভাষার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয় এবং কীভাবে দীর্ঘ সময় ধরে একটি স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

স্বীকৃতি হোক জীবদ্দশায়

আমার বিশ্বাস, মানুষের অবদান মূল্যায়নের সবচেয়ে সুন্দর সময় হলো তাঁর জীবদ্দশা। আমরা যদি কারও কাজের স্বীকৃতি দিতে চাই, তবে তা সময় থাকতে দেওয়া উচিত। কারণ স্বীকৃতি শুধু অতীতের কাজের পুরস্কার নয়; এটি ভবিষ্যতের পথচলারও অনুপ্রেরণা।

নবাব উদ্দিনের কর্মজীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে তাই তাঁর ব্যক্তিগত অবদানের পাশাপাশি প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত মানুষদের কথাও স্মরণ করছি। তাঁদের শ্রমেই আমাদের কমিউনিটির ইতিহাস গড়ে উঠেছে। তাঁদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা মানে নিজেদের ইতিহাস ও শেকড়কে সম্মান করা।

নবাব উদ্দিনের পথচলা আরও সুন্দর হোক। তাঁর অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন ও কর্মনিষ্ঠা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুক। লন্ডনের বাংলা সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়িত হোক-এটাই আমার আন্তরিক প্রত্যাশা। শেষ পর্যন্ত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তাঁর কাজ, তাঁর স্বপ্ন এবং অন্যের জীবনে রেখে যাওয়া ইতিবাচক প্রভাব। নবাব উদ্দিনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও শুভকামনা রইল। তিনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং নিজের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলুন।

রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী
সভাপতি ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাব

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Mustak Babul

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Dhaka Office
Mohammed Abid Hossain
Md Zakir Hossen
Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran

ব্রিটেনের ইইউতে ফেরা নিয়ে কিছু কথা

যে ভাবে ইউরোপ যোগ দেয়ার কথা হচ্ছে , মনে হচ্ছে আগামী এক দশকের মধ্যে ব্রিটেন আবার হয়তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দিবে। লেবার পার্টি আগামী নির্বাচনে এই বিষয়টি তাদের মেনুফেস্টোতে দিবে বলে কথা হচ্ছে। দেখা যাক কি হয়। তবে ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যাচ্ছে , এটা প্রায় নিশ্চিত।

থিঙ্কট্যাংক ‘আইপিপিআর’ চলতি সপ্তাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন ইইউর পূর্ণ সদস্যপদ ব্রিটেনের জন্য অপরিহার্য-আমাদের সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা এবং গণতন্ত্রের জন্য এটি প্রয়োজন। ব্রেক্সিট আমাদের বিশ্বরাজনীতির বড় জোটগুলোর সামনে একা এবং বন্ধুহীন করে রেখেছে। আমাদের এককালের বিশ্বস্ত মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে এখন আর পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, তাদের জনগণ কাকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনতে পারে, তা আমরা দেখেছি। ফলে চ্যানেল পারের পরিচিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর উষ্ণ অভ্যর্থনা এখন বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। ‘সার্বভৌমত্ব’ আসলে এক প্রকার মরীচিকা; কারণ প্রতিটি চুক্তি বা বাণিজ্যচুক্তির জন্য মিত্রদের সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ভাগ করে নিতে হয়।

ব্রেক্সিটের এক বছরের মধ্যেই যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ মানুষ মনে করেছিল ব্রেক্সিট একটি ভুল পদক্ষেপ ছিল। আর এখন আমরা জানি, ব্রেক্সিটের কারণে আমাদের জিডিপির বিশাল ৮ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। সম্প্রতি জরিপে দেখা গেছে, ৫২ শতাংশ মানুষ আবার ইইউতে যোগ দিতে চায়, আর ২৯ শতাংশ বাইরে থাকতে চায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সমর্থন বাড়ছে। কারণ, প্রবীণ প্রজন্মের জায়গায় তরুণেরা ভোটাধিকার পাচ্ছে। বর্তমান বরিস জনসন/ লর্ড ফ্রস্টের চুক্তিটি এতটাই অকার্যকর যে তা বজায় রাখা একধরনের দায়িত্বহীনতা।কিন্তু জনমতকে উপেক্ষা করে কনজারভেটিভ নেতা কেমি ব্যাডেনক ইইউ রাষ্ট্রদূতকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছেন যে তিনি ক্ষমতায় এলে সব পরিবর্তন বাতিল করবেন, যা ব্রাসেলসের মধ্যকার আলোচনাকে নস্যাৎ করার শামিল। অন্যদিকে ব্রেক্সিটের কারিগর মাইকেল গোভ এখনো দাবি করছেন, তিনি কোনো কিছুর জন্য অনুতপ্ত নন। তবে এসব কথায় জনগণ আর ভুলবে না।

কিন্তু ৫২ শতাংশ বনাম ২৯ শতাংশের এই জনমত কি এতই শক্ত যে এখনই পাশা উল্টে দেওয়ার ঝুঁকি নেওয়া যাবে? না, এখনো নয়। জরিপের এই সমর্থন এখনো বেশ নরম বা ভঙ্গুর

তবে ইইউতে ফেরার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে উঠে এসেছে পাসপোর্টের দীর্ঘ সারি এড়ানো, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ব্রিটেনে হারিয়ে যাওয়া বৈদেশিক বিনিয়োগ ফিরিয়ে আনা। কিন্তু শান্ত পরিবেশে আলোচনা আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের (টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স) মিথ্যা তথ্য ও প্রোপাগান্ডার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আগের গণভোটের সেই মিথ্যা আশ্বাসগুলোর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে, ‘সপ্তাহে ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় হবে’, ‘তুর্কিরা আসছে’ বা ‘নিজের নিয়ন্ত্রণ নিজে নাও’! গণভোট আসলে এমনই উন্মাদনা তৈরি করে।

তাই এখনই নয়। ইইউতে যোগ দেওয়ার যুক্তিগুলোকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করতে হবে। জ্বালানি, পানি, পরিবহন বা বিমান চলাচলের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলোতে যখন মারাত্মক সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়ছে, তখন ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মক্কা চুক্তিতে যোগ দেওয়ার সুবিধা ও ঝুঁকি

মহিউদ্দিন আহমদ

২০২৬ সালের ৭ আগস্ট। তারিখটি হয়তো ক্যালেন্ডারের পাতায় সাধারণ একটি সংখ্যা, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতির মানচিত্রে এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সেদিন মক্কার পবিত্র ভূমিতে মিলিত হয়েছিলেন তিন রাষ্ট্রপ্রধান-সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তারা স্বাক্ষর করেন মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি-এমন চুক্তি, যা তিন রাষ্ট্রকে একত্রে বেঁধে দিয়েছে নিরাপত্তার অভিন্ন শপথে : এক রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ মানেই তিন রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ। এ বাক্যটি শুধু কূটনৈতিক ঘোষণা নয়। এটি হলো তিন রাষ্ট্রের ভাগ্যকে একসূত্রে বাঁধা এক নতুন প্রতিশ্রুতি।

২০২৬ সালের ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল যুদ্ধের আগুনে যখন মধ্যপ্রাচ্য দগ্ধ, তখন সৌদি আরবের আকাশে উড়ে আসছিল ইরানি ড্রোন। তেল স্থাপনাগুলো ছিল ঝুঁকির মুখে, হরমুজ প্রণালি হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের জলপথ। তুরস্ক ও পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধের আগুনে না পড়লেও তারা বুঝতে পারছিল-অস্থিতিশীলতা একদিন তাদের দরজায়ও কড়া নাড়তে পারে। এই ভয়, এই অনিশ্চয়তা, এই অস্থিরতার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে এক নতুন নিরাপত্তা স্থাপত্য-মক্কা চুক্তি, যা তিন রাষ্ট্রকে একত্রে দাঁড় করিয়েছে এক অভিন্ন প্রতিরক্ষা নীতিতে। যুদ্ধের আগুনের মাঝেই নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়-এটাই ইতিহাসের নিয়ম।

মক্কার আল-সাফা প্রাসাদের প্রতিটি দেওয়াল যেন ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। সেদিন সেখানে আলোচনার টেবিলে বসেছিলেন তিন রাষ্ট্রপ্রধান। সৌদি আরব-মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক হৃদয়, ইসলামের দুই পবিত্র নগরের অভিভাবক। তুরস্ক-ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনী, এক দ্রুতবর্ধনশীল প্রতিরক্ষা শিল্পের অধিকারী। পাকিস্তান-মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র। চুক্তির ভাষা ছিল দৃঢ়, স্পষ্ট, অটল-যে কোনো এক রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ মানেই তিন রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ।

এটি ন্যাটোর ধারা-৫-এর মতোই একটি সম্মিলিত নিরাপত্তা নীতি। চুক্তির মূল শর্ত হলো এক রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে তিন রাষ্ট্রই আক্রান্ত বলে গণ্য হবে। এটি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে প্রথম আনুষ্ঠানিক ত্রিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা জোট। তিনটি দেশই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সৌদি আরবের আছে অঢেল টাকা, যা প্রতিরক্ষা প্রকল্পের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। তুরস্কের আছে উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি-ড্রোন, রাডার, যুদ্ধজাহাজ। পাকিস্তানের আছে সামরিক জনবল ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। এ চুক্তির আওতায় দেশ তিনটি যা যা করবে, তার মধ্যে আছে : গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, যৌথ সামরিক মহড়া, প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা এবং সীমান্ত নিরাপত্তা সমন্বয়।

মনে হতে পারে, মক্কার পবিত্রতার সঙ্গে এ জোটের প্রতীকী সম্পর্ক আছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো মক্কায়, জুমার দিনে। এটি একটি কূটনৈতিক মাইলফলক। একইসঙ্গে জানান দেয় যে, এটি সংহতির একটি প্রতীকী ঘোষণা।

তিনটি দেশেরই আছে নিজ নিজ গল্প-যা চুক্তিকে আরও অর্থবহ করে। ইরানি হামলার পর সৌদি আরব বুঝেছিল-একক প্রতিরক্ষা আর যথেষ্ট নয়। তাদের দরকার প্রযুক্তি, সামরিক জনবল এবং আঞ্চলিক মিত্রতা। তুরস্ক চায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন প্রভাববলয়। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবের সামরিক সহযোগী। ২০২৬ সালে তারা কয়েক হাজার সৈন্য, ড্রোন ও বিমান সৌদি আরবে মোতায়েন করে। এ তিন রাষ্ট্রের অভিন্ন স্বার্থই চুক্তিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে ভূরাজনীতির নতুন মানচিত্র। বদলে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি অঞ্চলের নিরাপত্তা স্থাপত্যকে পুনর্গঠন করবে।

মক্কা চুক্তিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখা। চুক্তিবদ্ধ দেশ তিনটি চাইলে তাদের পরিধি বাড়াতে পারে এবং বাংলাদেশকে চুক্তিবদ্ধ করে নিতে পারে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশকে ওই তিনটি দেশ ভূরাজনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

মক্কা চুক্তির মূল শর্ত-এক রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ মানেই তিন রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ। বাংলাদেশ যোগ দিলে তাকে এ দায়বদ্ধতা বহন করতে হবে।

বাংলাদেশের ভূরাজনীতি এক অদ্ভুত দ্বৈততায় গড়া। এটি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। অন্যদিকে, এটি একটি বড় ও প্রতাপশালী দেশের প্রতিবেশী। টিকে থাকার ও এগিয়ে যাওয়ার স্বার্থে এ দেশের দরকার সবার সহানুভূতি ও সমর্থন। বাংলাদেশের কূটনীতি সবসময়ই ছিল সামঞ্জস্যের শিল্প-ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব-সব পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে এগিয়ে চলা। মক্কা চুক্তি সেই সামঞ্জস্যের ওপর নতুন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। মক্কা চুক্তি যদি ইসলামি সংহতির প্রতীকী জোট হিসাবে দেখা হয়, তাহলে বাংলাদেশ তাতে যোগ দিলে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যে তার অবস্থান আরও দৃঢ় করবে, আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফোরামে তার কণ্ঠ আরও শক্তিশালী হবে, সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি সৌদি আরবের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। রেমিট্যান্সের একটা বড় অংশ আসে সৌদি আরব থেকে। সৌদি আরবে যত বিদেশি কাজ করে, বাংলাদেশিদের অবস্থান তাদের শীর্ষে। মক্কা চুক্তিতে যোগ দিলে এ সম্পর্ক আরও কৌশলগত রূপ পেতে পারে। তুরস্ক ও পাকিস্তান-দুই দেশই বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগী। তুরস্কের ড্রোন প্রযুক্তি, পাকিস্তানের সামরিক প্রশিক্ষণ-বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এগুলো ব্যবহার করছে। জোটে যোগ দিলে যৌথ মহড়া, প্রযুক্তি বিনিময়, প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা-এসব আরও বাড়তে পারে।

বঙ্গোপসাগর এখন ভূরাজনীতির নতুন কেন্দ্র। চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র-সবাই এখানে সক্রিয়। বাংলাদেশ যদি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা জোটে থাকে, তবে তার সামুদ্রিক নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হতে পারে।

তবে এর উলটো দিকও আছে। বিভিন্ন বিশ্লেষক ও নাগরিকের আলোচনায় সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো উল্লেখিত হচ্ছে। তার একটি হলো, মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের যোগ দেওয়া দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী ভারত। ভারত সৌদি-তুরস্ক-পাকিস্তান জোটকে কীভাবে দেখবে-এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বাংলাদেশ যদি এ জোটে যোগ দেয়, তবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের কূটনীতি সবসময়ই ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে। একটি সামরিক জোট সেই ভারসাম্যকে নড়বড়ে করে দিতে পারে।

চীন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। বন্দর, সেতু, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো-সবখানেই চীনের উপস্থিতি। মক্কা চুক্তি যদি যুক্তরাষ্ট্র বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ব্লকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তবে চীন তা ভিন্নভাবে দেখতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি চীনের বিনিয়োগের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এ সম্পর্ক ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

মক্কা চুক্তির মূল শর্ত-এক রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ মানেই তিন রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ। বাংলাদেশ যোগ দিলে তাকে এ দায়বদ্ধতা বহন করতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সবসময়ই ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়’-এ নীতি একটি সামরিক জোটের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মধ্যপ্রাচ্য দীর্ঘদিন ধরে অস্থিতিশীল। ইরান-সৌদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত, সিরিয়া-ইয়েমেন যুদ্ধ-সব মিলিয়ে অঞ্চলটি জটিল। বাংলাদেশ যদি মক্কা জোটে যোগ দেয়, তবে তাকে এ সংঘাতগুলোর রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলা করতে হতে পারে।

কোনো দেশের প্রতি অনুরাগ আর কোনো দেশের প্রতি বিদ্বেষের মানসিকতা দিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি সাজানো ঠিক হবে না। বাংলাদেশকে সবার আগে দেখতে হবে তার জাতীয় স্বার্থ, তার নাগরিকদের নিরাপত্তা। বাংলাদেশ যেমন বৈশ্বিক ভূরাজনীতির নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না, তেমনি আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নেতা হওয়ার সামর্থ্য এ দেশ অর্জন করেনি। প্রকৃতপক্ষে আমরা গত সাড়ে পাঁচ দশক ধরে নিজেদের দেশটাকেই ভালোভাবে সামাল দিতে পারিনি। তাই আমাদের পা ফেলতে হবে খুব সাবধানে। এখানে অ্যাডভেঞ্চারের কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক-তা হবে ইতিহাসের অংশ, ভূরাজনীতির মানচিত্রে একটি নতুন রেখা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলোচনার বিষয়। মক্কার আকাশে যে আলো জ্বলে উঠেছে, বাংলাদেশ সেই আলোকে দূর থেকে দেখছে। কিন্তু সে আলোয় পা রাখবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে।

সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ডা. তহুর আবদুল্লাহ চৌধুরী

সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার কৃতী সন্তান অধ্যাপক ডা. তহুর আবদুল্লাহ চৌধুরী। তিনি কলেজের চর্মরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

কলেজের বিদায়ী অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শাহানা ফেরদৌস চৌধুরীর দায়িত্বকাল শেষ হওয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডা. তহুর আবদুল্লাহ চৌধুরী। সিলেট শহরের মিরবক্সটুলাস্থ উইমেন্স কলেজে ১ অক্টোবর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডা. শাহানা ফেরদৌস চৌধুরী নবনিযুক্ত অধ্যক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন, এবং অধ্যাপক ডা. তহুর আবদুল্লাহ চৌধুরী কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ডা. তাহুর আবদুল্লাহ চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার শাহবাজপুরের ভুগা গ্রামে। তিনি সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকা পিজি হাসপাতাল থেকে ডারমাটোলজিতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেডিকেল এডুকেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

তাঁর পিতা মরহুম আবদুশ শুকুর চৌধুরী সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মুরারিচাঁদ (এম.সি.) কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন । কর্মজীবনের শুরুতে মরহুম আব্দুশ শুকুর শাহবাজপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পারিবারিক জীবনে অধ্যাপক ডা. তহুর আবদুল্লাহ চৌধুরী দুই পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের জনক। তাঁর দুই ছেলে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। একমাত্র কন্যা ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তাঁর সহধর্মিণী সিলেটের স্বনামধন্য ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আনন্দনিকেতন-এ ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক ও কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে অধ্যাপক ডা. তহুর আবদুল্লাহ চৌধুরীর নিয়োগ তাঁর পেশাগত জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন । নতুন দায়িত্বে তিনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম, মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং একাডেমিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মেয়র প্রার্থী আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান

নান্দনিক সিলেট সিটি গড়তে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মেয়র পদপ্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় নেতা ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমানের উদ্যোগে সিলেটে অবস্থানরত গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) নগরীর তালতলাস্থ গুলশান হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।বি.কে.এম সিলেট মহানগর শাখা সভাপতি জননেতা মাওলানা আলহাজ্ব মাওলানা এমরান আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময়কালে মেয়র প্রার্থী জননেতা আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান লিখিত বক্তব্যে বলেন, নতুন, নান্দনিক ও নাগরিকবান্ধব সিলেট সিটি গড়তে চাই। তিনি অতীতের মতো আগামীতেও সিলেট নগরীর মানুষের অধিকার আদায়ে পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিকদের তিনি জানান, সিলেট নগরীকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যেই তিনি এ পথে এসেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি নগরীর সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চান। মতবিনিময়কালে তিনি নগরীর নানা সমস্যা তুলে ধরে প্রস্তাবনা পেশ করেন।

মতবিনিময়ে আতাউর রহমান দাবি করেন, রাজনৈতিক মতদ্বৈততায় উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার হয়েছে সিলেট। ফলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি এ নগরী। এ কারণে নগরবাসীকে এখনও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি জানাতে হয় এবং পাড়া-মহল্লার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। তিনি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অবৈধ স্থাপনা, জলাবদ্ধতা ও অকার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ভাঙাচোরা রাস্তা, ফুটপাত দখল, অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, খাল-ছড়া ও জলাধার দখল

এবং মশা নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

মেয়র প্রার্থী বলেন, নির্বাচিত হলে ১৫টি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের করবো। এর মধ্যে রয়েছে জলাবদ্ধতামুক্ত সিলেট, পরিচ্ছন্ন নগর, পরিকল্পিত সড়ক ও ফুটপাত, ডিজিটাল সিটি করপোরেশন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সবুজ নগর, নিরাপদ নগর, স্বাস্থ্যকর নগর, প্রবাসীবান্ধব উদ্যোগ, যুব ও কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি ও পর্যটন এবং টেমস নদীর মতো করে সুরমা নদীর ওপর দুটি নান্দনিক সেতু নির্মাণ।

তিনি আরও বলেন, আপনারা জানেন আমার জন্ম ও বেড়ে উঠার নগর সিলেট। সিলেটের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আমার বিচরণ। বঞ্চিত মানুষের পক্ষে জীবনভর কথা বলেছি। কাজ করেছি। সিলেটের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাজপথে লড়েছি। সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিককরণ, সিলেট পৌরসভা থেকে সিটি করপোরেশন উন্নীতকরণ, সিলেটে পৃথক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন, দক্ষিণ সুরমা আলাদা থানা, ফায়ার সার্ভিস চালু, সিলেটে চা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, আধুনিক রেল স্টেশন নির্মাণ এবং সিলেটের অবকাঠামো উন্নয়নে সিলেট উন্নয়ন পরিষদ গঠনসহ সিলেটের ন্যায্য অধিকার '৩২ দফা দাবি' আদায়ে সর্বপ্রথম গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করি, যার স্বাক্ষী আপনারা অনেকে। এছাড়াও 'বঞ্চিত সিলেটবাসী' নামে একটি সংগঠন ছিলো। আমি ছিলাম এর প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব। এই সংগঠনের মাধ্যমে সিলেটের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছি।

আলহাজ্ব আতাউর রহমান বলেন, হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সিলেট শহরকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করাই আমাকে বাধ্য করেছে এপথে আসতে। যারাই আসেন তাদের মাঝে নতুনত্ব নেই। সমস্যা সমাধানের ফর্মুলা নেই। পৃথিবির বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই। আর এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। নগরবাসীর সমর্থন চাই। দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় শান্তির নগরী গড়তে চাই। যদি আল্লাহ আমাকে তৌফিক দেন তবে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করবো নগরবাসীর খেদমতে ইনশাআল্লাহ। নির্বাচিত হলে সুন্দর নগরী গড়তে সাংবাদিক মহল সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। আমাদের আজকের এই আয়োজনে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন, বি.কে.এম কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুল আজিজ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা সামিউর রহমান মুসা, জেলা সভাপতি মাওলানা ইকবাল আহমদ, মহানগর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহিবুর রহমান, মুফতি মাওলানা আলী আহমদ, মাওলানা ছানা উল্লাহ, ডাঃ মাওলানা মোস্তফা আহমদ আজাদ, জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রিন্সিপাল মাওলানা ফখরুল ইসলাম, আরব আমিরাত শাখার সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম ইয়াহিয়া, বি.কে.এম জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুতাছিম বিল্লাহ জালালী, মহানগর সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফিজ কয়েছ আহমদ, মাওলানা আমিন আহমদ রাজু, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল সালাম, জামেয়া দারুল কোরআন সিলেটের শিক্ষা সচিব মাওলানা আব্দুল মুমিন জাহানপুরী, বি.কে.এম মহানগর প্রচার ও মিডিয়া সমন্বয়ক মাওলানা মনিরুল ইসলাম চৌধুরী ফুহাদ, হাজি আব্বাস জালালী, মুফতি মোস্তফা হোসাইন, সিকন্দর আলী, মাওলানা আইয়ুব আলী কামালী, আবুল কালাম, আব্দুল মুহাইমিন, তারেক হাসান সাহেদ, মুহাম্মদ শাব্বির আহমদ, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস মহানগর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ রশিদ মুশতাক, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাকারিয়া আহমদ, বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস প্রমুখ।

ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ 'মানুষ ও কুকুর'-এর লেখক ড. মোঃ নজমুল হুসাইনকে সম্মাননা স্মারক প্রদান

লন্ডনঃ হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জের দেওতৈল গ্রামে জন্মনেয়া সাহিত্যসাধক, গবেষক ও সমাজচিন্তক ডক্টর মোঃ নজমুল হুসাইন রচিত ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ 'মানুষ ও কুকুর'-এর সাহিত্যিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পাঠকমহল ও সামাজিক সংগঠন লালসবুজ সাইকেলিং ক্লাবের পক্ষ থেকে লেখকের পরিবারের হাতে সম্মাননা স্মারক (মানপত্র) প্রদান করা হয়েছে। জানা যায়, ২০০০ সালে প্রকাশিত 'মানুষ ও কুকুর' গ্রন্থটি প্রাণী

ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানবিকতা, ভালোবাসা এবং নৈতিক মূল্যবোধকে উপজীব্য করে রচিত হয়। সীমিত সুযোগ-সুবিধা ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও গ্রন্থটি প্রকাশ করে লেখক পাঠকমহলে প্রশংসিত হন। ভক্ত অনুরাগী ও পাঠক মহলের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের করোনা মহামারির সময় বইটি পুনরায় পাঠের সুযোগ হয়। গ্রন্থটির মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাণীর প্রতি সহমর্মিতা এবং সমাজভাবনা পাঠকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। এরপর থেকেই লেখক মোঃ নজমুল হুসাইনের সন্ধান শুরু হয়। বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি জানা যায়, তিনি বর্তমানে প্রবাসে অবস্থান করছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় লেখকের সাহিত্যসাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিবারের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার মুজাহিদ আহমদ ও শাহরিয়ার বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে লেখকের নিজ বাড়িতে যান লালসবুজ সাইকেলিং ক্লাবের সদস্যরা। লেখক দেশে না থাকায় তাঁর পিতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মাওলানা ইউনুছ মিয়ার হাতে সম্মাননা পত্রটি তুলে দেওয়া হয়। এ সময় ভার্চুয়াল মাধ্যমে লেখক ড. মোঃ নজমুল হুসাইনের সঙ্গেও ভক্তঅনুরাগীগের কথা হয়।

মানপত্রে তাঁকে সাহিত্যিক, গবেষক, সমাজচিন্তক ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর সাহিত্যচর্চা, গবেষণা, শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করা হয়। মানপত্রে বলা হয়, সাহিত্য ও গবেষণার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনার বিকাশ, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। লাল-সবুজ সাইক্লিং ক্লাবের সভাপতি মোঃ মাজহারুল ইসলাম তারেকের পক্ষ থেকে মানপত্রটি নিবেদন করা হয়।

আয়োজকরা জানান, লেখকের সঙ্গে তাঁদের পূর্বে কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কেবল তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই এই সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে 'মানুষ ও কুকুর' গ্রন্থটি বাজারে পাওয়া যায় না। তাই বইটি নতুনভাবে প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। তাদের মতে, পুনর্মুদ্রণ হলে নতুন প্রজন্মসহ বৃহত্তর পাঠকসমাজ একটি মূল্যবান সাহিত্যকর্ম পাঠের সুযোগ পাবে। প্রয়োজনে তাদের কাছে সংরক্ষিত একটি কপিও লেখকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তারা। সাহিত্যসাধক, গবেষক, সমাজচিন্তক ও শিক্ষানুরাগী মোঃ নজমুল হুসাইন-এর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সাহিত্য-গবেষণায় আরও সমৃদ্ধ পথচলার জন্য শুভকামনা জানানো হয়।

এখনে উল্লেখ্য যে লেখক ডক্টর নজমুল হোসাইন বর্তমানে নর্থাম্বিয়া ইউনিভারসিটি নিউক্যাসলে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। বসবাস করেছন ইংল্যান্ডের ওল্ডহ্যাম শহরে। এর আগে তিনি সাউথহ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি থিসিসের সুভারভাইজর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২২ সালে ইউনিভারসিটি অব সলফোর্ড থেকে ডেমনসিয়া এরইপর পিএইচডি করেন। এর পূর্বে তিনি ২০১৭ সালে ইউনিভারসিটি অব মানচেষ্টার থেকে এমএসসি এবং ২০০৫ সালে লাফবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক ষ্টাডিজ এর উপর উচ্চতর ডিগ্রি নেন।

(EST 2007) BUPET
Beanibazar Upozila Progoti Education Trust UK

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে-এর নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে-এর নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান এক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি বিয়ানীবাজারের বাসিন্দাদের জন্য একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। গত ১১ অক্টোবর, রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে-এর বিদায়ী কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে, অসহায় ও গৃহহীনদের জন্য একটি আবাসন প্রকল্পের আওতায় মাত্র দুই বছরে প্রায় ৫৫,০০০ পাউন্ড ব্যয়ে ১৫টি পরিবারকে ইটের তৈরি স্থায়ী ঘর দেওয়া হয়েছে। শতাধিক মানুষ মাথার ওপর ছাদ পেয়েছেন। এছাড়াও, সংস্থাটি চ্যানেল এস-এর রমজান আরএফসি ফান্ডের মাধ্যমে ১৫,০০০ পাউন্ডের দাতব্য কাজ করেছে এবং নাইজেরিয়া ও ময়মনসিংহে প্রায় ২৮,০০০ পাউন্ড ব্যয়ে মসজিদ নির্মাণ করেছে। ফিলিস্তিনে সহায়তা দেওয়া হয়েছে প্রায় ৩২,০০০ পাউন্ড এবং বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে । ট্রাস্টি এবং নন্ট্রাস্টিদের সহযোগিতায় সর্বমোট ১,৫০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন এবং সহযোগিতা করেন সহকারী সম্পাদক দবির হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এম করিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কবির মাহমুদ ৩১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটির সকল সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডনের ডেপুটি মেয়র হাওয়ার্ড ডবার এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইউম মিয়া তালুকদার।

অনুষ্ঠানে নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মনজুরূস সামাদ চৌধুরী মামুন, সাবেক চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান ময়না এবং সাবেক চেয়ারম্যান শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি সাগির বখত ফারুক, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের সিইও শাব উদ্দিন, বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারি তোফাজ্জল মিয়া, ব্রিহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্টের প্রতিস্টাতা মহিব উদ্দিন, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির প্রিন্সিপাল আশিক আলী এবং বিয়ানীবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র আবদুস শুকুর।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ জামির চৌধুরী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আশুক আহমেদ আশুক, ড. শাহনূর খান, আবদুল শফিক, মো: দেলওয়ার হোসেন, আল মামুনুর রশিদ হিলারি, মহি উদ্দিন সেলিম, দিলওয়ার হোসেন, প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান এবং আকবর হোসেন রবিন।

কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সিরাজ আহমেদ, শামসুর রহমান, বদরুজ্জামান, সুরমান খান, গুলজার হোসেন, মুজিবুর রহমান, নুরুল ইসলাম,আলা উদ্দিন, বদরুল হক, শিহাব উদ্দিন।

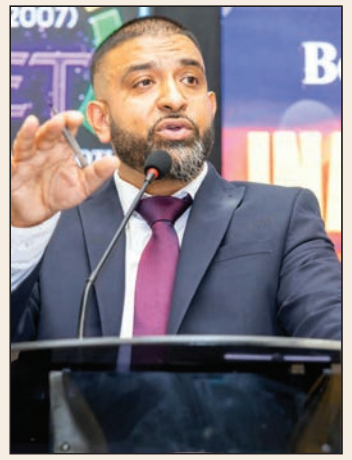

আগামী গ্রীষ্মের আগেই ৩-৪ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা প্রতিমন্ত্রীর

আগামী গ্রীষ্মের আগেই দেশে তিন থেকে চার হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

তিনি বলেছেন, সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

সরকারের নীতি সহায়তায় এ খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, পাশাপাশি বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

আজ বুধবার দুপুরে যশোর জেলা বিএনপি কার্যালয়ে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর নীতি অনুসরণ করে যশোর জেলা বিএনপি কার্যালয়ে ছয় কিলোওয়াট ক্ষমতার সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

কার্যালয়ের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের ব্যবস্থাও রয়েছে।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, তাঁর জানা মতে দেশের কোনো রাজনৈতিক কার্যালয়ে এটিই প্রথম সৌর প্যানেল স্থাপন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের সুফল তুলে ধরা সম্ভব হবে। প্যানেল স্থাপনে যে ব্যয় হয়েছে, তা তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে উঠে আসবে বলে তিনি আশা করেন।

এ উদ্যোগ দেখে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও নিজেদের কার্যালয়ে সৌর প্যানেল স্থাপনে আগ্রহী হবে বলে মনে করেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে মানুষের আগ্রহ বাড়ায় সরকার এ খাতে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিচ্ছে। এর ফলে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে।

কৃষি খাতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে সেচ পাম্পগুলো সৌরবিদ্যুতের আওতায় আনা হবে। এতে সেচকাজে ডিজেল ও প্রচলিত বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমবে।

একই সঙ্গে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব হবে।

ইউপি সদস্যের পকেটে প্রতিবন্ধী ভাতার ১২ সিম কার্ড, টাকা তুলতে এসে ধরা

রাজশাহীর বাগমারায় একসঙ্গে ১২টি সিম কার্ডের প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা তুলতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আটক হন ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম (হালকা হলুদ রঙের টিশার্ট পরিহিত)।

রাজশাহীর বাগমারায় একসঙ্গে ১২টি সিম কার্ডের প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা তুলতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আটক হন ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম (হালকা হলুদ রঙের টিশার্ট পরিহিত)।

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সদস্যের কাছে প্রতিবন্ধী ভাতার ১২টি সিম কার্ড পাওয়া গেছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই ইউনিয়নের মাড়িয়া মোড়ে এক বিকাশ এজেন্টের কাছে ভাতার টাকা তুলতে গিয়ে তিনি এলাকাবাসীর হাতে আটক হন। এ সময় তাঁকে মারধরের পাশাপাশি সিম কার্ডগুলো ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া হয়।

ওই ইউপি সদস্যের নাম শহিদুল ইসলাম। তিনি গোবিন্দপাড়া ইউপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাংগঠনিক সম্পাদক। প্রতিবন্ধী সেজে নিজের নামসহ বাবা, বোন ও ভগ্নিপতিদের নাম তিনি ভাতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের তদন্তেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে।

তাঁরসহ বাবা, ভাই, ভাতিজির নাম প্রতিবন্ধী তালিকায় আছে। ইউপি চেয়ারম্যান এটা করে দিয়েছেন। আজ ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজন তাঁকে মারধর করে ভাতার ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা কেড়ে নেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গোবিন্দপাড়া ইউনিয়নের মাড়িয়া মোড়ের বিকাশ এজেন্ট এনামুল হকের দোকানে ভাতার টাকা তুলতে যান ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম। এ সময় বিভিন্ন অপারেটরের ১০টি সিম কার্ড বিকাশ এজেন্টের কাছে দেন তিনি। বাকি দুটি সিম কার্ড তাঁর (শহিদুল) মুঠোফোনে লাগানো ছিল। একসঙ্গে এতগুলো সিম থেকে টাকা তুলতে দেখে উপস্থিত লোকজনের সন্দেহ হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তাঁদের সঙ্গে শহিদুলের বাগ্‌ বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তাঁকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে দোকানের বাইরে আনা হয়। এ সময় শহিদুলের পক্ষের লোকজন সেখানে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় হাট গাঙ্গোপাড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ সদস্যরা। তদন্তকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিদর্শক মাকসুদ রুপক প্রথম আলোকে বলেন, বিশৃঙ্খলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর উপস্থিত লোকজনের কাছ থেকে ইউপি সদস্যকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁর কাছে থাকা ১২টি সিম কার্ডের মধ্যে ১০টি জব্দ করে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া হয়।

ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরসহ বাবা, ভাই, ভাতিজির নাম প্রতিবন্ধী তালিকায় আছে। ইউপি চেয়ারম্যান সেটি করে দিয়েছেন। আজ ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজন তাঁকে মারধর করে ভাতার ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা কেড়ে নিয়েছেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি এবার চিয়ারমেন পদে ভুট করবের চাইছি। তাই ষড়যন্ত্র করি এই কাজ করিছে।'

সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সরকার অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমানে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা হারে ভাতা দেওয়া হয়। এই টাকা প্রতি তিন মাস পরপর সংশ্লিষ্ট ভাতাভোগীর বিকাশ হিসাব নম্বরে জমা দেওয়া হয়।

বিকাশ এজেন্ট এনামুল হক জানান, ওই ইউপি সদস্য ভাতার টাকা ওঠাতে চেয়েছিলেন। ১০টি সিম কার্ড দিয়েছিলেন; কিন্তু ঝামেলা হওয়ায় টাকা তুলতে পারেননি।

ওই ইউপি সদস্য নিজেসহ স্বজনদের নামে ভাতা নিচ্ছেন। তদন্তের পর ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে সিমগুলোতে ভাতার টাকা ঢুকে যাওয়ায় কিছু করা যায়নি। ভবিষ্যতে ওই ইউপি সদস্য আর ভাতার টাকা পাবেন না।

জানতে চাইলে গোবিন্দপাড়া ইউপির চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বিগত সরকারের সময় থেকে ওই ইউপি সদস্য ১২ জনকে প্রতিবন্ধী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ভাতার টাকা আত্মসাৎ করে আসছেন। সিমগুলো নিজের ও স্বজনদের নামে নিবন্ধিত। কয়েক দিন আগে ভাতার টাকা এসেছে। আজ টাকা তুলতে গিয়ে তিনি এলাকাবাসীর হাতে আটক হন।

প্রতিবন্ধী কার্ড করে দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের ভাষ্য, সাধারণত ভাতাভোগীর বরাদ্দ সংখ্যা আসার পর ইউপি সদস্যদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেওয়া হয়। পরে তাঁরা যাচাই-বাছাই করে তালিকা তৈরি করেন। এখানে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। টাকা কেড়ে নেওয়ার বিষয়ে হাবিবুর রহমান বলেন, কোনো টাকা নেওয়ার বিষয়ে তিনি জানেন না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরামর্শে সিমগুলো নিজের কাছে রেখেছেন।

বাগমারা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মতিনুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আজকের ঘটনাটি তিনি জানেন না। তিনি যোগদান করার পর জানতে পারেন, ওই ইউপি সদস্য নিজেসহ স্বজনদের নামে ভাতা নিচ্ছেন। তদন্তের পর ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে সিমগুলোতে ভাতার টাকা ঢুকে যাওয়ায় কিছু করা যায়নি। ভবিষ্যতে ওই ইউপি সদস্য আর ভাতার টাকা পাবেন না। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হবে।

আওয়ামী লীগকে আর রাজনীতি করতে দেবে না জনগণ : স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম বলেছেন, আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) একটি দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী দল। বাংলাদেশের জনগণ তাদের আর কখনো রাজনীতি করতে দেবে না।

বুধবার (২১ অক্টোবর) ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

স্পিকার বলেন, আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছিল দেশের সম্পদ লুটপাট করতে। দলটির এমপি-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লুটপাটের মাধ্যমে বিদেশে বিপুল সম্পদ গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে। ফ্যাসিস্ট সরকারের এক প্রতিমন্ত্রীর বিদেশে দুই শতাধিক বাড়ি রয়েছে বলেও তথ্য পাওয়া গেছে।

বিগত শাসনামলে নিজ নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধের কথা তুলে ধরে হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ২০০১-এর নির্বাচনে এই আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। তিনি পরাজিত হওয়ায় পরবর্তীতে ঢাকা থেকে এক সন্ত্রাসীকে এনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করান শেখ হাসিনা।

তিনি আরো জানান, সেই ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে লালমোহনে ৫০০ বিঘা জমি ও ঢাকায় একাধিক বাড়ি করেছিলেন। তবে ৫ আগস্টের পর সেসব সম্পদ রেখে সপরিবারে পালিয়ে যান।

নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নের আশ্বাস দিয়ে স্পিকার বলেন, তজুমদ্দিনকে পৌরসভায় রূপান্তর করা হবে। এ ছাড়া বিনোদনের জন্য মেঘনার পাড়ে একটি পার্ক নির্মাণ করা হবে। সন্ত্রাসীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলেও সতর্ক করে দেন তিনি।

তজুমদ্দিন উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ওমর আসাদ রিন্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন। এ সময় জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে স্পিকার উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

হুতিদের হামলার মুখে কি সৌদি ছাড়ছেন ধনীরা

ইয়েমেনে সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের হামলার পর সৌদি আরবে ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়ার খরচ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হামলার কারণে রাজধানী রিয়াদের প্রধান বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে গেছে। বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোও হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করেছে।

এ পরিস্থিতিতে সৌদি আরব ছাড়তে আগ্রহী ধনী ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়া নেওয়ার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। উড়োজাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ও ভাড়া নেওয়ার মধ্যস্থতাকারীরা জানিয়েছেন, এতে ভাড়া

বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। পাশাপাশি যুদ্ধের ঝুঁকির জন্য বিমার (ওয়ার রিস্ক ইনস্যুরেন্স) খরচও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি মাসের হামলার কারণে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবে ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ পরিচালনা বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ভাড়া আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়া দেওয়ার প্রতিষ্ঠান লাক্স জেটসের আলেকজান্ডার গ্রাহাম জানান, গত সপ্তাহে রিয়াদের উত্তরে আল-কাসিম বিমানবন্দর থেকে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাগামী একটি ফ্লাইটের ভাড়া ছিল ৯৪ হাজার ইউরো। ফ্লাইটটি পরিচালনা করা হয় বোম্বার্ডিয়ার গ্লোবাল '৬০০০' মডেলের একটি উড়োজাহাজ দিয়ে। দূরপাল্লার এই উড়োজাহাজে ১৪ জন যাত্রী বসতে পারেন। অথচ রিয়াদের প্রধান বিমানবন্দর বন্ধ হওয়ার আগে একই ধরনের ফ্লাইটের ভাড়া ছিল প্রায় ৬০ হাজার ইউরো।

গ্রাহাম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, 'উড়োজাহাজের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ায় ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যাঁরা এখনো উড়োজাহাজ ভাড়া নিতে রাজি আছেন, তাঁদের কিছুটা বেশি অর্থ দিতে হচ্ছে।'

উড়োজাহাজের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ায় ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যাঁরা এখনো উড়োজাহাজ ভাড়া নিতে রাজি আছেন, তাঁদের কিছুটা বেশি অর্থ দিতে হচ্ছে।

হুতি বিদ্রোহীদের একের পর এক প্রাণঘাতী হামলার পর ১০ অক্টোবর থেকে রিয়াদের কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রয়েছে। সৌদি আরবের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত রোববার (১৮ অক্টোবর) বিমানবন্দরটি আবার চালু হওয়ার কথা ছিল।

অবশ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য জানায়নি। উড়োজাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারণা, বিমানবন্দরটি চালু হলেও স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হতে সময় লাগবে।

উড়োজাহাজ চলাচলসংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান সিরিয়ামের হিসাবে, হুতিদের হামলা শুরুর পর থেকে সৌদি আরবের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল, এমন ৫ হাজার ৫০০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। জার্মানির লুফথানসা ও ইতালির আইটিএ সৌদি আরবে ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ও এয়ার ফ্রান্সের মতো উড়োজাহাজ সংস্থাগুলো আগেই তাদের ফ্লাইট পিছিয়ে দিয়েছিল।

ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ খাতের চারজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রিয়াদ ছাড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা আল-কাসিম বিমানবন্দর থেকে ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়া নিচ্ছেন। ছোট এই বিমানবন্দরটি রিয়াদ থেকে ২০০ মাইলের বেশি দূরে অবস্থিত।

অন্যদিকে যাঁদের ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়া করার সামর্থ্য নেই, তাঁদের কেউ কেউ প্রতিবেশী বাহরাইন বা কাতারে গিয়ে সেখান থেকে ফ্লাইট ধরছেন। সৌদি আরবের স্থানীয় অবস্থানরত কয়েকজন ব্যক্তি এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিশ্বজুড়ে উড়োজাহাজের চলাচল সরাসরি পর্যবেক্ষণের অনলাইন সেবা প্রতিষ্ঠান ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবের স্থানীয় উড়োজাহাজ সংস্থাগুলো আল-কাসিম থেকে দুবাই, কায়রো, বাহরাইনসহ বিভিন্ন গন্তব্যে বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত চারজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, পশ্চিমা বিশ্বের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের রিয়াদে কর্মরত শীর্ষ কর্মকর্তাদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন। এ জন্য তারা ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়ার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এসব কর্মকর্তাকে দুবাই কিংবা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, চলতি বছরের শুরুর দিকে ইরান যুদ্ধের পর যে মাত্রায় মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, এবার তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ইরান যুদ্ধ শুরুর পরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) থেকে কয়েক হাজার নয়, হাজার হাজার মানুষ চলে গিয়েছিল। ওই সময় ইরান সংযুক্ত আরব আমিরাত লক্ষ্য করে প্রায় তিন হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছিল। সৌদি আরবে এখন পর্যন্ত যত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়া হয়েছে, তার তুলনায় ওই সংখ্যা অনেক বেশি। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের তুলনায় সৌদি আরবে পশ্চিমা প্রবাসীদের সংখ্যাও কম। সংযুক্ত আরব আমিরাত মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান আর্থিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

হুতিদের হামলা শুরু পর থেকে সৌদি আরবের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল, এমন ৫ হাজার ৫০০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়ার অনলাইন বাজারব্যবস্থা এন্টারজেটসের প্রতিষ্ঠাতা চার্লস রবিনসন জানান, সৌদি আরব থেকে ইউরোপগামী ব্যক্তিগত উড়োজাহাজের ভাড়া দেড় লাখ ডলার পর্যন্ত উঠেছে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ফ্লাইটগুলোর ভাড়া পড়ছে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ডলার।

রবিনসন বলেন, 'সংঘাতের প্রভাব পড়েছে এমন বিমানবন্দরগুলোতে উড়োজাহাজ পরিচালনা করতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে গেছে। আর যেসব প্রতিষ্ঠান এখনো এই বাজারে আছে, তারা বিষয়টি জানে। কিছু প্রতিষ্ঠান নিজেদের মতো করে বাড়তি ভাড়া আদায় করছে। কারণ, চাহিদা আছে, কিন্তু প্রতিযোগিতা নেই।'

বিষয়টি সম্পর্কে আরও বলেন, ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে ভ্রমণকারী উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রাহক প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ কোনো এলাকায় যেতে চাইছেন। সেখান থেকে তাঁরা বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

লাক্স জেটসের গ্রাহাম জানান, ইউরোপে যেতে ইচ্ছুক যাত্রীদের নিয়ে যেতে উড়োজাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খালি উড়োজাহাজও সৌদি আরবে পাঠাচ্ছে।

সৌদি আরব থেকে ইউরোপগামী ব্যক্তিগত উড়োজাহাজের ভাড়া দেড় লাখ ডলার পর্যন্ত উঠেছে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ফ্লাইটগুলোর ভাড়া পড়ছে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ডলার।

মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, ভাড়া বৃদ্ধির পাশাপাশি যাত্রীদের যুদ্ধঝুঁকি বিমার জন্যও বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে।

ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ভাড়ার প্রতিষ্ঠান ভিক্টরের সহপ্রধান নির্বাহী টবি এডওয়ার্ডস বলেন, 'যুদ্ধঝুঁকি বিমার প্রয়োজন হলে খরচ অনেক বেড়ে যায়।'

তিনি জানান, প্রায় ১৮ আসনের বড় উড়োজাহাজগুলোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ হতে পারে। অন্যদিকে ৮ থেকে ১০ আসনের ছোট উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে এই বাড়তি খরচ হতে পারে ৮ হাজার ডলার।

এন্টারজেটসের রবিনসন জানান, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু ফ্লাইটে যুদ্ধঝুঁকি বিমার কারণে মোট খরচ ১০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। সৌদি আরবে সরাসরি যাওয়া-আসার ফ্লাইটগুলোর ক্ষেত্রে এই বাড়তি খরচের হার কিছুটা বেশি।

তবে ইরান যুদ্ধের শুরুর দিকে যুদ্ধঝুঁকি বিমার খরচ যে পর্যায়ে উঠেছিল, এখনো তা সেখানে পৌঁছায়নি। ওই সময় একটি যাত্রার বিমা সুরক্ষার জন্যই বিমা কোম্পানিগুলো ৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত আদায় করছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে যাতায়াত এবং অঞ্চলটির অভ্যন্তরে ফ্লাইটের চাহিদা এখনো বেশ ভালো।

টবি এডওয়ার্ডস বলেন, 'ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে তেমন কোনো প্রভাব পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের একজন নতুন গ্রাহক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এক সপ্তাহের ছুটি কাটাতে তুরস্কের আনাতালিয়া থেকে দুবাই গেছেন। আরেকজন নিয়মিত গ্রাহক গত শুক্রবার কুয়েতে গেছেন। এরপর গতকাল তিনি দুবাইয়েও গেছেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে তিন বিষয়

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা এখন তলানিতে। জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ভোটারদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়েও দেখা দিয়েছে তীব্র বিরোধ। বিষয়গুলো আগামী ৩ নভেম্বর দেশটির মধ্যবর্তী নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হবে, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ রিপাবলিকানদের হাতেই থাকবে, নাকি ডেমোক্র্যাটদের।

বর্তমানে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে রিপাবলিকানদের। কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নিতে ডেমোক্র্যাটদের চারটি করে আসন বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও নির্বাচনের ফল নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনের ওপর। তবে নির্বাচনী প্রচারের মূল আলোচনায় রয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিকে জনপ্রিয়তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকলেও প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। রয়টার্স/ইপসোসের এক জনমত জরিপ অনুযায়ী, ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন কমে সর্বকালের সর্বনিম্ন ৩১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি বারবার ভোটারদের এমনভাবে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যেন ব্যালটের কাগজে তাঁর নিজের নামও রয়েছে।

ট্রাম্পের এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য সমর্থকদের ভোট দিতে উৎসাহিত করা। তবে উল্টো ফলও আসতে পারে। এতে ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে আরও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। ডেমোক্র্যাটরা এরই মধ্যে বলেছেন, কংগ্রেসের যেকোনো একটি কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পেলে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নেবেন তাঁরা। ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগও খতিয়ে দেখা হবে।

জীবনযাত্রার ব্যয়

নির্বাচনী প্রচারপর্বে জীবনযাত্রার ব্যয়কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ভোটাররা। রয়টার্স/ইপসোসের এক জরিপে অংশ নেওয়া ভোটারদের অর্ধেক বলেছেন, ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয়ই তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওই একই জরিপে পরিবারের প্রধান ব্যয়ের খাত হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা, জ্বালানি, খাদ্য ও বাসস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন ভোটাররা।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথমার্ধে রিপাবলিকানদের অন্যতম সাফল্য হলো করছাড়ের মেয়াদ বৃদ্ধি করা। তবে একই সঙ্গে নিম্ন আয়ের মানুষের সরকারি স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচি 'মেডিকেইড' এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির ব্যয় প্রায় এক লাখ কোটি ডলার কমানো হয়েছে। অন্যদিকে মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া স্বাস্থ্যবিমার ভর্তুকি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় গত বছর অচলাবস্থার মুখে পড়েছিল সরকার।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে যৌথ আগ্রাসনের পর থেকে জ্বালানির দাম বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি গ্যালন পেট্রলের গড় দাম এখন ৪ দশমিক ২৮ ডলার। এক বছর আগের তুলনায় তা ১ দশমিক ২০ ডলার বেশি; আর যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে মুদিপণ্যের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৮ শতাংশ। একই সময়ে বাড়ির দাম বেড়েছে ২ দশমিক ১ শতাংশ।

অভিবাসন

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সময়ের তুলনায় দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে আটক অভিবাসীর সংখ্যা ৯৫ শতাংশ কমেছে। চলতি বছরে এই প্রথম সীমান্তরক্ষী বাহিনী আটক অভিবাসীদের কাউকে ছেড়ে দেয়নি। তবে মেইন, মিনেসোটা ও টেক্সাসে অভিবাসন কর্মকর্তাদের সঙ্গে অভিবাসীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

চলতি বছর অভিবাসন খাতে অর্থায়ন নিয়ে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়েছে। রিপাবলিকানরা এককভাবে সাত হাজার কোটি ডলারের একটি বিল পাস করেছেন। এর মাধ্যমে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট মেয়াদের বাকি সময়ের জন্য অভিবাসনসংক্রান্ত বাহিনীর অর্থায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। রিপাবলিকানরা এ অভিযোগও করেছেন, ডেমোক্র্যাটরা সীমান্ত উন্মুক্ত করার পক্ষে।

চলতি মাসে প্রতিনিধি পরিষদে মিনেসোটার ডেমোক্র্যাট সদস্য ইলহান ওমরের ওয়াশিংটনের বাড়িতে অভিযান চালান কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্মকর্তারা। এ ঘটনায় ডেমোক্র্যাটরা ব্যাপক নিন্দা জানিয়েছে। ইলহানের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পর্কে অবগত এক ব্যক্তি রয়টার্সকে জানিয়েছেন, তদন্তের একটি উদ্দেশ্য হতে পারে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা।

গাড়িচাপায় হত্যাচেষ্টার শিকার অস্ট্রেলিয়ার নারী এমপি দুই পা-ই হারালেন

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যাচেষ্টার শিকার ফেডারেল পার্লামেন্টের স্বতন্ত্র সদস্য হেলেন হেইন্সের দুই পা-ই শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়েছে। মেলবোর্নের আলফ্রেড হাসপাতালে দীর্ঘ অস্ত্রোপচারের পর তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন তাঁর স্বামী ফিল হেইন্স।

গত সোমবার বিকেলে ওয়াঙ্গারাত্তায় নিজ কার্যালয়ের সামনে ইন্ডাই নির্বাচনী এলাকার এই জনপ্রিয় নারী রাজনীতিককে ল্যান্ড ক্রুজার ফোর-হুইল গাড়ি দিয়ে কয়েক দফায় ধাক্কা দিয়ে গাড়িচাপা দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে তাঁর একটি পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে চিকিৎসকেরা তাঁর অন্য পা-টি বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

এমপি হেলেনের স্বামী ফিল হেইন্স শান্ত ও স্পষ্ট কণ্ঠে বলেন, তাঁর স্ত্রী একটি 'ভয়াবহ দুর্ঘটনা' থেকে বেঁচে ফিরেছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য তাঁকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

ফিল হেইন্স বলেন, এসব কিছুর মধ্যে ভালো খবর হলো হেলেন বেঁচে আছেন এবং তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

হেলেনের স্বামী বলেন, 'আমাদের পরিবারের জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর আমি মনে করি, আমরা যখন হেলেনকে নিয়ে ভাবি বা কথা বলি, পরিবার হিসেবে আমাদের কাছে হেলেনের দুটি দিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর হৃদয় ও মন।'

ফিল হেইন্স বলেন, হেলেনের হৃদয়টা অনেক বড়। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, যত্নশীল ও ভালোবাসায় পূর্ণ একজন মানুষ। তাঁর আশেপাশের সবাই, বিশেষ করে পরিবার, সমাজ কিংবা যার সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়, সবাইকে তিনি অসম্ভব সমর্থন করেন। আর তাঁর মন, তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

ফিল হেইন্স তাঁর ৬৫ বছর বয়সী স্ত্রীকে একজন 'লড়াকু' মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেন। এই দম্পতির দাম্পত্য জীবনের প্রায় ৪০ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের তিনটি সন্তান এবং দুই নাতি-নাতনি রয়েছে। বক্তব্যের শেষভাগে স্ত্রীর শক্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি কিছুক্ষণের জন্য আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

স্ত্রী সুস্থ হয়ে ওঠার সময়টাতে হেইন্স 'সেভ দ্য চিলড্রেন' তহবিলে অনুদান দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সংস্থাটির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ আবেদনও চালু করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, সোমবারের এই হামলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। পুলিশ ব্রেন্ডনের বিরুদ্ধে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালিয়ে গুরুতর আঘাত হানা, ইচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক ক্ষতি করা এবং একজন সরকারি কর্মকর্তাকে আঘাত করার রাষ্ট্রীয় অপরাধের অভিযোগ এনেছে।

ওই ঘটনার পরই সেলুনকর্মী রিকি জেফরিসসহ স্থানীয় কয়েক বাসিন্দার সাহসিকতায় ঘটনাস্থল থেকে হামলাকারী ব্রেন্ডন নিউজান্টকে ধারালো অস্ত্রসহ আটক করা হয়। আদালতে নিউজান্টের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টাসহ গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

৪৫ হাজার পাউন্ডের জরিমানা এড়ানোর

পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ হাজার ৫০০ পাউন্ড। তিনি অগ্রিম অর্থও দাবি করেন বলে বিবিসির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদক তাঁকে জানান, মিনি-মার্টটির প্রকৃত মালিকের পরিচয় আড়াল করতে অন্য ব্যক্তিদের দোকানের ইজারা চুক্তি এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিলের কাগজপত্রে নাম ব্যবহারের জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছিল।

বিবিসির ভাষ্য অনুযায়ী, এই তথ্য শোনার পর আলিয়াস বলেন, "ঠিক আছে, ভালো। তাহলে আমার মনে হয়, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে পারা উচিত।"

রেকর্ড করা কথোপকথনটি শোনার পর জ্যেষ্ঠ অভিবাসন আইনজীবী ব্রায়নি রেস্ট বলেন, একজন সলিসিটর ব্যবসার মালিকের জন্য মিথ্যা নাম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন বলে মনে হওয়াটা "অত্যন্ত নিন্দনীয়"।

অভিযুক্ত আইনজীবী তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিবিসিকে তিনি বলেন, কখনো কাউকে এ ধরনের পরামর্শ দেননি এবং হোম অফিসকে মিথ্যা তথ্যও দেননি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর নাম ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ব্যবহার করে প্রকাশিত ভিডিওগুলোর বিষয়েও তিনি বলেন, ভিডিওগুলো তিনি তৈরি করাননি, সেগুলোর জন্য অর্থ দেননি, অনুমোদন করেননি কিংবা প্রচার করেননি।

বিবিসির অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কুর্দি ভাষার ফেসবুক পেজসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে আলিয়াস ও তাঁর প্রতিষ্ঠান লিবার্টি সলিসিটর্সের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ভিডিওতে যুক্তরাজ্যের কিছু ব্যবসায়ী অভিবাসন-সংক্রান্ত জরিমানার সমস্যা সমাধানে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

একটি ভিডিওতে কুর্দি ভাষাভাষী এক দোকানমালিক দাবি করেন, অবৈধ কর্মী নিয়োগের কারণে জরিমানা হওয়ার পর তিনি দুই-তিনটি ভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেও সমাধান পাননি। পরে 'মি. আলিয়াস' জরিমানাটি বাতিল করিয়ে দেন বলে তিনি দাবি করেন এবং প্রমাণ হিসেবে একটি চিঠি দেখান।

বিবিসি জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরে তারা এ ধরনের ভিডিও পর্যবেক্ষণ করেছে। কিছু ভিডিও ২০ হাজারেরও বেশি বার দেখা হয়েছিল।

যুক্তরাজ্যে কোনো নিয়োগকর্তা এমন কোনো ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করলে, যাঁর আইনগতভাবে কাজ করার অধিকার নেই, তাহলে ওই নিয়োগকর্তাকে জরিমানার মুখোমুখি হতে হয়।২০২৪ সালে জেনেশুনে অবৈধ কর্মী নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ জরিমানার পরিমাণ ১৫ হাজার পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজার পাউন্ড করা হয়।

হোম অফিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অবৈধভাবে কর্মী নিয়োগের জন্য মোট ৫ হাজার ৭৫৫টি জরিমানা আরোপ করা হয়েছিল। এসব জরিমানার মোট পরিমাণ ছিল ২১৫ মিলিয়ন পাউন্ড বা ২১ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড। কিন্তু আদায় করা হয়েছে মাত্র ৬০ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড বা ৬ কোটি ৫ লাখ পাউন্ড।

বিবিসির আরেকটি হিসাব অনুযায়ী, অবৈধভাবে কর্মী নিয়োগের জন্য আরোপিত অনাদায়ী জরিমানার অন্তত ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড বা ১৫ কোটি পাউন্ড এখনো সরকারের পাওনা রয়েছে।

তবে হোম অফিস উল্লেখ করেছে, গত পাঁচ বছরে আরোপিত সব জরিমানা একই সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হবে বলে আশা করা যায় না। এ ছাড়া জরিমানার বিরুদ্ধে আপিল করা হতে পারে অথবা দ্রুত অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হতে পারে।

নিয়ম পরিবর্তন করেছে এয়ারবিএনবি

পরিচ্ছন্নতাকর্মী করে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে বাসন ধোয়া এবং বিছানার চাদর খুলে রাখা।

আবাসন ভাড়ার এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ২০ নভেম্বর বা তার পরে বুক করা সব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে।

এয়ারবিএনবি বিবিসিকে বলেছে, "বাড়ির নিয়মকানুন অতিথিদের বুঝতে সাহায্য করে, বাড়ির মালিকেরা তাঁদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন। তবে আমাদের কমিউনিটির কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, এসব নিয়ম অনেক সময় বিভ্রান্তিকর, অতিরিক্ত কঠোর এবং পরিচালনা করা কঠিন হয়ে ওঠে।"

প্রতিষ্ঠানটি আরও বলেছে, "তাই আমরা নিয়মগুলো নতুনভাবে সাজিয়েছি, যাতে সেগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যায় এবং স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়। পাশাপাশি একটি নতুন নীতিমালা চালু করেছি, যা নিশ্চিত করবে যে অনুরোধগুলো যুক্তিসংগত হবে এবং অতিথিদের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না।"

এয়ারবিএনবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাধারণত বাড়ির মালিকেরা অতিথিদের এমন কোনো কাজ করতে বলতে পারবেন না, যার জন্য "উল্লেখযোগ্য সময় বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, অথবা যা সাধারণত একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী করে থাকেন"। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে বিছানার চাদর খুলে রাখা, আবর্জনা বাড়ির বাইরে নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং বাসন ধুয়ে যথাস্থানে তুলে রাখা।

তবে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমের সুযোগ থাকতে পারে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। উদাহরণস্বরূপ, কোনো এলাকায় খরার কারণে পানির ব্যবহার সীমিত করার সরকারি নির্দেশনা থাকলে অতিথিদের গোসলের সময় কমিয়ে আনতে বলা যেতে পারে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভবিষ্যতে কোনো আবাসনের গৃহস্থালি নিয়মগুলো অতিথিদের সামনে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি বুকিং-সংক্রান্ত অনুস্মারকেও এসব নিয়ম উল্লেখ থাকবে।

চুক্তি করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। আইনগত বাধ্যবাধকতা অথবা বাড়ির মালিকদের সমিতির (হোমওনার্স অ্যাসোসিয়েশন) নিয়মের মতো সীমিত কিছু পরিস্থিতিতেই এ ধরনের চুক্তি করা যাবে।

এয়ারবিএনবি জানিয়েছে, বাড়ির মালিকেরা অতিথিদের ওপর জরিমানা আরোপ করতে পারবেন না। তবে নিজেদের বাড়ির নিয়ম ও অনুরোধ নির্ধারণের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতেই থাকবে।

কোনো মালিকের অনুরোধ এয়ারবিএনবির নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে বিষয়টি চিহ্নিত করা হবে। মালিক ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হলে আপিল করতে পারবেন।

বছরের পর বছর ধরে এয়ারবিএনবির অতিথিরা অভিযোগ করে আসছেন, থাকার সময় শেষ হওয়ার আগে তাঁদের এমন কিছু কাজ করতে বলা হয়, যা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। বিশেষ করে, এসব কাজের পাশাপাশি তাঁদের যখন পরিচ্ছন্নতার ফিও দিতে হয়, তখন অসন্তোষ আরও বাড়ে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে এয়ারবিএনবির বাড়ি ভাড়া দেওয়া দম্পতি ক্যাসি ও জনের কিছু টিকটক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অতিথিরা চলে যাওয়ার পর তাঁদের ভাড়া দেওয়া বাড়ির প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে দেখা যায় ওই দম্পতিকে।

দম্পতির একটি ভিডিওতে দেখা যায়, টেলিভিশনের রিমোট নির্ধারিত জায়গায় না রাখার কারণে অতিথিদের বিরুদ্ধে "বাড়ির নিয়মকানুনের প্রতি অসম্মান দেখানোর" অভিযোগ তোলা হয়েছে।

কঠোর নিয়ম ও উচ্চ প্রত্যাশার কারণে ওই দম্পতি সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তবে জবাবে তাঁরা বলেছেন, তাঁদের ভিডিওগুলোর বক্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাঁদের ভিডিও দেখে অন্যান্য কনটেন্ট নির্মাতাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কেউ কেউ অত্যন্ত কঠোর নিয়ম আরোপকারী বাড়ির মালিকদের আচরণ নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও তৈরি করেছেন।

১৫ বছরের স্থায়ী বসবাসের শর্ত,

করেন তিনি।

ফাহনবুল্লে আরও বলেন, "আমাদের বিতর্কের মান উন্নত করতে হবে, বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে এবং পেকহ্যামের মতো সম্প্রদায়গুলোর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে হবে। এর অর্থ হলো, অভিবাসন নিয়ে আলোচনা করতে হবে সতর্কতা, নিয়ন্ত্রণ ও সহমর্মিতার সঙ্গে।"

তাঁর বক্তব্যে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অভিবাসীদের সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আবাসনমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেনারও মাহমুদের পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইতিমধ্যে পাঁচ বছর ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন-এমন অভিবাসীদের নতুন নিয়মের আওতায় আনা 'ব্রিটিশ মূল্যবোধের পরিপন্থী'।

দ্য টাইমস পত্রিকাকে রেনার বলেন, বিশেষ করে পরিচর্যাকারীদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন উদ্বেগজনক। কারণ, তাঁদের যুক্তরাজ্যে আসতে বলা হয়েছিল দেশের সবচেয়ে অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের দেখাশোনা করার জন্য।

তিনি বলেন, "বিশেষ করে পরিচর্যাকারীদের ক্ষেত্রে, যাঁদের আমাদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও অসহায় মানুষদের দেখাশোনা করার জন্য এই দেশে আসতে বলা হয়েছিল, তারপর কয়েক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর নিয়মের শর্ত বদলে দেওয়া হলো-আমার মনে হয়, এটি অত্যন্ত বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।"

রেনার আরও বলেন, "এ বিষয়ে আমার উদ্বেগ রয়েছে। কারণ, আপনি যখন কাউকে এই দেশে এসে আপনার সবচেয়ে অসহায় মানুষদের দেখাশোনা করতে বলেন, আর সেই ব্যক্তি বছরের পর বছর নিজেকে এই কাজে নিয়োজিত রাখেন এবং আমাদের প্রিয়জনদের যত্ন নেওয়ার জন্য নিজের জীবন ও পরিবারকে এখানে নিয়ে আসেন, তখন এমন পরিবর্তন তাঁদের জীবনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে।"

তাঁর বক্তব্যে পরিচর্যা খাতে কর্মরত অভিবাসীদের অবদান এবং তাঁদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

গত মাসে লেবার পার্টির সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ তাঁর অভিবাসন পরিকল্পনায় কিছুটা নমনীয়তা আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে জানিয়েছে হাফিংটন পোস্ট।

তবে প্রস্তাবিত সংস্কারের কোন কোন অংশ পরিবর্তন করা হতে পারে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো স্পষ্ট নয়।

স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার সময়সীমা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের ভেতরে মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসায় বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। একদিকে সরকার অভিবাসন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে চাইছে, অন্যদিকে মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস ও কাজ করা অভিবাসীদের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

ফাহনবুল্লে ও রেনারের বক্তব্যে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সামাজিক সংহতি, পরিচর্যা খাতের কর্মীদের অবদান এবং অভিবাসীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার বিষয়গুলো সামনে এসেছে।

বিশেষ করে পরিচর্যা খাতে কর্মরত বিদেশি কর্মীরা যুক্তরাজ্যের বয়স্ক, অসুস্থ ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার সময়সীমা দীর্ঘ হলে কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে, অভিবাসন নীতিতে কঠোরতা আরোপের পরিকল্পনা সরকারের অভ্যন্তরীণ ঐকমত্যের বিষয়েও প্রশ্ন তৈরি করেছে। সমালোচনার মুখে শাবানা মাহমুদ তাঁর প্রস্তাবে পরিবর্তন আনেন কি না, তা এখন পর্যবেক্ষণের বিষয়।

রাজপরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কে

সঙ্গে সম্পর্কের বরফ গলাতে চান। বিশ্বে যা কিছু ঘটছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন। হ্যারি বলেন, 'কেউ কেউ চান না সম্পর্ক ঠিক হোক। কিন্তু আমি চাই, সবকিছু ঠিক হয়ে যাক।'

হ্যারির বয়স যখন ১২ বছর, তখন তাঁর মা প্রিন্সেস ডায়ানা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনে মায়ের মৃত্যুর প্রভাব নিয়ে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে আবার ফিরে আসার কারণও ব্যাখ্যা করেন। হ্যারি বলেন, সন্তানদের ব্রিটিশ স্কুলে পড়ানোর সুযোগ তাঁর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানেরা দুই সপ্তাহ হলো ব্রিটিশ স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। তারা বিষয়টি খুবই উপভোগ করছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলোর সঙ্গে দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্কের উন্নতি হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন হ্যারি। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এই বিরোধই তাঁর যুক্তরাজ্য ত্যাগের একটি কারণ ছিল বলে জানান তিনি। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও করেছেন হ্যারি। তিনি বলেন, আশা করছেন পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে।

'তিনি হয়তো ভালো নিয়তে করেছেন'

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগর আয়োজিত সাবেক সাথি-সদস্য সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন শফিকুর রহমান। এর আগে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তিনি।পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এটা তো আমার পক্ষ থেকে ইশারাকই বলে দিছে।'

এর আগে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় গত শনিবার মাদকবিরোধী অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে অংশ নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েন ইশরাক হোসেন। পরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর পদ ছাড়েন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পদত্যাগের কথা জানিয়ে ইশরাক বলেছেন, বিএনপি ও সরকারকে 'বিব্রতকর' পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে অভিযানে কোনো ভুল করেননি বলেও দাবি করেছেন তিনি।

পদত্যাগ প্রসঙ্গে শফিকুর রহমান বলেন, 'দেখেন, এটা তাদের (বিএনপির) একটা দলীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তারপরে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এটা বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী এটা চেয়েছেন, এই জন্য সে পদত্যাগ করেছে। মাদক তো সমাজকে শেষ করে ফেলতেছে। তার যেটা করা দরকার ছিল, সে বলেছে যে সেখানে পুলিশ ছিল, ফোর্স ছিল। তাঁর হাতে অস্ত্রটা না থাকলে ভালো হতো। এতটুকু।'

ঋণের সুদই শোধ করতে পারছেন না ২০

মেলাতে না পারা স্নাতকদের মধ্যে প্রায় ১৬ লাখের ঋণ রয়েছে 'প্ল্যান ২' (চষধহ ২) ব্যবস্থার আওতায়। ২০২১-২২ করবর্ষে এই সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ২৮ হাজার।

কোন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, কোন স্তরে পড়াশোনা করেছেন এবং কোথা থেকে এসেছেন-এসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাজ্যে শিক্ষাঋণের পাঁচটি পৃথক পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জুলাইয়ের মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী 'প্ল্যান ২' ঋণ নিয়েছিলেন, তাঁদের ঋণের উচ্চ সুদের হার নিয়ে বিশেষভাবে সমালোচনা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় সুদের হার নির্ধারিত হয় খুচরা মূল্যসূচক (জচও) অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ পয়েন্ট যোগ করে। ঋণগ্রহীতার বার্ষিক আয়ের ওপর নির্ভর করে সুদের হার পরিবর্তিত হয়। বছরে ৫২ হাজার ৮৮৫ পাউন্ড আয় করলে সর্বোচ্চ সুদের হার প্রযোজ্য হয়।

'প্ল্যান ২'-এর আওতায় থাকা স্নাতকদের বছরে ২৯ হাজার ৩৮৫ পাউন্ডের বেশি আয়ের ৯ শতাংশ ঋণের কিস্তি হিসেবে পরিশোধ করতে হয়।

অর্থাৎ, তাঁদের আয়ের একটি অংশ নিয়মিত ঋণ পরিশোধে চলে যায়। কিন্তু সুদের পরিমাণ যদি পরিশোধ করা অর্থের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে কিস্তি দেওয়ার পরও মোট ঋণ বাড়তে পারে।

বছরে ৬৬ হাজার পাউন্ড আয় না হলে ঋণ কমানো কঠিন

দ্য টাইমস-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, 'প্ল্যান ২'-এর আওতায় থাকা একজন গড় স্নাতককে ঋণের সুদের চেয়ে বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হলে বছরে প্রায় ৬৬ হাজার পাউন্ড আয় করতে হবে।

অন্যদিকে, ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত আয়ের সীমা এবং সর্বোচ্চ সুদের হার প্রযোজ্য হওয়ার আয়ের সীমা অন্তত ২০৩০ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

এর ফলে বেতন বাড়লেও অনেক স্নাতকের ক্ষেত্রে ঋণের সুদ ও কিস্তির মধ্যে ব্যবধান কমানো কঠিন হতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের আয় নির্ধারিত সীমার কাছাকাছি বা তার নিচে, তাঁদের ঋণ দীর্ঘ সময় ধরে বাড়তে থাকার ঝুঁকি রয়েছে।

অন্য ঋণ পরিকল্পনাগুলোতে সুদের হার সাধারণত খুচরা মূল্যসূচক অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হারের ভিত্তিতে অথবা ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের মূল সুদের হারের সঙ্গে অতিরিক্ত ১ শতাংশ পয়েন্ট যোগ করে নির্ধারণ করা হয়।

'প্ল্যান ২' ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের আয়ের সীমা বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিক্ষার্থীদের যখন এই ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তখন তাঁদের বলা হয়েছিল যে আয়ের সীমা তাঁদের উপার্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ানো হবে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই সীমা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সমালোচকদের মতে, আয়ের সীমা অপরিবর্তিত থাকলে সময়ের সঙ্গে আরও বেশি স্নাতককে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে, অথচ তাঁদের ঋণের সুদ দ্রুত বাড়তে পারে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে সানডে টাইমস-এর 'এন্ড দ্য গ্র্যাজুয়েট রিপ-অফ' প্রচারাভিযানের পর বিষয়টি নিয়ে সংসদীয় তদন্ত হয়। তদন্তে বলা হয়, ঋণ পরিশোধের আয়ের সীমা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে সরকারের একটি "নৈতিক দায়বদ্ধতা" রয়েছে।

এই প্রচারাভিযানের মূল বক্তব্য হলো, শিক্ষার্থীদের ঋণ দেওয়ার সময় যে শর্ত ও প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সেগুলো পরিবর্তন করা হলে ঋণগ্রহীতাদের ওপর অন্যায্য চাপ তৈরি হতে পারে।

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে সুদের হার সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ

ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে সরকার এপ্রিল মাসে 'প্ল্যান ২' ঋণের সুদের হার ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য সর্বোচ্চ ৬ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সিদ্ধান্ত সুদের হার বৃদ্ধির চাপ কিছুটা সীমিত করতে পারে। তবে ঋণ পরিশোধের আয়ের সীমা এবং সর্বোচ্চ সুদের হার প্রযোজ্য হওয়ার আয়ের সীমা অপরিবর্তিত থাকার কারণে ঋণগ্রহীতাদের উদ্বেগ পুরোপুরি দূর হচ্ছে না।

সংসদে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার দাবি

ঋণের সুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারা স্নাতকদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি সংসদে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ পায়। প্রশ্নটি করেছিলেন লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলের এমপি টম গর্ডন, যিনি হ্যারোগেট ও নেয়ার্সবরো এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন।

গত মাসে তিনি একটি বিল উত্থাপন করেন। এতে সরকারকে শিক্ষাঋণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

গর্ডনের মতে, স্নাতকেরা "এমন এক লড়াই করছেন, যাতে তাঁদের পরাজিত হওয়াই যেন অনিবার্য"।

শিক্ষাঋণ ব্যবস্থার সমালোচকদের বক্তব্য, উচ্চশিক্ষা শেষে কর্মজীবন শুরু করা তরুণদের জন্য ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা আরও স্বচ

কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন এমপি-এর

নিয়ে বিশদ বর্ণনা দেন। এয়ারপোর্টে যাত্রি হয়রানি প্রবাসীদের সম্পত্তি দখলের বিষয়ে তিনি বলেন এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রহমানের সরকার কাউকে ছাড় দিবেনা। তিনি ছাতক দোয়ারাবাজার সহ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। তিনি সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সকল প্রবাসীদের গঠনমূলক সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা- সিলেট মহাসড়কের ৬ লেইন বিশিষ্ট মহাসড়কের কাজ আগামী ৪ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান। লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট মুহিব চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রেসক্লাবের সাবেক কমিনিকেশন সেক্রেটারি ও কিউ নিউজের সম্পাদক এম এ কাইয়ুমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় যুক্তরাজ্য বিএনপির আহবায়ক কমিটির সিনিয়র সদস্য মুজিবুর রহমান মুজিব, সাবেক উপদেষ্টা এম এ রউফ, আলোচনায় অংশ নেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, সাবেক সভাপতি জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বাসন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি তাইসির মাহমুদ, সেক্রেটারি আকরামুল হোসেন,ট্রেজারার এমডি আব্দুল হান্নান, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু, সিনিয়র সাংবাদিক রহমত আলী, জনমতের সহকারী সম্পাদক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, বাংলা মিরর এডিটর আব্দুল করিম গনি, সৈয়দ আনাস পাশা, এটিএন বাংলার হেড অব নিউজ সাঈম চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক ট্রেজারার সালেহ আহমদ, প্রেসক্লাবের মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি ফয়সল মাহমুদ, প্রথম নির্বাহী সদস্য সারওয়ার হোসেন, ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার ফজলুল হক, সানরাইজ টুডের ডিজিটাল এডিটর ফজলু মিয়া, রানার টিভির রিপোর্টার হাবিবুর রহমান, বাংলা সংলাপের রিপোর্টার জয়নাল আবেদীন বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা ।

সাইবার হামলার শঙ্কা বিশ্বজুড়ে

গত এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে পিএইচপি এবারই সবচেয়ে গুরুতর নিরাপত্তা সমস্যার মুখে পড়েছে। তিনি এর সঙ্গে ২০১৪ সালের আলোচিত ‘হার্টব্লিড’ ত্রুটির তুলনা করেছেন। সে সময়ও বিশ্বজুড়ে সফটওয়্যার আপডেট করার হিড়িক পড়েছিল।

সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ‘ক্যালিফ’ গত আগস্টে ওপেনএআইয়ের তৈরি ‘জিপিটি-৫.৬ সল মডেল ব্যবহার করে এসব ত্রুটি খুঁজে পায়। ওপেনএআইয়ের অর্থায়নে পিএইচপির কোড পর্যালোচনার সময় তারা এটি শনাক্ত করেছিল।

গুগলের মালিকানাধীন সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ‘উইজ’ বলেছে, কয়েক সপ্তাহ পর তারাও নিজস্ব উদ্যোগে এসব ত্রুটি শনাক্ত করে। এ কাজে তারা গুগলের ‘জেমিনি ৪ আর্গন’ ও ‘জিপিটি-৫.৬ সল’ মডেলের সাহায্য নিয়েছিল।

ওপেনএআই এক্সে লিখেছে, তারা এটিকে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ত্রুটিগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, এর মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিতে নতুন এক ধাপ উন্মোচিত হলো। এখন পুরো ইন্টারনেটে প্রভাব ফেলতে পারে, এমন বড় ত্রুটিও এআই নিজে খুঁজে বের করতে পারছে।

এ ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে পিএইচপি প্রকল্পের ডেভেলপাররা বুধবার একটি আপডেট প্রকাশ করেছেন। পিএইচপি ডেভেলপারদের তহবিল দেওয়া প্রতিষ্ঠান পিএইচপি ফাউন্ডেশন এক ব্লগ পোস্টে বলেছে, ‘আপনারা পিএইচপি ব্যবহার করলে এখনই আপডেট করা জরুরি।’

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটির জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সংস্থার অনুরোধে স্থানীয় প্রশাসনের ওয়েবসাইটগুলো বুধবার বিকেল থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে প্যারিস পুলিশের ওয়েবসাইটও রয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনওএস জানিয়েছে, দেশটির ডিজিটাল পরিচয় যাচাই সেবা ‘ডিজিডি’, প্রতিনিধি পরিষদের ওয়েবসাইট এবং জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অফলাইনে রাখা হয়েছে।

বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্কতার অংশ হিসেবে সাময়িকভাবে তাদের ওয়েবসাইট বন্ধ রাখার কথা এক্সে জানিয়েছে। তবে দেশটির জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র জানিয়েছে, তখন পর্যন্ত বেলজিয়ামের কোনো ওয়েবসাইটে হামলার তথ্য নথিভুক্ত হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম এবিসি জানিয়েছে, পিএইচপির ত্রুটি যেসব ওয়েবসাইট আক্রান্ত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে দেশটির সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা অস্ট্রেলিয়ান সিগন্যালস ডিরেক্টরেটের নিজস্ব ওয়েবসাইট সাইবার ডট গভ ডট এইউ রয়েছে।

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে’র

অনুষ্ঠিত সভাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন বিদায়ী জেনারেল সেক্রেটারি গোলজার খান ও জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুর রহিম রন্জু। সভায় ট্রাস্টের বার্ষিক হিসাব উপস্থাপন করেন ট্রেজারার আখলাকুর রহমান। সভায় জানানো হয়, ট্রাস্টের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮০৮ জনও ট্রাস্টের ফান্ডে ১২ কোটি টাকারও বেশি অর্থ রয়েছে।

দ্বিবার্ষিক সভার পাশাপাশি নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ট্রাস্টিবৃন্দ ভোট প্রদান করেন। নির্বাচনে ৮০৮ ট্রাস্টির মধ্যে ৭৫৪ ট্রাস্টি তাদর ভোটধিকার প্রয়োগ করেন যা প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ শেষে রাত প্রায় সাড়ে ১১টায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জাজ বেলায়াত হোসেন। নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্য ছিলেন এ কে এম ইয়াহিয়া, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর আব্দুল মতিন ও আবুল খায়ের আলী।

নব নির্বাচিত নতুন কমিটি সদস্যরা ২০২৬-২০২৮ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে।

এদিকে যারা নতুন কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন গোলজার খান। ভাইস চেয়ারপার্সন আখলাকুর রহমান ও আজম খান। জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ মোহাব্বত শেখ। অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুর রহিম রঞ্জু ও শরিফুল ইসলাম। ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন মনির আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন আবুল হোসাইন মামুন। প্রেস ও পাবলিসিটি সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ দৌলত হোসাইন, কালচারাল সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মদরিছ আলী মফজ্জুল।

এছাড়া ইসি মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাতজন। তারা হলেন আজিজুর রহমান খান (রাজু), মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, আব্দুল বাসিত রফি, শাহ তাজুল ইসলাম, রুহেল ইসলাম, মো: কামরুজ্জামান ও আজিজুর রহমান রুমেল।

নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচন কমিশন, প্রার্থী ও ট্রাস্টিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা। নতুন কমিটি আগামী দুই বছর ট্রাস্টের শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিতে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

লন্ডনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ১৯ অক্টোবর ২০২৬, সোমবার অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। লন্ডনের একটি অভিজাত মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আসা গোলাপগঞ্জ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনারদের উপস্থিতিতে নবনির্বাচিত প্যানেলের নেতৃবৃন্দকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র আবুল মনসুর অহিদ আহমেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার শামীম আহমেদ ও মুছলেহ উদ্দিন। শপথ গ্রহণের পর পরই নবনির্বাচিত কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন বিদায়ী কমিটির সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু।

উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়।

তিন পর্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম নজরুল। সংগঠনের সাবেক সফল সভাপতি , নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব তমিজুর রহমান রঞ্জুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তামজিদ কাদির। এরপর সম্মিলিত ভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি, সদ্য সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমেদ। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুস শুকুর এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় নবনির্বাচিত সভাপতি তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের ট্রাস্টি এবং সাধারণ সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার পাশাপাশি দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। নবগঠিত কমিটি এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গোলাপগঞ্জ উপজেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন ও সামাজিক উন্নয়নে আরও গতিশীল ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে লন্ডন বারা অফ নিউহাম কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র ফরহাদ হোসেন নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন- অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী শিক্ষিকা , কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আফিফা খানম, শিক্ষাবিদ আব্দুর রকিব, বীর মুক্তিযুদ্ধা ফয়জুর রহমান খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুন মিয়া, আখলু মিয়া, একাউন্টেন্ট আবু তাহের এমবিই, বাংলাদেশ সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক তফজ্জুল মিয়া, ব্রিটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ শাহনুর খান, বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে’র সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে’র সভাপতি মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসেন, প্রবীণ শিক্ষক তছউর আলী, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র প্রতিষ্টাতা সভাপতি সায়াদ আহমেদ সাদ, কাউন্সিলর রাবিনা খান, কাউন্সিলর আমিনা আলী, গোলাপগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র আমিনুল ইসলাম রাবেল, বিগত নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদন্দ্বিতা কারী একনিষ্ঠ সমাজ কর্মী জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, রাজনীতিবিদ সেলিম আহমেদ খান, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে’-এর সাবেক ভাইস চেয়ার ও উপদেষ্টা আখতার হোসেন, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন উপদেষ্টা জনাব দেলোয়ার হোসেন লেবু, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে’-র প্রাক্তন উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী জবা কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদ আরিফ মনজুর চৌধুরী মিঠু, যুক্তরাজ্য জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ সেন্টারের সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক জিলু, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ সেলিম আহমেদ, প্রতিষ্টাতা সদস্য রুহুল আমিন রুহেল, রিয়াজ উদ্দিন, আব্দুল বাছির, সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আলম, আফরোজ মিয়া শাহিন, আবুল কালাম, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব দেওয়ান নজরুল ইসলাম, রুহুল কুদ্দুস জুনেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক লিটন, সাব্বির আহমদ সাহেদ, মঞ্জুর আহমদ শাহনাজ, সাবেক সহ সভাপতি আফসারুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ।

বক্তব্য রাখেন- টিভি উপস্থাপক এবং 'গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হালিম নাহিন মাহমুদ, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র প্রতিষ্ঠাকালীন মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আব্দুল কাদির, ভাদেশ্বর ইউনিয়ন এসোসিৰয়েশনের সদ্য নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হান্নান, লন্ডনের পরিচিত সমাজকর্ম্মী জনাব জামিল আহমদ,গোলাপগঞ্জ সোস্যাল এন্ড ক্যালচারাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট এর কোষাধক্ষ্য জনাব কাওছার আহমদ জগলু, আব্দুল মারজান চৌধুরী এলু, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে’-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব তানহার আহমেদ তুহিন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা স্যোশাল ট্রাস্ট এর সভাপতি মোহাম্মদ জাকারিয়া, সর্বজনীন শরীফ গঞ্জ ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ, কমিউনিটির অন্যতম কিংবদন্তি কর্মী-যিনি ‘গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে’ (এড়ষধঢ়মধহল ঐবষঢ়রহম ঐধহফং টক) নামটি প্রস্তাবকারী মারুফ আহমেদ, উদীয়মান সফল ব্যবসায়ী কমিউনিটির পরিচিত মুখ ফারুক উদ্দিন, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার আহমেদ সুমন, প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার এনামুল হক, সমাজ কর্মী ইকবাল আহমেদ চৌধুরী, সমাজকর্মী মামুনুর রশিদ খান, গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আলতা মিয়া, গোলাপগঞ্জ সোস্যাল এন্ড কারচ্যারেল ট্রাস্ট ইউকে’-র সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ জুয়ারদার প্রমুখ।

অভিষেক অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা নবগঠিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, নতুন কমিটির দূরদর্শী নেতৃত্বে সংগঠনটি চ্যারিটি কার্যক্রমে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশে আরও অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে।

অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক গোলাপগঞ্জবাসী ছাড়াও সংগঠনের প্রতিষ্টাতা সদস্যবৃন্দ, প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা মন্ডলী, বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ, নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ, এবং ব্রিটেনের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবাদিক কমিউনিটির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নৈশভোজ, প্রীতি মেলবন্ধন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন এই অভিষেক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

কক্সবাজারে সাগরে নেমে ৩ পর্যটকের

রিসোর্টের জাদুঘরসংলগ্ন সৈকতে এ ঘটনা ঘটে। কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জ্যেষ্ঠ স্টেশন অফিসার দোলন আচার্য এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘দুই দল পর্যটক সাগরে গোসলে নেমেছিলেন। এক দল এসেছিলেন চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকা থেকে, অন্য দলটির ঢাকার উত্তরার।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। শুরুতে জানানো হয়েছিল যে আরও তিনজন নিখোঁজ। পরে একজনকে জীবিত উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।’

তবে নিহত, নিখোঁজ ও উদ্ধার ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

ফিমেইল একাডেমির কার্যক্রম তুলে

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক ও উপস্থিত অতিথিদের সামনে তিনি একাডেমির প্রতিষ্ঠার পটভূমি, দীর্ঘদিনের কার্যক্রম এবং সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য দেন। এ সময় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপদেষ্টা আহমেদ উস সামাদ জেপিও বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জামিল চৌধুরী বলেন, দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব কিংবা পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে কোনো মেয়েই যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়-এই মানবিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমির যাত্রা শুরু হয়।

তিনি জানান, দরিদ্র, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষা, আবাসন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

একাডেমির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, আর্থিক সহযোগিতা এবং জমি দানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি। বিশেষভাবে তিনি মরহুমা বেগম রোকেয়া চৌধুরীর অবদান ও আন্তরিক সহযোগিতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

শিক্ষা কার্যক্রম ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

জামিল চৌধুরী জানান, একাডেমির জন্য ছয় একর জমি বিনামূল্যে দান করা হয়েছে। ২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি শ্রেণিতে ৯০ জন ছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রীনিবাস, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক আবাসন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

তিনি বলেন, সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রীদের জন্য শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা করাই নয়, তাদের থাকা-খাওয়া, পোশাক এবং শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও একাডেমি কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যেসব মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তারা শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। একাডেমিতে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে মসজিদ ও মক্তবের ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব

সংবাদ সম্মেলনে জামিল চৌধুরী বলেন, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নও একাডেমির কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীলতা এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে কারিগরি প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, সংস্থা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় শিক্ষাভবন, হোস্টেল, প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অসমাপ্ত ভবনের কাজ সম্পন্ন করা, সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ ও সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া স্থানীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, যেমন রাস্তা নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, নদীভাঙন প্রতিরোধ এবং মাঠ উন্নয়নের মতো উদ্যোগেও সংশ্লিষ্ট সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন তিনি।

দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

একাডেমির উন্নয়নে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ব্যক্তিগত দাতা, প্রবাসী বাংলাদেশি, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবদানের কথা উল্লেখ করে জামিল চৌধুরী তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতা এবং আন্তরিক সমর্থন ছাড়া একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের আবাসিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা কঠিন হতো।

বিশেষ করে মরহুমা বেগম রোকেয়া চৌধুরীসহ প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন থেকে যাঁরা জমি, অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে পাশে ছিলেন, তাঁদের অবদান একাডেমির অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আরও বেশি সুবিধাবঞ্চিত মেয়েকে শিক্ষার আওতায় আনতে ভবিষ্যতেও সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নারীর ক্ষমতায়নে ইঋঅ-এর ভূমিকা

জামিল চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিনামূল্যে শিক্ষা, আবাসিক সুবিধা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের আত্মবিশ্বাসী, শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে আরও বেশি মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে নতুন সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে। এর মাধ্যমে আরও বেশি দরিদ্র ও অসহায় মেয়ে শিক্ষার আলো পাবে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে আহমেদ ইস সামাদ জেপিও বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিক ও অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আলোচনায় একাডেমির কার্যক্রম, অর্জন, উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমির এই উদ্যোগ সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি মানবিক প্রচেষ্টা হিসেবে তুলে ধরা হয়।

ইয়ামালকে গুঁতো দিয়ে নিষিদ্ধ হলেন

ইয়ামালকে ফাউল করায় ৫৪তম মিনিটে উরুগুইয়ান বার্নালকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি।

লড়াইয়ে তখন ৩-২ ব্যবধানে এগিয়েছিল বার্সেলোনা। একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দুই দলের ফুটবলাররা। প্রথমে বার্নালকে ধাক্কা দেন ইয়ামাল। এরপর ইয়ামালের ঘাড় ধরে দুইবার তাকে মাথা দিয়ে আঘাত করেন বার্নাল। ফল হিসেবে বার্নালকে লাল কার্ড এবং ইয়ামালকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।

রেফারি রিকার্দো দি বুরগোসের প্রতিবেদনে বার্নালের লাল কার্ড পাওয়ার পুরো ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়া হয়। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় যে, বল মাঠের বাইরে থাকা অবস্থায় হাতাহাতি ও শারীরিক সংঘাতের ওই ঘটনাটি ঘটেছিল। আইন অনুযায়ী, এমন কাণ্ডে দায়ী খেলোয়াড় সর্বনিম্ন চার থেকে সর্বোচ্চ ১২ ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন। তাই বলা যায়, বার্নাল অল্পতেই পার পেয়ে গেছেন।

প্রতিপক্ষ শিবিরে একজন কমে যাওয়ার ফায়দা তুলে নিয়ে পরে আরও দুবার লক্ষ্যভেদ করে বার্সেলোনা। ফলে বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে কোচ হান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। সেদিন একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছিলেন ১৯ বছর বয়সী ইয়ামাল। ম্যাচের ৭০তম মিনিটে তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তার বদলি হিসেবে নেমেছিলেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রাফিনিয়া।

এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ২৩ বছর বয়সী বার্নাল লা লিগায় বেতিসের আগামী চারটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তাদের প্রতিপক্ষ হলো যথাক্রমে সেল্‌তা ভিগো, মালাগা, এলচে ও সেভিয়া।

লিগে ৯ ম্যাচে ৬ জয় ও ১ ড্রয়ে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে বেতিস। সমান ম্যাচের সবকটিতে জিতে পূর্ণ ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সা।

অর্থনৈতিক সংকটে জ্বলছে ফ্রান্স

একইসঙ্গে বিভক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাজেট নিয়ে সমঝোতা করাও সরকারের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ফ্রান্স কি একাই এই সংকটে রয়েছে?

মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকা ঋণ, সেই ঋণের জন্য চড়া সুদ পরিশোধ এবং সংকট নিরসনে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব-বর্তমানে পশ্চিমাবিশ্বের অর্থনীতির গল্প অনেকটা এমন। যুক্তরাষ্ট্রও এর বাইরে নয়।

যুক্তরাজ্যের কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নীতি বিষয়ক অধ্যাপক পিটার টেলর-গুবি সিএনএনকে বলেন, ‘ইউরোপে বন্ড মার্কেট এবং সরকারের নেওয়া ঋণের চড়া সুদ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভয় ক্রমেই বাড়ছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, একে আর এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এখন অবহেলা করলে বড় বিপর্যয় ঘটবে।’

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ

ফ্রান্সের মতো ইউরোপের কয়েকটি দেশে সাম্প্রতিক সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় কমানোর উদ্যোগ, আবাসনসংকট এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থার অভাবের কারণে বিক্ষোভ হয়েছে।

ইতালিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, বেলজিয়ামে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিসহ শিক্ষা সংস্কার, স্পেন ও পর্তুগালে আবাসন সংকট নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিক্ষোভ হয়েছে।

গুজব ও এআইয়ের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন শায়খ সুদাইস

পোস্ট ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব, অপপ্রচার ও মানহানি ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন পবিত্র মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শায়খ ড. আবদুর রহমান আস-সুদাইস। একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ভুয়া ভিডিও তৈরি, কণ্ঠস্বর নকল, প্রতারণা এবং অন্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের বিষয়ে সতর্ক করেছেন তিনি।

তাঁর মতে, আধুনিক প্রযুক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সৌদি আরবের মক্কায় পবিত্র মসজিদুল হারামে (৯ অক্টোবর ২০২৬) জুমার খুতবায় এসব কথা বলেন শায়খ আস-সুদাইস। সৌদি প্রেস এজেন্সির এক বিশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

খুতবায় তিনি মুসলিমদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামের শরিয়াহ ও নৈতিক নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রযুক্তি মানুষের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত। তাই এর যথাযথ ব্যবহার, কল্যাণকর কাজে প্রয়োগ এবং অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এ নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

শায়খ আস-সুদাইস বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে উত্তম চরিত্র, নৈতিকতা ও শুদ্ধ আচরণের শিক্ষা দেয় ইসলাম।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এ বাস্তবতায় প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইসলামের নৈতিক নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরি। তিনি পবিত্র কোরআনের এই বাণী উদ্ধৃত করেন,

‘তিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন বিষয় জানেন।’ (সুরা গাফির, আয়াত: ১৯)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দায়িত্বহীন ব্যবহার মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে। এর মাধ্যমে গুজব, অপবাদ, মানহানি ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়ে; ক্ষুণ্ন হয় মানুষের সম্মান, অধিকার ও সম্পদ।

এ কারণে ভুয়া সংবাদ প্রচারকারী প্ল্যাটফর্ম এবং প্রতারণামূলক ওয়েবসাইট সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একজন মানুষ যা লেখেন, বলেন, পুনঃপ্রকাশ করেন কিংবা শেয়ার করেন, তার প্রতিটিরই নৈতিক দায় রয়েছে। অসতর্কভাবে বলা একটি কথাও কখনো মানুষের কল্যাণের কারণ হতে পারে, আবার কখনো তা মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। তিনি পবিত্র কোরআনের এই আয়াত উদ্ধৃত করেন, ‘মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে একজন সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।’ (সুরা কাফ, আয়াত: ১৮)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করেন মসজিদুল হারামের এই ইমাম।

তিনি বলেন, এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিডিও বিকৃত করা, কারও কণ্ঠস্বর নকল করা কিংবা কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলেছেন বা এমন কাজ করেছেন বলে মিথ্যা ভিডিও, ছবি ও বিবৃতি প্রচার করা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার পরিপন্থী। এসব কর্মকাণ্ড মানুষের সম্মান ও গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে এবং সমাজে মিথ্যাচার ছড়ানোর পথ তৈরি করে।

যেকোনো সংবাদ, ছবি কিংবা ভিডিও শেয়ার করার আগে তার সত্যতা যাচাই করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন শায়খ আস-সুদাইস। এ প্রসঙ্গে তিনি পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা তুলে ধরেন, ‘হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখো, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসো এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।’ (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ৬)

খুতবায় শায়খ আস-সুদাইস মক্কা ও মদিনাকে লক্ষ্য করে হুথি গোষ্ঠীর চালানো সন্ত্রাসী হামলারও তীব্র নিন্দা জানান। তিনি এসব কর্মকাণ্ডকে ইসলামী শরিয়াহ, মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতি এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও প্রথার পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পবিত্র দুই মসজিদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। এগুলোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যেকোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করা জরুরি।

পবিত্র হজ :

ইখলাসপূর্ণ ও রিয়ামুক্ত ইবাদত

তাকওয়া চর্চার গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম কর্মশালা হচ্ছে হজ। মহান আল্লাহ তায়ালা তার সুবিশাল পাঠশালায় ছড়িয়ে রেখেছেন নানামুখী শিক্ষার মহাসমারোহ। সেসব শিক্ষা থেকে তাকওয়া অর্জন করতে পারলে হজ পালন হয়ে ওঠে স্বার্থক ও কল্যাণময়। হজের সেসব কল্যাণমুখী শিক্ষার প্রধানতম বিষয়গুলো হলো- শরিয়তের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ: দ্বিধাহীন আনুগত্যের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো হজ। হজের সব বিধানেই সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে শরিয়তের সব বিধি-বিধানের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের নিঃসংকোচ আনুগত্যের জীবন্ত উপমা। আমাদের চিন্তা-চেতনা ও আমলসমূহ আল্লাহমুখী করা ও আল্লাহর আনুগত্যে সমৃদ্ধ করা ঈমানি চেতনার এক অনিবার্য দাবি। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, ‘তোমার রবের কসম। তারা মোমিন হবে না- যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তারা তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করবে; তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব করবে না এবং পূর্ণ সম্মতিতে তা মেনে নেবে।’ (সুরা নিসা : ৬৫)।

হজের সেই পবিত্র ভূমিসমূহে আজও তাই সম্মানিত হাজিদের আগমন ঘটে দ্বিধাহীন আনুগত্যের সে মহড়া দেওয়ার জন্যই। হযরত ওমর (রা.) হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিতে গিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গিরই স্বার্থক প্রতিধ্বনি করেছেন এ কথা বলে, ‘নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পারো না এবং কোনো উপকারও করতে পারো না: রাসুল (সা.) তোমাকে চুম্বন করেছেন। এটা যদি আমি না দেখতাম, তাহলে তোমাকে চুম্বন করতাম না।’ (বোখারি: ১৪৯৪)। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, ‘হযরত ওমর (রা.)- এর এ উক্তির মধ্য দিয়ে দ্বীনি ব্যাপারে শরিয়তের বোধগম্য না হওয়া বিষয়েও শরিয়তের সুন্দর অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হলো। রাসুল (সা.) যা করেছেন, যদি তার অন্তর্নিহিত মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝা না-ও যায়, তবু তার আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে শরিয়তের মহান মূলনীতি।’ (ফাতহুল বারি: ৩/৪৬৩)।

একত্ববাদের চর্চা ও প্রতিষ্ঠা : মহান হজব্রতের সব বিধান ও কর্মকা-ই তাওহিদ তথা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করাই হজের অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা হজ ও ওমরা আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো।’ (সুরা বাকারা : ৯৬)। তাওহিদের চিরন্তন ধারাকে অভ্রান্ত ও নির্ভেজাল রাখার জন্যই সুরা হজে মহান আল্লাহ তায়ালা শিরক তথা তাওহিদবিরোধী সব কর্মকা- সম্পর্কে এভাবে সতর্ক করেন, ‘আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।’ (সুরা হজ : ৩০-৩১)।

হজের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাওহিদকেই প্রিয় নবী (সা.) তার জীবনের মধ্যমণি বানিয়েছেন। এর জন্যই সর্বস্ব উৎসর্গ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, হাজিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো, তালবিয়া পাঠ। আর সেই তালবিয়ার শব্দমালায় এক আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজিরা দেওয়া ও তাঁর লা শরিক হওয়ার ঘোষণাই বারবার উচ্চারিত হয়। এর মূল কথাই হলো, তাওহিদযুক্ত আর শিরকমুক্ত ইবাদত পালন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, তাওহিদ দিয়েই রাসুল (সা.) তালবিয়া শুরু করলেন ও বললেন, ‘আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সব প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমার। তোমার কোনো শরিক নেই।’ (মুসলিম: ১২১৮)।

ইখলাস ও ঐকান্তিকতা : ইবাদত পালনে ইখলাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা অর্জন হজের বড় একটি শিক্ষা। অর্থাৎ ইবাদত পালনে রিয়া ও লোক দেখানো মনোভাব থেকে যেন দূরে থাকা যায়, সেজন্য মহান রবের দরবারে আকুতি-মিনতি করাও ইখলাস ও তাওহিদমুখিতারই বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে আনাস (রা.) সূত্রে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: রাসুল (সা.) দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ! এমন হজ করার তৌফিক দাও, যা হবে রিয়া বা লোক দেখানো থেকে মুক্ত।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৮৯০)।

ধৈর্য ও অবিচলতা : কোরবানির ঘটনা থেকেই ধৈর্য, অবিচলতা এবং ত্যাগ ও আত্মত্যাগের শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেছিলেন, ‘বাবা। আপনাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি সেটাই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।’ (সুরা সাফফাত : ১০২)।

বার্ধক্য : জীবনের শেষ অধ্যায়ের নীরব সংকেত

পোস্ট ডেস্ক :

বার্ধক্যকে প্রকৃতির এমন এক স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা জীবনের শেষ অধ্যায় বা মৃত্যুর আগমনী বার্তা বহন করে। জীবনের এই অমোঘ সত্য মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

বার্ধক্যে শারীরিক পরিবর্তন ও দুর্বলতা দেখা দেয়। শরীরের কোষগুলোর ক্ষয় হতে থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা দেখা দেয়। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া এবং হাড়ের ক্ষয় হওয়া জানান দেয় যে দেহঘড়ি আস্তে আস্তে স্থবির হয়ে পড়ছে।

এই সময়ে মাথার সাদা চুলকে অনেক সময় জীবনের শরৎকাল বা বিদায়ের ঘণ্টা হিসেবে রূপক অর্থে দেখা হয়।

মানুষের জীবনের একটি নির্ধারিত সময়সীমা আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। সেই নির্ধারিত সময় কখন শেষ হবে, তা একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের সৌভাগ্যের অন্যতম নিদর্শন হলো, দীর্ঘ জীবন লাভ করা এবং সেই জীবনকে নেক আমলে পরিপূর্ণ করা।

পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্যের নিদর্শন হলো, আয়ু দীর্ঘ হওয়ার পরও মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকা এবং পাপাচারে নিমজ্জিত থাকা। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ সেই ব্যক্তির ব্যাপারে তার অজুহাতের অবকাশ রাখেননি, যাকে তিনি এত দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন যে সে ৬০ বছরে উপনীত হয়েছে।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৪১৯)

কারো জীবন ৬০ বছর পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তার উচিত আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেওয়া। কারণ এটি তাওবা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার বয়স। এটি এমন একটি পর্যায়, যখন মানুষের উচিত

> **সেই নির্ধারিত সময় কখন শেষ হবে, তা একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের সৌভাগ্যের অন্যতম নিদর্শন হলো, দীর্ঘ জীবন লাভ করা এবং সেই জীবনকে নেক আমলে পরিপূর্ণ করা।**

পাপাচার ছেড়ে বেশি বেশি ইস্তিগফার করা, নেক আমল করা এবং আখিরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে? : বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে ব্যয় করে। দুনিয়াতে নিজের জন্য কল্যাণের বীজ বপন করে এবং দীর্ঘ জীবনের আশাকে তাকে আমল থেকে গাফেল হতে দেয় না, যাতে হঠাৎ মৃত্যু এসে তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় গ্রাস করতে না পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দিইনি, যাতে যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল।’ (সুরা : ফাতির, আয়াত : ৩৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। সুরা : রুম, আয়াত : ৫৪

বয়স যত বাড়বে, আমলও তত বাড়তে হবে : প্রত্যেক দায়িত্বশীল মুসলিম-পুরুষ ও নারী উভয়েরই উচিত এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করা। আল্লাহ যখন কাউকে আরো কিছু জীবন দান করেন, তখন তার উচিত সেই অতিরিক্ত সময়কে আরো বেশি নেক আমলে ব্যয় করা। মৃত্যু কখন এসে উপস্থিত হবে, সে ব্যাপারে মানুষ জানে না। তাই অসতর্কতা ও অবহেলার মধ্যে থাকা উচিত নয়।

বার্ধক্য হলো মৃত্যুর আগমনী বার্তা : সুতরাং যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে, তার উপলব্ধি করা উচিত। বার্ধক্য দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগমনী বার্তা। এটি জীবনের অবসান ঘনিয়ে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তাই তার এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, যা তার বয়স ও অবস্থার সঙ্গে অসংগত। দীর্ঘসূত্রতা ও মিথ্যা আশা যেন তাকে প্রতারিত না করে। ‘পরে তাওবা করব’, ‘পরে নামাজ-ইবাদত বাড়াব’-এভাবে সময় নষ্ট করতে করতে যেন পুরো জীবন শেষ হয়ে না যায়। বরং জীবনের অবশিষ্ট সময়ের বেশির ভাগ আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা উচিত। কারণ আল্লাহর সামনে তখন আর কোনো গ্রহণযোগ্য অজুহাত থাকবে না।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৩.১০.২৬ শুক্রবার	6:11	7:25	01:45	4:15	6:15	07:45
২৪.১০.২৬ শনিবার	6:12	7:27	01:30	4:12	6:13	07:45
২৫.১০.২৬ রবিবার	6:14	7:28	01:30	4:10	6:11	07:45
২৬.১০.২৬ সোমবার	6:15	7:30	01:30	4:08	6:09	07:45
২৭.১০.২৬ মঙ্গলবার	6:17	7:18	01:30	4:06	6:07	07:45
২৮.১০.২৬ বুধবার	6:18	7:32	01:30	4:05	6:05	07:45
২৯.১০.২৬ বৃহস্পতিবার	6:20	7:34	01:30	4:03	6:03	07:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ব্যালন ডি'অর ঘিরে বায়ার্নের রহস্যময় পোস্ট, আলোচনায় কেইন

২০২৬ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে হ্যারি কেইনকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বায়ার্ন মিউনিখের রহস্যময় পোস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। তবে কেইনই যে এবারের ব্যালন ডি'অর জিতছেন, সে বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

কালো স্যুট পরা কেইনের একটি ছবি প্রকাশ করে বায়ার্ন লিখেছে, 'ইটস অলমোস্ট শোটাইম' অর্থাৎ, মঞ্চে ওঠার সময় প্রায় এসে গেছে। আগামী ২৬ অক্টোবর লন্ডনের প্যালাডিয়ামে বসার কথা ২০২৬ সালের ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানের। বায়ার্নের এমন পোস্টের পর সমর্থকদের মধ্যে পুরস্কার জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা বেড়েছে।

গত মৌসুমে বায়ার্নের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন ইংলিশ এই স্ট্রাইকার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছেন ৬১ গোল। তার পারফরম্যান্সে বুন্দেসলিগা ও জার্মান কাপ জিতেছে বায়ার্ন। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত তার গোলসংখ্যা ৭৩।

কেইন এবার ব্যালন ডি'অর জিতলে মাইকেল ওয়েনের পর দ্বিতীয় ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে এই পুরস্কার জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করবেন। তবে বায়ার্নের রহস্যময় পোস্টটি পুরস্কার জয়ের নিশ্চিত ইঙ্গিত কি না, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য।

'বার্সেলোনাকে দেখিয়ে দিলাম, আমরাই সেরা'

ম্যানচেস্টার সিটির পর এবার মৌসুমের শুরু থেকে অপরাজিত থাকা বার্সেলোনাকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে পিএসজি। ইউরোপের সেরাদের লড়াইয়ে ব্যাক টু ব্যাক এমন বড় জয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত ফরাসি ক্লাবটির মরোক্কান ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমি। ম্যাচ শেষে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, পিএসজিই এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা, এমনকি সেরা দল।

ম্যাচ শেষে সিবিএস স্পোর্টসকে হাকিমি বলেন, 'এমন একটি দলের বিপক্ষে খেললে আপনি তাদের দেখিয়ে দিতে চাইবেন, আমরাই চ্যাম্পিয়ন। আমরা আরও জিততে চাই। আমরা দেখাতে চাই, আমরাও বিশ্বের অন্যতম সেরা দল, এমনকি এই মুহূর্তে হয়তো সেরা দল।'

ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফুট মারকাতোকে হাকিমি বলেন, 'আমরা জানতাম, ম্যাচটি খুব কঠিন হবে। আমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি দলের মুখোমুখি হয়েছিলাম, যারা এই মৌসুমে এখনো হারেনি। কিন্তু আমাদের দলটি অসাধারণ।'

ম্যাচটি পিএসজির জন্য মোটেও সহজ ছিল না উল্লেখ করে তিনি জানান, দুবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্সেলোনা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুললেও লুইস এনরিকের দলের অসাধারণ মানসিকতা ও নৈপুণ্য শেষ পর্যন্ত জয় এনে দিয়েছে। এছাড়া কোচ লুইস এনরিক প্রতিদিন দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়ের ক্ষুধা ও সঠিক মানসিকতা ধরে রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

চলতি মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জয়কেই নিজেদের মূল লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করে হাকিমি শেষ পর্যন্ত এই জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৬০ রানে অলআউট বাংলাদেশ

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজের ফাইনাল খেলতে হলে আজ আফগানিস্তানকে হারাতে হবে বড় ব্যবধানে। কিন্তু বড় ব্যবধানে হারাতে নেমে বাংলাদেশ উল্টো বড় হারের মুখে! আফগানদের বিপক্ষে আগে ব্যাট করতে নেমে ১৬০ রানেই গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশ। শুরুর মতো শেষেও দ্রুত উইকেট হারায় লাল-সবুজের দল। খেলতে পারেনি পুরো ৫০ ওভারও। ৪১.২ ওভারে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ ১৬০ রানে।

ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। তাই সিরিজের ফাইনাল খেলতে হলে আজ আফগানদের হারাতে হবে বড় ব্যবধানে। ফাইনালে যেতে বাংলাদেশের সামনে সমীকরণ এমন- জিততে হবে ৪১ রানের ব্যবধানে।

টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সুযোগও পায় বাংলাদেশ। কিন্তু ব্যাটিং করতে নেমে তাওহিদ হৃদয়ের দলের যাচ্ছে-তা অবস্থা! ব্যাট করতে নেমে ২৮ রানেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল বাংলাদেশ।

পঞ্চম উইকেটে পারভেজ হোসেন ও সাইফ হাসান ৯২ রানের জুটি গড়ে বিপর্যয় সামলে দলকে তিন অঙ্কে নিয়ে যান।

দলীয় ১২১ রানের সময় সাইফ আউট হওয়ার পর বাংলাদেশ পরের পাঁচ উইকেটে যোগ করতে পেরেছে ৩৯ রান। অর্থাৎ, প্রথম ২৮ রানে ৪ উইকেট আর শেষ ৩৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ অলআউট ১৬০ রানে।

৯৬ বলে ৭০ রানের সর্বোচ্চ ইনিংসটি পারভেজের, সাইফের ব্যাট থেকে এসেছে ৮২ বলে ৪১ রান। অন্যদের মধ্যে নাজমুলই শুধু দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পেরেছেন (২৩ বলে ১৫)। বাকি আটজনই আউট হয়েছেন এক

মৌসুম শেষ কাভারেস্খেইয়ার

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে রোমাঞ্চকর জয়ের রাতে বড়সড় ধাক্কা খেল পিএসজি। ভয়াবহ চোটে মৌসুম শেষ দলটির আক্রমণভাগের মূল অস্ত্র জর্জিয়ান উইঙ্গার খিচা কাভারেস্খেইয়ার।

বার্সেলোনাকে ৪-২ গোলে হারানোর ম্যাচে ৫৯ মিনিটে ডান হাঁটুতে গুরুতর আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন কাভারেস্খেইয়া। পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেডিকেল টিম জানায়, তার ডান হাঁটুর অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট

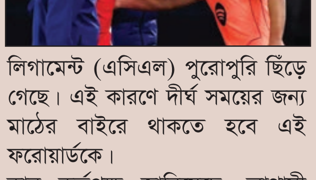

লিগামেন্ট (এসিএল) পুরোপুরি ছিঁড়ে গেছে। এই কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে এই ফরোয়ার্ডকে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ২৫ বছর বয়সী এই তারকার হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করা হবে।

সাধারণত এ ধরনের বড় ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে ৯ মাসের মতো সময় লাগে,এতে কাভারেস্খেইয়ার জন্য মৌসুমটি এখানেই শেষ হয়ে গেল।

এছাড়া আরেক তারকা উসমান দেম্বেলেও চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন প্রথমার্ধেই। পরে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন দলের অধিনায়ক মার্কিনিওসও। তবে তাদের চোট নিয়ে গুরুতর নয় বলে জানিয়েছে ক্লাবটি।

রোনালদোর ৩৭তম পেনাল্টি মিস, মেসি মিস করেছেন কয়টা

ম্যাচে পেনাল্টি মিস এবং সামনে ফাঁকা গোলপোস্ট পেয়েও অবিশ্বাস্যভাবে বল বাইরে মারলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে পর্তুগিজ মহাতারকার এমন নিষ্প্রভ ও দুর্ভাগ্যের দিনেও ঘরের মাঠে জয় তুলে নিতে সমস্যা হয়নি আল নাসরের। স্বদেশি জোয়াও ফেলিক্সের একমাত্র গোলে নিওম এসসিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার রাতে সৌদি প্রো লিগের এই ম্যাচটিতে মাঠে নামেন ৪১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড রোনালদো। গত মাসে পর্তুগাল দলের ক্যাম্প ছেড়ে আসার ঘটনায় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সম্প্রতি ৩০ দিনের নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানার মুখে পড়ার পর এটিই ছিল তার প্রথম ম্যাচ। তবে মাঠে নিজের সহজাত পারফরম্যান্সের ধারেকাছেও ছিলেন না তিনি।

ম্যাচের প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি পায় আল নাসর। অনুমিতভাবেই স্পট-কিক নিতে এগিয়ে যান রোনালদো, কিন্তু তার জোরালো শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। এটি তার ক্যারিয়ারের ৩৭তম পেনাল্টি মিস (২২১ স্পট-কিকে ১৮৪ গোল)। এই ব্যর্থতায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির সঙ্গে তার ব্যবধান আরও বাড়ল, যেখানে মেসি ১৫০টি পেনাল্টি নিয়ে মিস করেছেন ৩৫টি।

এরপর দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে ঘটে প্রায় অবিশ্বাস্য আরেক ঘটনা। সতীর্থ সাদিও মানের হেডে বল পেয়ে সামনে কেবল ফাঁকা জাল পান রোনালদো। কিন্তু পায়ের সঙ্গে ঠিকঠাক সংযোগ না হওয়ায় বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। তীব্র আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি। তবে রোনালদোর ব্যক্তিগত হতাশার দিনে ম্যাচের ৬১তম মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের লক্ষ্যভেদে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর।

এর আগে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ) থেকে ৩০ দিনের নিষেধাজ্ঞা ও ২১৫ পাউন্ড জরিমানা করা হয় রোনালদোকে। কোচ হোর্হে জেসুসের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধের জেরে এই শাস্তির মুখোমুখি হলেও তিনি জাতীয় দলের কোনো অফিসিয়াল ম্যাচ মিস করবেন না। আগামী নভেম্বরের ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশন্স লিগের ম্যাচগুলোতে আবারও ডেনমার্ক ও ওয়েলসের বিপক্ষে পর্তুগাল দলে তার ফেরার কথা রয়েছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা :

শিশু বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের কোনো শেষ নেই

ইসলামে জ্ঞানার্জনের কোনো বয়সসীমা নেই। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ, মধ্যবয়সী ও প্রবীণ-প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীনি জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন শুধু শিক্ষার বিষয় নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও।

২ অক্টোবর শুক্রবার ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবায় মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম কথাগুলো বলেন।

তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো উপকারী জ্ঞান। বিশেষ করে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুস্তরে উন্নীত করবেন।’ (সুরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮:১১)

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, দ্বীনি শিক্ষা শুধু শিশু-কিশোরদের জন্য। অনেক অভিভাবক সন্তানদের মাদরাসায় পাঠান, মসজিদে কুরআন শেখার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নিজেরা নতুন করে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন না। অথচ এ ধরনের চিন্তাভাবনা মানুষকে আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে।

তিনি বলেন, এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহ তা'আলা এভাবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনঃ ‘হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’ (সুরা ত্বহা, ২০:১১৪)। যেখানে মহানবী (সা.)-কেও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে, সেখানে সাধারণ মুসলমানদের জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি।

তিনি উল্লেখ করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন।’ (বুখারি ও মুসলিম)। দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি অর্জনের জন্য নিয়মিত অধ্যয়ন, চিন্তাভাবনা এবং আলেমদের সাহচর্য প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরামের উদাহরণ তুলে ধরে শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, তাঁদের অনেকেই মধ্যবয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বয়স তাঁদের জ্ঞানার্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত ছিলেন।

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম

তিনি বলেন, বিখ্যাত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একজন মানুষ কত দিন পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করবে? তাঁর উত্তরের মর্মার্থ ছিল, ‘দোয়াত-কলম থেকে কবর পর্যন্ত ।’ অর্থাৎ একটি শিশু যখন দোয়াত কলমের মাধ্যমে লেখা-পড়া শুরু করে সেই সময় থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এখানে দোয়াত-কলম বলা হয়েছে এ কারণে যে, একসময় লেখার জন্য দোয়াত-কলম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম ছিলোনা। শিশু বয়সে দোয়াত কলমের মাধ্যমেই লেখালেখি শুরু করতে হতো।

জ্ঞানার্জনের পথে বিভিন্ন অজুহাতের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেকেই বয়স, কর্মব্যস্ততা কিংবা পারিবারিক দায়িত্বের কারণে দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকেন। কেউ মনে করেন, ছোটবেলা থেকে নামাজ পড়ছেন, কুরআন পড়তে জানেন, তাই নতুন করে শেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন নামাজ আদায় করলেও নামাজের শুদ্ধতা, একাগ্রতা এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, একজন মুসলমানের জন্য হালাল-হারাম, বৈধ উপার্জন, মানুষের অধিকার, আত্মশুদ্ধি, প্রয়োজনীয় দোয়া-জিকির এবং আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন জরুরি। মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে জবাবদিহির বিষয়টি স্মরণ রেখে প্রত্যেকের জীবন পরিচালনা করা উচিত।

জ্ঞানার্জনের মর্যাদা সম্পর্কে শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’ (মুসলিম)। এই সুসংবাদ শুধু তরুণদের জন্য নয়, বরং সব বয়সের মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সপ্তাহে অন্তত একটি দ্বীনি শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করা। সেটি তাফসির, হাদিস, ফিকহ কিংবা মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতবিষয়ক আলোচনা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নিয়মিত অর্থসহ পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কুরআনের অর্থ ও শিক্ষা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বছরে অন্তত একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থসহ কুরআন পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে কুরআনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং নামাজে তিলাওয়াত করা আয়াতগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে।

একজন মুসলমানের জন্য হালাল-হারাম, বৈধ উপার্জন, মানুষের অধিকার, আত্মশুদ্ধি, প্রয়োজনীয় দোয়া-জিকির এবং আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন জরুরি

তিনি আরও বলেন, অনেক মানুষ লজ্জা বা সংকোচের কারণে ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন। অথচ প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, লজ্জাশীল ও অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। এখানে লজ্জা বলতে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অযথা সংকোচকে বোঝানো হয়েছে।

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বয়স, পেশা কিংবা সামাজিক অবস্থান কোনো বাধা হতে পারে না। একজন আলেম কিংবা শিক্ষককেও নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়। কারণ, জ্ঞানার্জনের কোনো অবসর নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শেখার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

খুতবার শেষাংশে তিনি সবাইকে উপকারী জ্ঞান অর্জন, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে আল্লাহর কাছে সবার জন্য উপকারী জ্ঞান ও সঠিকভাবে আমল করার তাওফিক কামনা করেন।

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম : প্রধান ইমাম ও খতীব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। জুমার খুতবা, শুক্রবার ২ অক্টোবর ২০২৬।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Labour set to deny Rosebank oil drilling after Jackdaw gets approval

Post report: Ministers have signalled that they are unlikely to approve a second new oil and gas field amid concerns that it would breach the UK's climate commitments.

Miatta Fahnbulleh, the energy secretary, approved drilling at Jackdaw in the North Sea on Wednesday, the UK's first new gas field in almost a decade. President Trump praised the move, urging the country to go "full blast" and "make the UK very wealthy again".

But senior government figures suggested that Fahnbulleh was likely to reject calls to approve drilling at the Rosebank oilfield, in the North Atlantic, over warnings it would produce about seven times the carbon emissions of Jackdaw.One source said it would be hard to justify approving Rosebank on climate grounds, while another said Fahnbulleh had been an opponent of the scheme since before she was energy secretary.

Fahnbulleh has drawn a clear distinction between the two projects while insisting she had not made up her mind. "One is a gasfield that caters for the domestic market, while the other is an oilfield that is mainly for export," she told The Guardian this week."It is right that we judge each application in its own right, and it is absolutely critical that the decision is consistent with our climate obligations, our carbon budgets and the end destination we need to get to with the energy transition." Jackdaw, off Aberdeen, will begin supplying gas to British homes and businesses within weeks. The field could account for 6 per cent of North Sea gas production when fully operational, although it will directly create only 27 new jobs.

Trump said it was "great news for the wealth and prosperity" of the UK "and the wonderful region of Aberdeen".He wrote on Truth Social: "The U.K. has started drilling in the North Sea, one of the greatest and most prosperous areas of OIL in the World. They should go FULL BLAST!!! This will make the U.K. very wealthy again. TAKE DOWN THE COSTLY AND RIDICULOUS WINDMILLS!"Alongside the announcement of Jackdaw's approval, John Healey, the chancellor, announced that some of the tax revenues from North Sea oil and gas would be set aside to invest in renewable and low-carbon projects.

Healey said the government would initially put £2bn in the fund, which would also be used to "reward" communities that hosted new clean energy projects.

At prime minister's questions on Wednesday Andy Burnham announced that he had asked Healey and Fahnbulleh to bring forward plans to scrap standing charges from gas bills and include them in the unit cost.The move would hit mainly richer households that use more gas, while bringing bills down for poorer households. It would also financially incentivise those people who use the most gas to switch to electricity for heating by narrowing the price differential between the two forms of energy.The Conservatives first granted permission for drilling at Jackdaw in 2022, but the decision was ruled unlawful because it did not account for emissions that came from burning the fuel after it had been produced. It has now been reassessed under the new criteria.

At prime minister's questions, Burnham said the project would protect hundreds of jobs and "help keep millions of homes warm this winter".

Burnham said: "At a time when people are really struggling, it's right that we look in a responsible way at maximising the existing energy reserves we have in Britain that could help."We're committed to moving towards renewable energy and reaching net zero by 2050. But even on our ambitious climate path, we'll still require oil and gas as part of our energy needs for decades to come. That's why we're taking a pragmatic approach to the North Sea."

Kemi Badenoch criticised the length of time it had taken to reach a decision, accusing Labour of spending two years "faffing" about a project already approved by the Conservatives.If they'd done this in the summer, we'd have had that gas heating British homes this Christmas," she said. "An unnecessary waste of time and money by a party that puts its own interest above the country's."

Environmental campaigners have criticised the government's decision. Zack Polanski, the Green Party leader, described it as "climate vandalism".Ami McCarthy, the head of politics for Greenpeace UK, claimed it showed "the toxic grip fossil fuel lobbyists still hold over our energy policy". She said: "There is nothing pragmatic about rubber-stamping a project that won't lower energy bills, won't boost energy security and will create just 27 full-time jobs."

However, Gary Smith, the GMB general secretary, said the government deserved "real credit" for approving the field and urged ministers to go further and approve Rosebank as well. The times

New rules Airbnb hosts

Post Report: Airbnb has changed its rules to limit what property hosts may ask guests to do - including when it comes to cleaning.

The updated guidelines state that hosts can now set seven standard house rules and can also add other "reasonable" requests.

Airbnb states that guests - who are required to pay a cleaning fee - should not be asked to complete tasks normally done by a cleaner, including washing dishes and stripping beds.

The new rules will apply to all reservations booked on or after 20 November on the accommodation marketplace.

"House rules help guests understand what hosts expect, but we've heard from our community that they can be confusing, onerous and hard to manage," Airbnb told the BBC.

"So, we've redesigned them to make them easier to discover and clearer to set, alongside a new policy that keeps requests reasonable, with no surprises."

According to the new requirements on the Airbnb website, hosts are generally not allowed to ask guests to complete tasks that "require significant effort or time, or would typically be performed by a cleaner, including stripping the bed, taking trash offsite, or washing and putting away dishes".

The company said it may grant exceptions in some circumstances. For example, guests can be asked to limit shower time if there are local drought-related water restrictions.

A property's rules will be displayed to guests more prominently moving forward and will appear in the guests' reservation reminders.

Contracts will only be allowed in limited circumstances, including when required by law or homeowners association rules.

While a host will not be able to impose fines, they remain in control of their house rules and requests, the company said.

If a host's request does not follow Airbnb policies, the issue will be flagged and the owner can appeal if they disagree.

Guests have for years complained about unreasonable tasks they we required to complete before departure, especially as they are required to pay cleaning fees.

TikTok videos from Airbnb hosts Cassie and Jon that show them closely inspecting their rental property in the US state of Georgia after guests leave have gone viral recently for their attention to detail.

One video from the couple, for example, accuses guests of "disrespecting the house rules" for leaving a television remote out of place.

They have been criticised for their strict rules and high standards but said in response that their content had been misinterpreted

Their videos have inspired other content creators to parody stringent hosts.BBC

BSA marks 10 years as Bishwanath FC celebrates fifth Upazila title

Bishwanath Sports Association celebrated its 10th anniversary with a gathering honouring a decade of sporting achievement, community commitment and Bishwanath FC's remarkable fifth Upazila championship, including four consecutive titles.

By Nazir Ali

Held on Wednesday 14 October 2026 at Impression Events Venue in Stratford, the celebration brought together players, sporting figures, community leaders, sponsors and supporters to recognise the association's achievements and the people who made them possible.

The evening was hosted by BSA Secretary Anfor Ali and executive member Mayen Uddin Ansar, owner of Impression Events Venue. Proceedings opened with a recitation from the Holy Qur'an by Akhlaqur Rahman, Chair of Bishwanath Community Association and a passionate advocate for sporting development in Bishwanath and the UK.

Anfor Ali then welcomed Newham's Executive Mayor, Forhad Hussain, to offer words of support and encouragement.

A decade of bringing people together through sport

BSA Chairman Koyes Miah reflected on ten years of progress, highlighting how the association has connected people through football, cricket, badminton and, more recently, carrom competitions. He thanked the players, supporters and sponsors whose dedication has sustained the organisation and enabled its activities to grow.

The evening recognised BSA's management committee and founding figures: the late Dawlath Khan Babul, Founding President; Koyes Miah, Chairman; M. A. Khalique, Founding President; Anfor Ali, Secretary; Kobir Chowdury, Treasurer; Khalis Miah, Head of Sports; Wahid Rahman, Digital Media Lead; and Ashik Ali, Organising Secretary. Executive Committee members recognised were Koyes A. K., Yakub Ali, Azad Ali, Alam Sheikh, Shamim Noor, Thahed Uzzaman and Azad Khan.

Recognition was also given to BSA's sporting project leads: Suto Miah and Shamim Uddin for boat racing, known as Nowka Bais; Abdul Kalam for football in the Midlands; Mayen Uddin Ansar for carrom; Akhtar Ali for badminton; and Jubair Ahmed Ali and Azizul Rahman for cricket.

Remembering Dawlath Khan Babul

A moving part of the evening was the tribute to the late Dawlath Khan Babul, who passed away earlier this year. His contribution to football and community life was warmly remembered, particularly his role in founding Sonali Othith and helping establish the Upazila tournaments, bringing together communities from across Greater Sylhet.

The anniversary offered an opportunity to honour his vision and recognise the lasting contribution he made to the sporting community.

Five championship victories and four consecutive titles

At the heart of the celebration was Bishwanath FC's outstanding record in the Upazila tournament. Its summer 2026 triumph secured a fifth championship and a fourth consecutive title, giving players and supporters another proud achievement to celebrate.

BSA's Head of Sports Development, Khalis Miah, reflected on the team's development under his management and its four previous championship victories. He recalled memorable moments from that journey and highlighted the association's growing activities in badminton, cricket and carrom.

He then handed over to Yakub Ali, manager of the victorious 2026 veterans' team. Yakub reflected on the highs and lows of the campaign and recognised the individual contributions behind the team's success before introducing the squad to the audience. The team was led by captain Shiblu Miah and vice-captain Abdul Hussain, with Juman Ali in goal. The defenders recognised were Jahid Numan, Sid Ahmed, M. Rokib Ali, Shuhel Mohammed, Abdul Kalam and Ruhul Sadi. The midfielders listed were Jahed Baksh, Masum Hussain, Abdul Kalam and Abdul Kalam. Abdur Rahman, Jabed Khan and Abul Kalam featured as wingers, while Syed Ali and Rashid Rubel were recognised as strikers.

The championship reflected the players' preparation, teamwork and perseverance, backed by managers and supporters whose commitment continued throughout the campaign.

Community support and sponsorship

Representatives of both panels contesting the forthcoming Bishwanath Probashi Education Trust election, one led by Misba Uddin and the other by Guljar Khan, were introduced to the gathering.

The evening also acknowledged the businesses, organisations and individuals supporting the celebration and BSA's commemorative brochure. Special recognition went to the main sponsor, Curry Bazar Foundation, which was announced as a sponsor of the Upazila tournaments for the coming years.

Other sponsors and supporters recognised and contributed on stage included Monir Ahmed of JMG Cargo; Nazir Ali of BRTUK; Abdus Shahid Harun of Heavenly Desserts, Gallions Reach; Swapon Shikdar of Padma Travels; Md Mohabbat Sheikh of Ali Tandoori; Nasar Ali Lilu of BPET; Nijam Uddin of Desi Lounge and M1 Accident Management; Tufazzal Alam of Sonargaon Restaurant; and Akhlak Panna of Brick Lane Post Office.

Further acknowledgements went to Stroudly PFC; Graam Bangla; Just B2B; Janata Super Store; Impression Events Venue; Jahra Luxury Furniture; Perfect Rims; Woolfe & Co Solicitors; Broadway & West; Sparkys Corner; Moonlight Tandoori Restaurant; Averley Manor Estate & Venue; Light of Bengal Indian Food; Kohl Lounge; Love in Decor; Crescent Hall; City of Paris; Ai Sha Tech; ANN Consultancy; and The Hospitality Ecosystem Alliance.

Their support was recognised as an important contribution to BSA's activities and its ability to bring people together through sport.

Hamza Uddin receives an enthusiastic welcome

One of the evening's standout moments was the introduction of British Bangladeshi boxing star Hamza Uddin, whose family roots are in Bishwanath. The British and Commonwealth flyweight champion received an enthusiastic reception, with guests queuing to meet him and pose for photographs alongside his four championship belts.

His presence added further excitement to an evening celebrating sporting excellence and shared community pride.

Sporting leaders honour achievement and service

Other speakers offering their support included Mahiuddin Ahmed Saleem of the Bangladesh Football Federation; Dr Zakir Khan, recipient of the FA's national Bobby Moore Award; Mesba Ahmed of London Tigers; and Ashikur Rahman of BPKP. Joynal Abedin of Sonali Othith also addressed the gathering, paying tribute to the late Dawlath Khan Babul and his contribution to football.

The evening concluded with dinner provided by Impression Events Venue, giving guests an opportunity to reconnect and celebrate the association's achievements together.

BSA's tenth anniversary recognised the dedication behind a decade of sporting success. Bishwanath FC's fifth championship provided a fitting milestone, with credit shared by the players, managers, volunteers, sponsors and supporters who helped make it possible.

By Nazir Ali
Bangla Post English Contributor

By Shofi Ahmed

The Other Jewish Story: Faith, Humanity and the Jews Who Reject Zionism

From Stamford Hill to the shared moral teachings of Judaism and Islam, a story of religious conscience, charity and human dignity.

Walk through Stamford Hill in North London and you will encounter a Jewish community that many people know surprisingly little about.

There are families taking children to school, shopkeepers serving customers, elderly people making their way to synagogue and neighbours helping one another through life's difficulties. Their traditional black clothing, distinctive customs and religious observances may attract attention, but their everyday concerns are familiar to people everywhere.

These are Orthodox Jewish Londoners whose lives are shaped by faith, family, education and community.

Yet there is something else worth understanding. Within this community are Jews who firmly reject Zionism.

They are deeply attached to Judaism and Jewish religious history, but do not believe that Jewish faith requires allegiance to the modern political movement that established Israel.

This distinction matters enormously in a world where Jews, Judaism, Zionism and the Israeli government are too often treated as though they mean the same thing.

They do not.

And perhaps the most interesting way to understand these religious communities is not through politics at all, but through their understanding of human responsibility.

A remarkable connection between Jewish and Islamic teachings

In Judaism, there is a beautiful principle called tzedakah.

Often translated as charity, its deeper meaning is righteousness and justice.

Helping someone in need is not merely an act of kindness; it is a moral responsibility.

In Islam, sadaqah carries a closely related meaning. The Hebrew tzedakah and Arabic sadaqah even share related ancient Semitic linguistic roots.

The Qur'anic concept of tazkiyyah takes the discussion into a broader spiritual dimension.

In Surah At-Tawbah (9:103), charitable giving is connected with purification.

The act of helping another person is also linked to the moral improvement of the giver.

This is the deeper dimension of tazkiyyah: not only giving away wealth, but also purifying the heart of greed, arrogance and selfishness.

It reaches inward towards character and upward towards spiritual responsibility before God.

Judaism, too, possesses wider traditions of spiritual refinement, including teshuvah, or repentance and return, and mussar, the cultivation of ethical character.

The two religions do not express these teachings identically. But their concerns overlap in a way that ordinary people, whatever their beliefs, can recognise.

Helping another human being matters. So does the intention, humility and moral character behind that help.

This shared concern offers a more human starting point for understanding Stamford Hill than the political divisions dominating today's headlines.

The people behind the traditional clothing

Stamford Hill is home to one of Europe's largest strictly Orthodox, or Charedi, Jewish communities.

Its modern history includes families who escaped persecution in Europe and rebuilt their lives in Britain.

Many preserve traditions of religious learning, family responsibility and organised charitable assistance.

The Jewish philosopher Maimonides, who lived in the twelfth century, described eight levels of charitable giving.

His highest level involved helping another person become financially independent, whether through work, partnership, a loan or other practical assistance.

That is a profound understanding of compassion. The objective is not simply to give someone money today but to help protect their dignity tomorrow.

In Stamford Hill, organisations such as North London Bikur Cholim provide practical assistance to people experiencing illness and hardship. Community welfare networks, housing organisations and volunteers help support families facing difficult circumstances.

Such work does not mean every individual or institution is beyond criticism. Like other communities, Stamford Hill faces social and economic challenges, including housing pressures and debates about education.

Nevertheless, its charitable traditions demonstrate how religious principles can become practical assistance.

Why some Orthodox Jews reject Zionism

Perhaps the greatest public misunderstanding concerns the relationship between Orthodox Judaism and Zionism.

Judaism is thousands of years old. Modern political Zionism emerged in the nineteenth century.

Zionism broadly advocates Jewish national self-determination in the historic Land of Palestine. Its supporters hold differing religious and political positions.

But some Orthodox Jewish traditions reject the idea that Jewish sovereignty should be established through human political initiative before the coming of the Messiah.

The Satmar Hasidic movement, represented in Stamford Hill, is among the best-known examples.

Satmar religious teaching distinguishes the Jewish people, the sacred Land of Israel and the modern Israeli state. Its opposition to Zionism arises from theological interpretations concerning exile, redemption and political authority.

This is not simply a disagreement with one Israeli prime minister or government policy. It is a longstanding religious objection to political Zionism itself.

In November 2021, rabbis associated with Stamford Hill's Hatzola emergency medical organisation publicly disowned an Israeli ambassador's visit. Their objection reflected the religious distance maintained by sections of the community from the Israeli state.

In December 2025, more than 2,000 strictly Orthodox Jews from Stamford Hill demonstrated outside the Israeli embassy in London against the conscription of Charedi Jews into Israel's armed forces. Anti-Zionist arguments featured in material distributed at the protest.

These are concrete reminders that opposition to Zionism also exists within Jewish religious life.

However, Orthodox Jews do not all share this position. Some are Zionist, some non-Zionist and others explicitly anti-Zionist. A relatively small movement, Neturei Karta, is particularly visible at anti-Zionist demonstrations, but does not represent Orthodox Judaism as a whole.

The essential point remains: being Jewish does not automatically mean being Zionist, just as being critical of Zionism does not mean being hostile towards Jewish people.

Faith does not automatically confer political authority

Within certain anti-Zionist Orthodox traditions lies an especially interesting idea.

A people may have deep historical and religious attachment to a land without believing that this attachment authorises the establishment of political sovereignty through force.

For Satmar thinkers, the question is principally theological: who possesses the authority to bring about Jewish national restoration, and under what circumstances?

That argument is different from the modern legal questions surrounding Palestinian self-determination, military occupation, civilian protection and territorial rights.

Nevertheless, it demonstrates that religious reverence for a homeland and political nationalism are not necessarily the same thing.

This distinction is important for everyone involved in discussions of Israel and Palestine.

Jews must not be collectively blamed for actions undertaken by the Israeli government. Palestinians must not be denied their humanity because of political or military conflicts. Criticism of government policy should be judged on its substance rather than confused with hostility towards an entire people.

The same standard of human dignity should apply to all.

What we can learn from Stamford Hill

The Orthodox Jewish families of Stamford Hill are not merely participants in a distant geopolitical argument.

They are parents, children, teachers, workers, scholars and neighbours.

Some hold political beliefs that differ sharply from modern Zionism. Others do not. Their shared religious identity does not erase those differences.

Their traditions of tzedakah also reveal something that deserves wider appreciation: charity can be understood not as optional generosity, but as a duty rooted in justice.

The Qur'anic understanding of tazkiyyah adds another dimension to this discussion. Righteous conduct must be accompanied by attention to the condition of the human soul.

The wider Jewish traditions of teshuvah and mussar similarly recognise the importance of repentance and moral character.

Here lies a powerful area of common ground between Judaism and Islam, and indeed with people of other faiths or none.

We need not agree about theology or geopolitics to appreciate the dignity of helping someone in need, the importance of restraint or the value of examining our own conduct.

Before reducing Jewish people to Zionism, Muslim people to political movements, or any community to the actions of a state, we should remember that human beings are more than the ideologies attributed to them.

Stamford Hill offers a living reminder of that truth.

And the relationship between tzedakah and tazkiyyah leaves us with a simple but profound thought:

The measure of righteousness is not merely what we give to others, but what our actions reveal—and cultivate—within ourselves.

Year: 24 ◆ Issue: 1093 ◆ Friday 23 October - Thursday 29 October 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন এমপি-এর সাথে যুক্তরাজ্যের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডাক, টেলিযোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সুনামগঞ্জ-৫ আসনের ৪ বারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন-এর সাথে যুক্তরাজ্যের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা সোমবার,১৯ অক্টোবর নন্ডন বালা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় এমপি কলিম উদ্দিন মিলন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড --১৬ পৃষ্ঠায়

সাইবার হামলার শঙ্কা বিশ্বজুড়ে

পোস্ট রিপোর্ট: সাইবার হামলার ঝুঁকি এড়াতে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইট সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। ওয়েবসাইট তৈরি ও পরিচালনায় বহুল ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পিএইচপিতে দুটি গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়ার পর এই সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। এসব ত্রুটিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে সাইবার হামলাকারীরা কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়াই সার্ভারে প্রবেশের সুযোগ পেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন ।গত বুধবার পিএইচপি প্রকল্পের ডেভেলপাররা ত্রুটি সংশোধনের আপডেট প্রকাশ করেছেন। ব্যবহারকারীদের দ্রুত সেই আপডেট ইনস্টল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অনেক জনপ্রিয় ওয়েবডিজাইন প্ল্যাটফর্মে পিএইচপি ব্যবহার করা হয়। ফলে এই নিরাপত্তা ত্রুটির কারণে অনলাইন

মার্কেটপ্লেস, সংবাদমাধ্যম, সরকারি সেবাসহ বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান উইজও এসব ত্রুটি শনাক্ত করেছে। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে, বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ ওয়েবসাইটে পিএইচপি ব্যবহৃত হয়। উইজের ভাষ্য, পিএইচপিতে এ যাবৎ শনাক্ত হওয়া সবচেয়ে গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়ার ঘটনাগুলোর অন্যতম এটি। এমনকি সফটওয়্যারের ইতিহাসেও একে অন্যতম দুর্বলতা বলা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসএ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত নিরাপত্তা আপডেট করার পরামর্শ দিয়েছে। অবিলম্বে আপডেট করা সম্ভব না হলে ঝুঁকিপূর্ণ সিস্টেমে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক বিবৃতিতে এনএসএ জানিয়েছে, এসব ত্রুটি কাজে লাগিয়ে হামলাকারীরা সরাসরি সার্ভারের ফাইল বা ডেটাবেজে প্রবেশের সুযোগ পেতে পারে। তা ছাড়া হামলাকারীরা কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়াই এসব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সার্ভারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে।

পিএইচপি ফাউন্ডেশনের নিরাপত্তা প্রকৌশলী ভলকার ডুশ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেছেন, --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র নির্বাচন সম্পন্ন

গোলজার খান চেয়ারপার্সন, মোহাব্বত শেখ জেনারেল সেক্রেটারি, মনির আহমদ ট্রেজারার নির্বাচিত

স্টাফ রিপোর্টার: রেকর্ড সংখ্যক ট্রাস্টির উপস্থিতিও ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং বিশাল ফান্ড সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে লন্ডনে অত্যান্ত আনন্দঘন পরিবেশেষে সম্পন্ন হয়েছে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র দ্বিবার্ষিক সভা ও নির্বাচন। গত ১৮ অক্টোবর, রবিবার, পূর্ব লন্ডনের ডেগেনামের একটি হলে আয়োজিত সভা ও নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক ট্রাস্টি ও কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গত ১৮ অক্টোবর, রবিবার, পূর্ব লন্ডনের ডেগেনামের একটি হলে আয়োজিত সভা ও নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক ট্রাস্টি ও কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ট্রাস্টের বিদায়ী সভাপতি মফিজ খান-এর সভাপতিত্বে --১৭ পৃষ্ঠায়

ইয়ামালকে গুঁতো দিয়ে নিষিদ্ধ হলেন বার্নাল

পোস্ট রিপোর্ট: লা লিগার ম্যাচে বার্সেলোনার উইঙ্গার লামিন ইয়ামালকে গুঁতো দিয়ে লাল কার্ড দেখেছিলেন ফাকুন্দো বার্নাল। সেই ঘটনায় এবার আরও বড় সাজা পেলেন রিয়াল বেতিসের এই মিডফিল্ডার। তাকে চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করল রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)।

গত শনিবার রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে ৫-২ গোলের দাপুটে জয় পেয়েছিল বার্সা। ওই ম্যাচে স্প্যানিশ --১৭ পৃষ্ঠায়

কক্সবাজারে সাগরে নেমে ৩ পর্যটকের মৃত্যু, নিখোঁজ ২

পোস্ট রিপোর্ট: কক্সবাজারের হিমছড়িতে সাগরে গোসল করতে নেমে তিন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো দুজন নিখোঁজ রয়েছেন। সাগর থেকে আরেক পর্যটককে জীবিত উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে হিমছড়ির মেরিনা --১৭ পৃষ্ঠায়

বিজনেট গ্লোবাল এওয়ার্ডস এর আনুষ্টানিক ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার: যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যবসাসহ নানা ক্ষেত্রে সফল প্রবাসীদের অন্বেষন করে সম্মাননা প্রদান এবং সেই সাফল্যকে আর্ন্তজাতিক পরিসরে তুলে ধরার প্রত্যয়ে আগামী বছর ১৫ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিজনেট গ্লোবাল --০৫ পৃষ্ঠায়

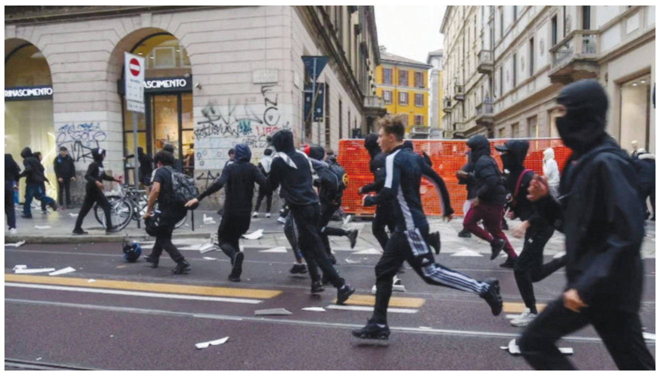

অর্থনৈতিক সংকটে জ্বলছে ফ্রান্স

পোস্ট রিপোর্ট: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ফ্রান্স এখন উত্তাল। এর মূল কারণ- দেশটি তার নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করে ফেলেছে। বাড়ছে ঋণের বোঝা ও ঋণের সুদ পরিশোধের খরচও। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারকে কর বাড়ানো ও সরকারি ব্যয় কমানোর মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তে জনগণের অসন্তোষ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

ফিমেইল একাডেমির কার্যক্রম তুলে ধরলেন জামিল চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ ফিমেইল এর শিক্ষা কার্যক্রম, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জামিল চৌধুরী। বুধবার সন্ধ্যায় --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র নতুন কমিটির অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার: যুক্তরাজ্যে প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসীদের শীর্ষস্থানীয় সামাজিক সংগঠন গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির (২০২৬-২০২৮ সেশন) অভিষেক ও --১৭ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST - 24 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২৪ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk